NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

# একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ সনাতনীদের বাঁচাতে সরকার সমস্ত ধরনের উদ্যোগ নিচ্ছে: অর্জুন সিং

সংসদ অধিবেশন-বিজেপি সংগঠনে সম্ভাব্য রদবদলে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ৭

কলকাতা ১৭ জুলাই ২০২৬ ৩২ আষাঢ় ১৪৩৩ শুক্রবার বিংশ বর্ষ ৩৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 17.07.2026, Vol.20, Issue No. 37, 8 Pages, Price 3.00

## বিশ্বকাপ

**গতকালের ফলাফল**

ইংল্যান্ড-১ আর্জেন্টিনা-২

# পুরীতে রথযাত্রায় হুড়োহুড়ি, মৃত এক, পদপিষ্ট বহু

**পুরী, ১৬ জুলাই:** রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে আগাম সতর্ক ছিল ওড়িশা প্রশাসন। আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা ব্যবস্থাও। মন্দির চত্বরে মোতায়েন করা হয় হাজার হাজার পুলিশকর্মী, দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী। প্রস্তুত রাখা ছিল দমকল এবং চিকিৎসক টিমও। কিন্তু তা সত্ত্বেও ছন্দপতন। বৃহস্পতিবার জগন্নাথ- বলরাম-সুভদ্রার রথের রশিতে টান দেওয়ার উদ্দেশে ভক্তদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যেতেই বড় বিপত্তি ঘটে। ভক্তদের ঠেলাঠেলিতে হুড়মুড়িয়ে পড়ে যান অনেকে। ব্যাপক ভিড়ের চাপে কার্যত পিষে যান বহু পুণ্যার্থী। পদপিষ্ট হয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর।ওড়িশার স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, অসুস্থ বহু পুণ্যার্থীই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বেশিরভাগই শ্বাসকষ্ট, পানীয় জল পর্যাপ্ত না-নেওয়ায় শরীর শুকিয়ে যাওয়া এবং ভিড়ের চাপেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁদের চিকিৎসার জন্য পুরীর জেলা হাসপাতাল-সহ একাধিক মেডিক্যাল সেন্টারে ভর্তি করা হয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর কয়েকজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বাকিদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত উদ্ধারকাজ চালানোর জন্য বিশেষ উদ্ধারপথ আগে থেকে তৈরি রাখা হয়েছিল। প্রশাসনের তরফে ভক্তদের নির্ধারিত পথ ব্যবহার করে জগন্নাথ দর্শন এবং নিরাপত্তাকর্মীদের নির্দেশ মেনে চলার আবেদন জানানো হয়েছে। চলছে পুলিশের লাগাতার মাইকে প্রচার। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে অসুস্থদের অ্যাম্বুল্যান্সে করে হাসপাতালে পাঠান পুলিশ ও স্বাস্থ্যকর্মীরা।

## আসছেন শাহ

■ **১৮ ও ১৯ জুলাই দু'দিনের পশ্চিমবঙ্গ সফরে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই সফরে উত্তরবঙ্গে সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক, কলকাতায় আইন-শৃঙ্খলা পর্যালোচনা এবং আমুলের নতুন দুগ্ধ প্রকল্পের শিলান্যাস-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি রয়েছে। দলীয় সূত্রের খবর, ১৮ জুলাই প্রথমে তিনি শিলিগুড়ির উত্তরকন্যায় একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে যোগ দেবেন। সেখানে আন্তর্জাতিক সীমান্তের নিরাপত্তা জোরদার করা, বিএসএফের নজরদারি বৃদ্ধি এবং সীমান্ত দিয়ে মাদক পাচার রোধের মতো বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে।**

ছবি: অদিতি সাহা

> পবিত্র রথযাত্রা উপলক্ষে সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। এই উৎসব ভারতের শাশ্বত আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উজ্জ্বল প্রতীক। রথযাত্রা বিনম্রতা, সম্মিলিত অংশগ্রহণ এবং নিঃস্বার্থ সেবার আদর্শকে তুলে ধরে। মহাপ্রভু জগন্নাথ সকলকে সুস্বাস্থ্য, সুখ ও সমৃদ্ধি দান করুন।
>
> — নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

> পবিত্র রথযাত্রার তিথিতে শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেব, শ্রীশ্রী বলভদ্র দেব ও মাতা সুভদ্রা দেবীর চরণে শতকোটি প্রণাম জানাই। প্রভুর অশেষ কৃপায় সকলের জীবন সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধিতে ভরে উঠুক। প্রভুর আশীর্বাদে আমাদের দেশ, সমাজ ও মানবজাতির সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল ও কল্যাণ সাধিত হোক। রথযাত্রা উপলক্ষে সকলকে আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও শুভকামনা। জয় জগন্নাথ।
>
> — শুভেন্দু অধিকারী, মুখ্যমন্ত্রী

# ইসকনের রথযাত্রার সূচনা মুখ্যমন্ত্রীর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ছাব্বিশের নির্বাচনের পর রাজ্যে সরকারের পালাবদল ও তার পরবর্তী পরিস্থিতিতে প্রথম রথযাত্রা উপলক্ষে কলকাতা ইসকনের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে রাস্তা ঝাঁট দিয়ে রথযাত্রার সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন তিনি পুজোয় অংশ নেন, জগন্নাথদেবকে প্রণাম করেন এবং রথের দড়িও টানেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কলকাতা ইসকনের রথযাত্রায় উপস্থিত থাকতে পেরে আমি ধন্য।' তিনি আরও বলেন, 'গীতার অমোঘ বাণীকে জীবনের পথনির্দেশ হিসেবে গ্রহণ করে সমাজকে কলুষমুক্ত করার এবং অশুভের বিরুদ্ধে শুভশক্তির জয় হোক, এই প্রার্থনাই করি।' পাশাপাশি এদিন রাজ্যের মিড-ডে মিল প্রকল্প নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, অন্যান্য রাজ্যে ইসকন এই দায়িত্ব সফলভাবে পালন করছে। পশ্চিমবঙ্গেও ১ অগস্ট থেকে কলকাতা মহানগরের স্কুলগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টিকর মিড-ডে মিল সরবরাহের দায়িত্ব ইসকন নেবে। তিনি আরও জানান, ইসকনের পাশাপাশি ভারত সেবাশ্রম সংঘ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গেও রাজ্য সরকার যৌথভাবে কাজ করবে।

বৃহস্পতিবার রথযাত্রা উপলক্ষে সকাল থেকেই ইসকন প্রাঙ্গণে ভক্তদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিন নির্ধারিত সময়ে সেখানে পৌঁছে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি আনুষ্ঠানিকভাবে রথযাত্রার উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

# একুশের মুখেই দল ছাড়লেন মণীশ গুপ্ত

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ২১ জুলাইয়ের শহিদ দিবসের কর্মসূচির আগে তৃণমূল কংগ্রেসে ফের ধাক্কা। বৃহস্পতিবার দলের প্রাক্তন মন্ত্রী মণীশ গুপ্ত দল ছাড়ার সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ্যে জানিয়ে রাজনৈতিক মহলে নতুন জল্পনার জন্ম দিলেন। যদিও এখনও আনুষ্ঠানিক পদত্যাগপত্র জমা দেননি, এদিন সংবাদমাধ্যমের সামনে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, 'এই দলে আর আমার কিছু করার নেই। তাই সময় নষ্ট না-করে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। শীঘ্রই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পদত্যাগপত্র পাঠাব।'

এদিন মণীশ গুপ্ত দীর্ঘ প্রশাসনিক জীবনের পর তৃণমূলে যোগ দিয়ে বিধায়ক ও মন্ত্রী হয়েছিলেন। অতীতের বিতর্ক সত্ত্বেও তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছিলেন তৎকালীন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই নেতারই ২১ জুলাইয়ের কর্মসূচির ঠিক আগে দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর থেকেই তৃণমূলের একের পর এক নেতা ও জনপ্রতিনিধির দলত্যাগের ঘটনা সামনে এসেছে। দলের ভাঙন নিয়ে জল্পনার মধ্যেই মণীশ গুপ্তের সিদ্ধান্ত সেই আলোচনাকে আরও উসকে দিল বলে মত পর্যবেক্ষকদের।

এদিন দল ছাড়ার ঘোষণা করার পাশাপাশি বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশাসনিক দক্ষতারও প্রশংসা করেন মণীশ গুপ্ত। তাঁর বক্তব্য, 'শুভেন্দু অধিকারী একজন দক্ষ প্রশাসক। তাঁর নেতৃত্বে বাংলা নতুন পথে এগোবে বলেই আমার বিশ্বাস।'

## 'যাঁদের যেতে ইচ্ছা, ২১ জুলাইয়ের আগেই যান'

# দলত্যাগীদের ফের কড়া বার্তা মমতার

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ২১ জুলাইয়ের কর্মসূচির আগে দল ছাড়ার ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেই দলত্যাগীদের উদ্দেশে ফের কড়া বার্তা দিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার প্রকাশিত একটি ভিডিও বার্তায় তিনি স্পষ্ট বলেন, 'যাঁদের যাওয়ার, দয়া করে ২১ জুলাইয়ের আগেই চলে যান। কিন্তু দলকে কলঙ্কিত করে নিজেদের সম্মান বাড়ছে, এমনটা ভাববেন না।'

সাম্প্রতিক সময়ে তৃণমূলের একাধিক নেতা অন্য শিবিরে যোগ দিয়েছেন। প্রাক্তন মন্ত্রী মদন মিত্রের পর বৃহস্পতিবার মণীশ গুপ্তও দল ছাড়ার সিদ্ধান্তের কথা জানান। এই পরিস্থিতিতেই দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে ফের মমতা বার্তা দিয়ে বলেন, 'আপনাদের পরিবার, সম্পত্তি, লাগেজ, এই সবের জন্যই বিজেপির প্যাকেজ। তাই যদি যেতে চান, ২১ জুলাইয়ের আগেই যান।'পাশাপাশি তৃণমূল দলের নাম ও প্রতীক নিয়ে বিরোধীদের মন্তব্যেরও জবাব দেন তৃণমূল নেত্রী। তাঁর বক্তব্য, 'নাম বা প্রতীক বদলানো যেতে পারে। কিন্তু আদর্শ, লক্ষ্য এবং কর্মসূচি কোনও শক্তির জোরে মুছে ফেলা যায় না।'

২১ জুলাইয়ের সমাবেশ ঘিরে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন মমতা। তিনি অভিযোগ করেন, 'আমি খবর পাচ্ছি, অনেক জায়গায় মানুষকে সভায় না-যাওয়ার জন্য ভয় দেখানো হচ্ছে। প্রশাসনকে বলব, নিরপেক্ষ থাকুন। কোনও পক্ষের হয়ে কাজ করবেন না।'এদিন মমতার আরও দাবি, আদালতের অনুমতি মিললেও কর্মসূচির প্রস্তুতিতে বাধা তৈরির চেষ্টা হতে পারে।

### এবার তাপস

■ **কালীঘাট তৃণমূলে ফের ধাক্কা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ছাড়তে চলেছেন রাজারহাট-নিউটাউনের প্রাক্তন বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায়ও। সূত্রের খবর, শীঘ্রই ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরে তিনি যোগ দিতে চলেছেন। এমনকি, ঋতব্রত তৃণমূলের সাংগঠনিক স্তরে গুরুত্বপূর্ণ পদেও তাঁকে বহাল করা হতে পারে। বৃহস্পতিবার এ বিষয়ে জল্পনা আরও উসকে দিয়েছেন তাপস নিজেই।**

# পদত্যাগ কোয়েলের, এবার কি বিজেপিতে

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** রথযাত্রার দিন বৃহস্পতিবার রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়াল অভিনেত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভা সাংসদ কোয়েল মল্লিকের পদত্যাগের খবর ঘিরে। বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর রাজ্যসভার সদস্যপদ থেকে ইস্তফার খবর প্রকাশ্যে আসে।

বুধবার পর্যন্ত রাজ্যসভার সরকারি ওয়েবসাইটে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদদের তালিকায় কোয়েল মল্লিকের নাম ছিল। তবে বৃহস্পতিবার সকালে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে এবং তাঁর পদত্যাগের খবর সামনে আসে।এদিন কোয়েল মল্লিকের এই আকস্মিক সিদ্ধান্তে রাজনৈতিক মহলে নানা জল্পনা শুরু হয়েছে। যদিও পদত্যাগের কারণ সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত তাঁর পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক বক্তব্য প্রকাশ করা হয়নি।

এদিকে, এই ঘটনাকে ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক অন্দরে নতুন সমীকরণের আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে পদত্যাগের পর তাঁর পরবর্তী রাজনৈতিক পদক্ষেপ সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারি ঘোষণা হয়নি। যদিও এই পরিস্থিতিতে তিনি গেরুয়া শিবিরে যোগদান করেন কিনা, সেই দিকেই তাকিয়ে আছে রাজনৈতিক মহল। উল্লেখ্য, এদিন পদত্যাগ করার পরই বিজেপি নেতা ভূপেন্দ্র যাদবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন কোয়েল।

# লিও অলৌকিক

# মারাদোনার স্মৃতিতে আবেগবিহ্বল মেসি!

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ইংল্যান্ডের কোচ টমাস টুখেল ম্যাচের আগে যতই বলুন, এটি তাঁর দলের কাছে অন্য সব ম্যাচের মতোই একটি সেমিফাইনাল, আর্জেন্টিনার কাছে বাস্তবতা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। দু' দেশের দীর্ঘ রাজনৈতিক সংঘাত, বিশেষ করে ফকল্যান্ড যুদ্ধের স্মৃতি, এই লড়াইকে শুধু ফুটবলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেনি। তাই ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠার পর আর্জেন্টিনা শিবিরে আনন্দের পাশাপাশি ছিল আবেগের বিস্ফোরণ।

ম্যাচের বেশিরভাগ সময়ই পিছিয়ে ছিল আর্জেন্টিনা। ৮৪ মিনিট পর্যন্ত ইংল্যান্ড এগিয়ে থাকায় সমর্থকদের মুখে হতাশার ছাপ স্পষ্ট ছিল। কিন্তু শেষ সাত মিনিটে বদলে যায় পুরো দৃশ্যপট। দলের দুই সতীর্থের করা জোড়া গোলের নেপথ্যে ছিলেন লিওনেল মেসি। তাঁর নিখুঁত দু'টি অ্যাসিস্টেই ঘুরে দাঁড়িয়ে নাটকীয় জয় নিশ্চিত করে আর্জেন্টিনা এবং জায়গা করে নেয় বিশ্বকাপের ফাইনালে।

ম্যাচ শেষে নিজের অনুভূতি লুকিয়ে রাখেননি মেসি। তিনি জানান, এই জয় শুধু একটি ফাইনালে ওঠার সাফল্য নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেশের মানুষের আবেগ। তাঁর বিশ্বাস, আর্জেন্টিনার কিংবদন্তি দিয়েগো মারাদোনা কোথাও থেকে এই জয় দেখছেন এবং নিশ্চয়ই গর্ব অনুভব করছেন। মেসির কথায়, মারাদোনাকে আনন্দ দিতে পারাটা তাঁদের কাছে বিশেষ এক তৃপ্তির বিষয়।

এই জয় অনেকের কাছেই ১৯৮৬ সালের সেই ঐতিহাসিক ম্যাচের স্মৃতি ফিরিয়ে এনেছে। ফকল্যান্ড যুদ্ধের কয়েক বছর পর বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে মারাদোনা করেছিলেন বিখ্যাত 'হ্যান্ড অব গড' গোল। এরপরই ছ'জন ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে করেছিলেন ইতিহাসের অন্যতম সেরা গোল। সেই ম্যাচ যেমন আর্জেন্টিনার মানুষের কাছে প্রতীকী গুরুত্ব বহন করে, তেমনই এবারও ইংল্যান্ডকে হারানোর মধ্যে তারা দেখেছে আবেগের এক অন্য মাত্রা।

মেসিও স্বীকার করেছেন, এই ম্যাচকে সাধারণভাবে দেখা সম্ভব ছিল না। তাঁর মতে, বিশ্বকাপের প্রতিটি ম্যাচ গুরুত্বপূর্ণ হলেও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে লড়াইয়ের গুরুত্ব আলাদা। কারণ দেশের সমর্থকরা এই জয়টিই সবচেয়ে বেশি প্রত্যাশা করেছিলেন। তিনি বলেন, যদি এই ম্যাচে হেরে যেতেন, তাহলে সেই হতাশা মেনে নেওয়া কঠিন হত। তাই জয়ের মাধ্যমে সব সমালোচনার পথ বন্ধ করে দিতে পেরে তিনি সন্তুষ্ট।

পুরো বিশ্বকাপজুড়েই দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছেন মেসি। গোল করার পাশাপাশি সতীর্থদের দিয়ে গোল করানো, আক্রমণ গড়ে তোলা এবং কঠিন মুহূর্তে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি আবারও নিজের অসাধারণ সামর্থ্যের প্রমাণ দিয়েছেন। ইংল্যান্ডের বিপক্ষেও সেটাই দেখা গেল। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ধৈর্য ধরে খেলে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন তিনি।

পরাজয়ের পর ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যারি কেনও মেসির শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়েছেন। তাঁর মতে, দল গোল করার পর অযথা রক্ষণাত্মক হয়ে পড়েছিল। আর বিশ্বের অন্যতম সেরা ফুটবলারের বিরুদ্ধে এমন সুযোগ দেওয়া মানেই বিপদ ডেকে আনা। কেন বলেন, মেসিকে যদি সময় ও জায়গা দেওয়া হয়, তাহলে তিনি ম্যাচের ফল বদলে দিতে পারেন। সেই কারণেই তিনি সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলার ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এই নাটকীয় জয় তাই শুধু একটি ফাইনালে ওঠার গল্প নয়। এটি ইতিহাস, আবেগ, প্রতিশোধের প্রতীকী অনুভূতি এবং মেসির নেতৃত্বে নতুন এক স্মরণীয় অধ্যায় লেখার কাহিনি।

# কেম্যান দ্বীপের সঙ্গে অর্থ-যোগ তৃণমূলের, চাঞ্চল্যকর দাবি চাঁচলের বিধায়ক প্রসূনের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ঋতব্রত শিবিরের মালদহ জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা বিক্ষুব্ধ তৃণমূল বিধায়ক ও প্রাক্তন পুলিশকর্তা প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, তৃণমূলের সঙ্গে কেম্যান দ্বীপের যোগ পাওয়া গিয়েছে। সেখানে টাকা পাচার হয়েছে। চাঁচলের তৃণমূল বিধায়কের বক্তব্য, তৃণমূল নেতাদের সম্পত্তি রয়েছে বাংলাদেশেও। আর এই প্রসঙ্গেই কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে তদন্তের দাবিও জানান তিনি। অর্থাৎ, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ ভানুয়াতুর পর এবার ক্যারিবিয়ান দ্বীপ কেম্যানের সঙ্গে নাম জড়াল তৃণমূলের।

উল্লেখ্য, এর আগে কয়লা পাচার মামলায় অভিযুক্ত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ বিনয় মিশ্র আশ্রয় নিয়েছিলেন ভানুয়াতুতে।বিনয় অভিষেক ঘনিষ্ঠ হওয়ার পাশাপাশি যুব তৃণমূলের পদাধিকারীও ছিলেন। এদিন প্রসূন জানান, 'তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে কেম্যান আইল্যান্ডের একটা লিঙ্ক পাওয়া গিয়েছে। যেখান থেকে মানি ট্রেল হয়েছে। আগামী দিনে মালদহের সঙ্গে বাংলাদেশেরও ট্রেইল পেতে পারেন।'পাশাপাশি তৃণমূল বিধায়ক প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, ১.৭৫ মিলিয়ন আনসিকিওরড লোন অর্থাৎ কোনও কিছু বন্ধক না রেখেই যে ঋণ নেওয়া হয়, সেটি কেম্যান দ্বীপের একটা শেল অ্যান্ড ফিন্যান্স কোম্পানির জন্য করা হয়েছিল। একটি হেলিকপ্টার কেনার জন্য। এখানে আর একটি সংস্থার নাম উঠে এসেছে। সেটি হল কেয়ারবেল অ্যাভিয়েশন অফ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড। এখন এটি ইডি-র তদন্তাধীন বিষয়। তাই এই সংক্রান্ত তথ্য এখনই খুব বেশি সামনে আসবে না। আর এই অভিযোগ যদি মিথ্যা হয়, তাহলে সেই সময়ে যাঁরা পার্টির ফান্ড দেখতেন, তাঁদের উচিত সামনে এসে একটি স্টেটমেন্ট দেওয়া। তিনি আরও জানান, মালদহের এক-দু'জন নেতা বাংলাদেশে বিশেষত স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিনিয়োগ করেছেন। বাংলাদেশে কেন বিনিয়োগ, সেটাও তদন্তের প্রয়োজন বলে দাবি করেন তিনি।

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

**নাম -পদবী পরিবর্তন**

আমি- **MIR RASEL RAHAMAN** পিতা- MIR FIROJ RAHAMAN, ঠিকানা Vill-Bamanpukur ,P.O-Sree Mayapur, P.S- Nabadwip, Dist- Nadia, W.B,আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে নং WB51 2008 0083524 তে আমার নাম-**MIR RASSEL ROHAMAN** উল্লেখ আছে, আমার প্রকৃত নাম-**MIR RASEL RAHAMAN**, এবং আমার পিতার নাম-**MIR FIROJ ROHAMAN** উল্লেখ আছে,আমার পিতার প্রকৃত নাম-**MIR FIROJ RAHAMAN**, গত ইংরেজি 14/07/26 তারিখে প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, নবদ্বীপ, নদীয়া এর এফিডেভিডে (No. 4904) আমি-**MIR RASEL RAHAMAN** ও **MIR RASSEL ROHAMAN** একই ব্যক্তি হলাম, এবং আমার পিতা-**MIR FIROJ RAHAMAN** ও **MIR FIROJ ROHAMAN** একই ব্যক্তি হলো।

**NAME CHANGE**

**I BABINA KHATON w/o NASIR ASLAM, resident of 31 Tiljala Masjid Bari Lane, P.O - Tiljala, P.S - Tiljala, Kolkata- 700039 , do hereby declare that I have changed my name from BABINA KHATON to BABINA KHATOON and henceforth I shall be known as BABINA KHATOON in all purpose, vide affidavit no. 11764 sworn before 1st class Judicial Magistrate at Sealdah Court on 15/07/2026, BABINA KHATOON and BABINA KHATON both are same and one identical person.**

**নাম -পদবী পরিবর্তন**

গত 30.06.2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 15728 নং এফিডেভিট বলে আমি, Sk Sekendar S/o. Sk Saifuddin, R/o. Vill Bhangauda, P.O. Dasghara, P.S. Dhaniakhali, Dist. Hooghly, Pin 712402, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার আধার কার্ডে আমার সঠিক নাম Sk Sekendar-এর পরিবর্তে Shaikh Skndir Ali লিপিবদ্ধ আছে। যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া আমার সঠিক নাম Sk Sekendar লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি Sk Sekendar & Shaikh Skndir Ali S/o. Sk Saifuddin সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

Vide Affidavit No. 17156 dated 15.7.26 before the Judicial Magistrate, Chinsurah, Hooghly I, SALIL SAMADDAR S/o Late Madhusudan Samaddar of Nagarpara PO Mahanad PS Polba, Dist. Hooghly-712149 W.B affirm & declared that my name Salil Samadder recorded in my Madhyamik Certificate, Salil Sammddar recorded in my Aadhaar, inspite of my correct name Salil Samaddar recorded in my EPIC & PAN, is the same and identical person. My correct date of birth is 05/06/1972 but wrongly recorded in my PAN as 10/04/1972.

গত 14/07/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 12152 নং এফিডেভিট বলে আমি Jeetendra Chourasia S/o. Krishna Prasad Chourasia ও Jeetendra Kr Chourasia S/o. K P Chourasia সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 03/07/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11283 নং এফিডেভিট বলে আমি Ujjwal Kumar Das S/o. Netai Chandra Das & Ujjal Das S/o. N. C. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 13/07/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 16971 নং এফিডেভিড বলে আমি, Shuvendu Patra, S/o. Mahadeb Patra, সাং চক শিবরামবাটী, বলরামবাটী, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২৪০৯, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার হাল পরচায় (যাহার মৌজা শিবরামবাটী, জে.এল. নং ৬৪, খতিয়ান নং ১৮২৭, দাগ নং ১৮৬৩ ও ১৮৫৫) আমার সঠিক নাম Shuvendu Patra, S/o. Mahadeb Patra-এর পরিবর্তে Shuvendu Patra Gayen S/o. Mahadeb Patra Gayen লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া আমার সঠিক নাম Shuvendu Patra, S/o. Mahadeb Patra লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি Shuvendu Patra, S/o. Mahadeb Patra ও Shuvendu Patra Gayen S/o. Mahadeb Patra Gayen সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 13/07/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 16972 নং এফিডেভিড বলে আমি, Soumen Patra, S/o. Mahadeb Patra, সাং চক শিবরামবাটী, বলরামবাটী, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২৪০৯, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার ভোটার কার্ডে (XXXXXX2397) এবং আমার হাল পরচায় (যাহার মৌজা শিবরামবাটী, জে.এল. নং ৬৪, খতিয়ান নং ১৮২৬, দাগ নং ১৮৬৩ ও ১৮৫৫) আমার সঠিক নাম Soumen Patra, S/o. Mahadeb Patra-এর পরিবর্তে Soumen Patra Gayen S/o. Mahadeb Patra Gayen লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া আমার সঠিক নাম Soumen Patra, S/o. Mahadeb Patra লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি Soumen Patra, S/o. Mahadeb Patra ও Soumen Patra Gayen S/o. Mahadeb Patra Gayen সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

**CHANGE OF NAME**

I, Ashwini Niladri Mandal W/o Niladri Sekhar Mandal, R/o Vivekanad Pally PO+PS Sonarpur, South 24 Parganas, Pin- 700150, West Bengal shall henceforth be known as ZANJE ASHWINI VILAS, ASHWINI VILAS ZANJE and ASHWINI VILAS MANDAL (ZANJE) vide an Affidavit sworn before the notary public at Kolkata Alipore Court on 14/7/2026 Affidavit No. 20AC288717 Ashwini Niladri Mandal, Zanje Ashwini Vilas, Ashwini Vilas zanje and Ashwini Vilas Mandal Zanje all are the same and one identical individual.

**বিজ্ঞপ্তি**

**NOTICE**

NOTICE hereby given that my client is willing to purchase a partly two and partly three storied building lying on all that land measuring about 4 Cottah 4 Chittack 22 sq.ft. more or less together with structure 5181 sq. ft. situate at Premises No. 73, Satish Mukherjee Road, P.S. Tollygunge, Kolkata - 700 026, under Assessee No. 110842000749 from the lawful owner named Smt. Silvy Mondal @ Silvie Walia. Any person or persons claiming any interest in or upon the said property by way of any sale, agreement, exchange, mortgage, gift, trust, inheritance, bequest, possession, lease, lien, easement or otherwise, is hereby required to communicate the same to the under signed at her office within 30 days from the date hereof, as otherwise the said sale of the property will be completed without any reference thereof.

**SWARNALY DAS**
Advocate
MMS Chambers
4A, Council House Street
Room No. H-1 & H-2, Kolkata-700001
Mobile : 8777740798
Emall: **swarnaly0123@gmail.com**

**AFFIDAVIT**

I, GAUTAM SINGH, son of Late Prithbhi Pal Singh residing at 83 Central Road Shyamnagar , P.S. - Jagaddal, North 24 Parganas, West Bengal - 743127, do hereby declare that my father names "Prithbi Pal Singh", "Prithwbi Pal Singh", "Prithibi Paul", and "Pritbbi Pal" (S/o Late Sukhdeb Singh), appearing in different govt records, refer to one and the same person, namely my deceased father. Henceforth, the said names shall be treated as one and the same person for all legal and official purposes vide affidavit sworn before 1st Class LD Judicial Magistrate at Barrackpore dated 29th June 2026.

**শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১**




## আজকের দিনটি কেমন যাবে?

**আজ ১৭ই জুলাই । ৩২ শে আষাঢ়। শুক্র বার । তৃতীয়া তিথি । জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টত্তরী মঙ্গল র ও বিংশোত্তোরী কেতু র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।**

**মেষ রাশি :** তরল পদার্থ কেমিক্যাল সম্পর্ক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় বৃদ্ধি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। ছোট ভ্রমণ আর ভবিষ্যতের জন্য বীজ বপন হবে। প্রেম সম্পর্ক শুভ।প্রতিবাদ করার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব আনন্দের। বাড়ী থেকে কাজে যাওয়ার র সময়, লাল তিলক, লাল রঙের রুমাল রাখুন।

**বৃষ রাশি :** পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপনি কিছু শুভ কাজ করতে পারবেন। অল্প পরিচিত বান্ধবের সহযোগে, সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবেন। নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। উচ্চ বিদ্যা তে সাফল্য অর্জন করা যাবে। পিতৃবাক্য মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর পুজো দিন, সফলতা আসবে। পকেটে হলুদ রঙের রুমাল রাখুন, শুভ হবে।

**মিথুন রাশি :** হঠাত প্রাপ্তি। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা, ভ্রমন শুভ। প্রেমে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী দের জন্য শুভ। লেখক সাহিত্যিক রা সম্মান পাবেন। গোপন কথা গোপন করতে হবে। কাছে সবুজ রঙের রুমাল রাখা উচিত। শ্রী নারায়ণ/ শ্রী কৃষ্ণ সেবা করলে আজ আরো শুভ হবে।

**কর্কট রাশি :** আজ দান বিতরণ করলে, প্রশান্তি অনুভব না থাকার কারণে আজ দুশ্চিন্তা থাকবে। এক সন্তানের কারনে মনকষ্ট বৃদ্ধি হবে। নতুন লগ্নি করা অর্থ ফেরত পেতে দুশ্চিন্তা। স্বজন বান্ধব দের সাথে তর্ক বিতর্ক হবে। জাহাজী ইনি্জনিয়ার দের সফর শেষে বিভ্রান্তি।আজ একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আজ বড় ইন্টারভিউ থাকলে, দিন পরিবর্তন করা ভালো। বাড়ীর বাইরে বের হলে ভগবান গনেশের নামে শুভ হবে।

**সিংহ রাশি :** পুরাতন বান্ধবী বান্ধব প্রতিবেশী স্বজন র দ্বারা, কোন সমস্যা মুক্তি র পথ দেখা যাবে। ব্যাবসা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। খাদ্য দ্রব্য ব্যবসায়ীর হাতে অর্থ আসবে। প্রেমে শুভ। স্বজন বান্ধব দের বিবাহ কথা পাকা হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। আজ সাদা রঙের কোন কিছু সাথে রাখুন। হর হর মহাদেব।

**কন্যা রাশি :** পরিবার স্বজনদের সহযোগিতা, আজ ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। আজ এমন একটা কাজ করবেন, যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। পরিবারের সহযোগীতা নিয়েই আজ এগিয়ে যাবেন। প্রেম আজ মধুরতা প্রদান করার কথা। গোপন বিষয় টা নিয়ে আজ কথা না বললেই ভাল। ভগবান শিবের পুজো করলে শুভ হবে।

**তুলা রাশি:** প্রিয়জন আজ মনকষ্ট দেবে। কথা বলার সময় যুক্তি উপস্থাপন না করলে, কাজ টা হবে কি করে? বাড়ীর পাশে সুযোগ আছে, কথা বলতে হবে। আজ ব্যাংক বিষয়ে কোন কিছু শুভ হবে। দেব গনেশ ভগবান মন্ত্র।

**বৃশ্চিক রাশি :** পরিবার স্বজন হারানো কোন নারীর ওপর বিশ্বাস করতে হবে। আজ সতর্ক থাকুন। কাজ শেষ হবে না। পরিশেষে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে। আজ সকালের সময়ে তিনটি বিল্বপত্র ভগবান শিবের মাথায় দিন, ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি হবে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নাম।

**ধনু রাশি :** সতর্ক থাকুন। যাকে কাজের দ্বায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা না করার জন্য পরিবার স্বজনের সাথে, পরিবারের সদস্য নয়, এমন মানুষের জন্য-তর্ক বিতর্ক হবে। সঞ্চিত অর্থের সঠিক প্রয়োগ হবে। প্রেম বিষয়ক গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসবে। আজ ব্যবসা বৃদ্ধি র প্রভূত সম্ভাবনা। হরিওং বলে পথ চলুন। কুকুর বিড়ালে র সেবা শুভ হবে। দেবী কালরাত্রি মন্ত্র পাঠ।

**মকর রাশি :** সন্তানের জন্য নিরাপদ নয়, আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। পুরাতন বিবাদ মিটবে। প্রতিবাদ না করাটা শুভ। বিশেষতঃ যারা বেতন ভুক কর্ম করেন। আজ তারা কিছু সুযোগ সুবিধা পাবেন, যারা প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী। প্রমিক যুগল প্রানের কথা বলতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ওম গনেশ দেব মন্ত্র।

**কুম্ভ রাশি :** আজ খুব ভেবে নতুন সম্পর্কে এগোতে হবে। প্রিয়জন নাকি প্রয়োজনে প্রিয়জন? গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্লান হবে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ব্যাংক ড্রাফট লোন সংক্রান্ত কিছু শুভ হব। ছাত্র ছাত্রী দের জন্য সুখবর আছে। শিব শিব বলুন।

**মীন রাশি :** কষ্টদায়ক তিথি। আপনার সাথে প্রতিবেশী কোন সমস্যা আবার নতুন করে শুরু করতে পারে। পরিবারের সদস্য দের সাথে মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আপনি যা ভাবছেন তাই যে ঠিক, আর অন্যের ভাবনা ভুল, এই চিন্তা ভাবনা থেকে সরে আসুন। হর হর মহাদেব।

**(আজ থেকে শুরু চাতুর্মাস্য ব্রত। অষ্টনাগ পুজো, একমাস ব্যাপি।)**

**বিজ্ঞপ্তি**

**১। শ্রী ভাস্কর চক্রবর্ত্তী, ২। শ্রী বটকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী উভয়ের পিতা গোপেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ৩। শ্রীমতী অঞ্জলী চক্রবর্ত্তী স্বামী গোপেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী সকলের সাং-১৭/সি/১ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সরনী, কলকাতা-৪০, থানা- বি.জেন. পার্ক গত ইংরাজী ২৪.০৮.২০০৬ তারিখে সাব রেজিস্ট্রী হাঁসখালী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত IV-7/2006 নং আমমোক্তার দলিল মূলে শ্রী সুবীর বিশ্বাস পিতা খগেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, সাং-নওপুকুরিয়া, পোঃ-বাদকুল্লা, থানা-তাহেরপুর, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১১২১ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে উক্ত সুবীর বিশ্বাস বিক্রয় করিয়াছেন। এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করে B.L & L.R.O HANSKHALI অফিসে আপত্তি দাখিল করিতে পারেন।**

**- তপশীল-**

**জেলা-নদীয়া, থানা-তাহেরপুর, মৌজা-বাদকুল্লা, জে.এল.-৪৪, এল.আর. খতিয়ান-৪৬৬, আর.এস. দাগ নং ২৬৬ ও ২৬৯, এল.আর. ৪২৫ নং দাগে বাড়ী জমি, মোট ২৮ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। শম্ভু অধিকারী, উকিলবাবু, রানাঘাট কোর্ট।**

**আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি**

**আমরা ১. শ্রী অসিত কুমার সাহা, পিতা- মৃত অমিয় সাহা, ২. শ্রী কৌশিক জোয়ার্দ্দার, পিতা- স্বর্গীয় সুশীত কুমার জোয়ার্দ্দার, ৩. শ্রীমতি কণিকা জোয়ার্দ্দার, স্বামী- স্বর্গীয় সুশীত কুমার জোয়ার্দ্দার, ৪. শ্রী সুশীল কুমার দাস, পিতা- মৃত হরিপদ দাস, ৫. শ্রী সৌনক কুন্ডু, পিতা- স্বর্গীয় শিবঙ্কর কুন্ডু, ৬. শ্রীমতী মধুমিতা নন্দী, স্বামী- শ্রী সৌগত নন্দী, ৭. শ্রীমতি নিবেদিতা কুন্ডু, স্বামী- স্বর্গীয় শিবশঙ্কর কুন্ডু, সকলের পক্ষে আমমোক্তার গত ইং 28 Jan 2022 তাং IV-11/2022 এবং 27 Dec 2021 তাং IV-131/2021 নং দলিল বলে আমমোক্তারগন ১. শ্রী শংকর ভট্টাচার্য্য, পিতা- স্বর্গীয় দিলীপ ভট্টাচার্য্য, ২. শ্রী সুদীপ কুমার রায়, পিতা- স্বর্গীয় প্রদীপ কুমার রায়, ৩. শ্রী সমরেশ ঘোষ, পিতা- স্বর্গীয় আনন্দমোহন ঘোষ, ৪. শ্রী গৌতম বিশ্বাস, পিতা- স্বর্গীয় গোষ্ঠবিহারী বিশ্বাস, উক্ত আমমোক্তারগন হইতে গত ইং 24 Feb 2026 তাং I-1863/26 নং দলিল বলে ৯৫ নং ঘূর্ণি মৌজার খাতিয়ান নং আর.এস. ১৩৩৮ এল.আর. ৪২৯৫, ১৪২৪/১, ১৪২৫/১, ১২১১ এর দাগ নং আর.এস. ও এল.আর. ৫০ এর মোট ১১ শতক সম্পত্তি ক্রয় করেন ১. শ্রী অনুপ প্রামানিক, পিতা- মৃত সুনিল প্রামানিক, ২. শ্রী সৌরভ কুন্ডু, পিতা- মৃত আশুতোষ কুন্ডু, ৩. বিশ্বজিৎ ঘোষ, পিতা- শ্রী নীরেন্দ্র ঘোষ, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন অভিযোগ থাকে, তাহলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর B.L. & L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করবেন, অন্যথায় আইন মতাবেক কার্য্য হইবে।**

**শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র**

উত্তর ২৪ পরগনা

আ্যাড কানেক্সন
**সন্তোষ কুমার সিং**
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
**সেখ আজাহার উদ্দিন,** বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
**সর্বাণী চ্যাটার্জি,** ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
**প্রসেনজিৎ সামন্ত,** ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

**ঘোষণা-** এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

# আজ জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের উদ্বোধন

## থাকবেন পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং



**নিজস্ব প্রতিবেদন, জলপাইগুড়ি:** অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় পুনর্নির্মিত রেলস্টেশনগুলির উদ্বোধন উপলক্ষে আজ জলপাইগুড়ি রোড রেলস্টেশনে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের সূত্রে জানান হয়েছে, ১৭ জুলাই দুপুর ২টো থেকে এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হবে। এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশের ৭৫টি পুনর্নির্মিত রেলস্টেশনের উদ্বোধন করবেন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন থেকেও উদ্বোধনী পর্বের সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। এই অনুষ্ঠানে রাজ্য সরকারের পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। এছাড়াও রেলের উর্ধ্বতন আধিকারিকরাও এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের তরফ থেকে আমন্ত্রণপত্রে উল্লেখ করা হয়, ১৭ জুলাই, ২০২৬ দুপুর ২টো থেকে জলপাইগুড়ি রোড রেলস্টেশনে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশের ৭৫টি পুনর্নির্মিত রেলস্টেশনের উদ্বোধন করবেন। রেল সূত্রের আশা, অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের মাধ্যমে স্টেশনের পরিকাঠামো, যাত্রী পরিষেবা এবং আধুনিক সুযোগ-সুবিধার আরও উন্নতি হবে।

### জমি অধিগ্রহণে সিঙ্গুরের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়ার পরামর্শ

## অব্যবহৃত শিল্পের জমি ফেরাতে তৎপর রাজ্য, শুরু আইনি পর্যালোচনা

**দেবাশিস সেনগুপ্ত**



শিল্পের জন্য বরাদ্দ হওয়া অথচ দীর্ঘদিন ব্যবহার না হওয়া জমি ফেরত নেওয়ার উদ্যোগ শুরু করেছে রাজ্যের নবনির্বাচিত বিজেপি সরকার। এই ধরনের জমির তালিকা তৈরি, আইনি জটিলতা খতিয়ে দেখা এবং প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপের রূপরেখা তৈরির সিদ্ধান্ত হয়েছে সোমবার নবান্নে শিল্প সংক্রান্ত মন্ত্রিগোষ্ঠীর বৈঠকে। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত, শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়, পুর ও নগর উন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা সুব্রত গুপ্ত এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সচিব ও প্রধান সচিবরা।

সরকারি সূত্রের দাবি, পূর্ববর্তী তৃণমূল সরকারের আমলে শিল্পের উদ্দেশ্যে একাধিক সংস্থা ও শিল্পোদ্যোগীর হাতে জমি তুলে দেওয়া হলেও তার একটি বড় অংশে এখনও শিল্প গড়ে ওঠেনি। বিভিন্ন শিল্পতালুক ও ক্লাস্টার এলাকায় বরাদ্দ হওয়া বহু জমিও কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হয়নি। সেই কারণেই অব্যবহৃত জমি পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি শিল্পায়নে উৎসাহ দিতে চলতি বাজেটে ৫০০ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তার ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। এই সহায়তা কীভাবে এবং কোন খাতে দেওয়া হবে, তা নিয়ে শীঘ্রই কমিটির বৈঠকে আলোচনা হবে। তবে শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রশ্ন উঠতেই ফের সামনে এসেছে সিঙ্গুরের প্রসঙ্গ। টাটা মোটরসের ছোট গাড়ির কারখানার জন্য কৃষিজমি অধিগ্রহণের বৈধতা নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছিল, তা এখনও শিল্পনীতি নিয়ে আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে। আদালত তখন জানিয়েছিল, জনস্বার্থের যুক্তিতে বেসরকারি শিল্পের জন্য কৃষকদের জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে আইনসম্মত ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা জরুরি।

বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, ভবিষ্যতে শিল্পের জন্য জমি সংগ্রহ করতে হলে একটি সুস্পষ্ট ভূমিনীতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। তাঁদের পরামর্শ, গুজরাতের ল্যান্ড ব্যাংক মডেলের মতো জমির অবস্থান, পরিকাঠামো, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ব্যবহারযোগ্যতার ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাস করে মূল্য নির্ধারণ করা যেতে পারে। তাতে একদিকে যেমন শিল্পোদ্যোগীরা পরিকল্পিতভাবে জমি পাবেন, তেমনই কৃষিজমি রক্ষা ও শিল্পায়নের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখাও সহজ হবে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত, অতীতের সিঙ্গুর বিতর্ক থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমান সরকারের উচিত শিল্পায়নের পথে এগোলেও জমি সংক্রান্ত প্রতিটি পদক্ষেপে স্বচ্ছতা, ন্যায্য ক্ষতিপূরণ এবং সুস্পষ্ট নীতির ওপর জোর দেওয়া। তবেই শিল্পের প্রসার ও কৃষকের স্বার্থ, দু'য়ের মধ্যে সঠিক সমন্বয় সম্ভব হবে।

## পুজোকে রাজনীতির বাইরে রাখতে হবে: শমীক

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** রথযাত্রার দিন কলকাতার কলেজ স্কোয়ারের দুর্গাপুজোর খুঁটিপুজোয় যোগ দিয়ে পুজো এবং রাজনীতিকে আলাদা রাখার বার্তা দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্য, দুর্গাপুজো কোনও রাজনৈতিক দলের সম্পত্তি নয়, এটি রাজ্যের সাধারণ মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ পুজো। তাই সেখানে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে কোনও পুজো কমিটির দখল নেওয়ার সংস্কৃতি বন্ধ হওয়া উচিত। বৃহস্পতিবার শমীক ভট্টাচার্য আরও বলেন, আগের সরকারে অনেক মন্ত্রী বিভিন্ন দুর্গাপুজোর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁরা সব জায়গায় গিয়ে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখন শুধু ক্ষমতার পরিবর্তন হয়েছে বলে কোনও পুজোয় জোর করে ঢুকে পড়ার মানসিকতা ঠিক নয়।

তিনি আরও বলেন, কোনও পুজো কমিটি যদি স্বেচ্ছায় কোনও জনপ্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানায় বা দায়িত্ব দেয়, সেটা আলাদা বিষয়। কিন্তু রাজনৈতিক পরিচয়ের জোরে কোনও ক্লাব বা পুজো কমিটির উপর প্রভাব বিস্তার করা উচিত নয়। নিজের পরিবারের উদাহরণ টেনে বিজেপি রাজ্য সভাপতি বলেন, আমাদের পরিবারে যে যার নিজের মতো করে দুর্গাপুজোয় অংশ নেয়। কেউই রাজনৈতিক পরিচয়ের জন্য কোনও পুজোয় জায়গা করে নেওয়ার চেষ্টা করে না। প্রত্যেকের নিজস্ব স্বাধীনতা ও মর্যাদা বজায় থাকা উচিত।

দুর্গাপুজোর সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক প্রসঙ্গে শমীক বলেন, রাজনীতির একটি আকর্ষণ থাকেই। প্রধানমন্ত্রী বা কোনও বিশিষ্ট নেতা কোনও পুজোয় গেলে সেই পুজোর গুরুত্ব ও প্রচার বাড়তে পারে। কিন্তু তাঁরা না গেলেও দুর্গাপুজো থেমে থাকবে না। মানুষের অংশগ্রহণেই এই উৎসব চলবে। বৃহস্পতিবার তার বক্তব্য শেষে তিনি স্পষ্ট বার্তা দিয়ে বলেন, রাজ্যে দুর্গাপুজোকে রাজনীতির বাইরে রাখতে হবে। এই সংস্কৃতিই আমাদের গড়ে তুলতে হবে।



*হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চা (সেক্যুলার)-এর রাজ্য সভাপতি সন্দীপ ধর পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। এইচএএম (সেক্যুলার) -এর বিহার রাজ্য সংখ্যালঘু বিষয়ক সভাপতি শাকিল হাশমি, ডঃ সৈয়দা শামিম, নাসরিন এবং হাবিবুর রহমান মহম্মদ সুলতানও তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। বাংলার সংখ্যালঘুদের সমস্যা নিয়ে মন্ত্রী টুডুর সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি বলেন যে, বাংলার অনেক উর্দু মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহু বছর ধরে বন্ধ রয়েছে এবং নতুন সরকারের উপর মানুষের আস্থা আছে।*



*অরণ্য সপ্তাহের সূচনা করলেন ভাটপাড়া পুরসভার তদন্ত কমিটির চেয়ারপার্সন হিমাংশু সরকার এবং জগদ্দল বিধানসভার বিধায়ক ড. রাজেশ কুমার। শ্যামনগর কালীবাড়ি মাঠ প্রাঙ্গণে (২২ নম্বর ওয়ার্ড) বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণের বার্তা তুলে ধরা হয়।*



*উত্তর কলকাতা বড় সিমলা স্ট্রিটের মুখার্জি বাড়িতে জগন্নাথ দেবের মন্দিরে রথযাত্রা উপলক্ষে জগন্নাথ দেবের পুজো, আরতি এবং হোম-যজ্ঞ করলেন পুরোহিত। পরে মহাপ্রভুর মহাপ্রসাদ সকল ভক্তবৃন্দদের বিতরণ করা হয়।*



*আদি বালিগঞ্জ সর্বজনীনের খুঁটিপুজোয় মালা রায়, দেবাশিস কুমার, বিদেশ বোস, মানস ভট্টাচার্য সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি।*



*সম্পন্ন হল সুরুচি সংঘের খুঁটিপুজো।* *ছবি- অদিতি সাহা*

## মৃতদেহ উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা:** এক মৌলবির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে ওই মৌলবির সাথে কয়েকজন দেখা করতে যান মসজিদের ভিতরে তার ঘরে। সেখানেই তাকে নিস্তেজ অবস্থায় পরে থাকতে দেখে আশেপাশের মানুষজনকে ডাকাডাকি করে। স্থানীয়রাই কাঁকসা থানার পুলিশকে খবর দিলে, কাঁকসা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে, চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্থানীয়রা জানিয়েছেন মৃতের নাম এম ডি রফিক। তাঁর বয়স ৪৩ বছর। তবে তাঁর বাড়ির ঠিকানা কারোর জানা নেই। ওই মৌলবী দীর্ঘদিন ধরে মসজিদে ছিলেন। কিভাবে তাঁর মৃত্যু হয় তার সঠিক কারণ কেউ জানাতে পারেন নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কাঁকসা থানার পুলিশ।

### 'প্রভু কারও অহঙ্কার সয় না, তাই সরকার বদলেছে',

## দিঘার 'ধাম' বিতর্ক টেনে মমতাকে কটাক্ষ পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের মুখ্য দয়িতাপতির

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** রথযাত্রার আবহে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পালাবদল নিয়েও মন্তব্য করলেন পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের মুখ্য পানিগ্রাহী তথা দয়িতাপতি জগন্নাথ দয়িতাপতি। দিঘায় 'জগন্নাথ ধাম' নামকরণকে কেন্দ্র করে তিনি বৃহস্পতিবার ফের দাবি করেন, তাঁর পরামর্শ উপেক্ষা করা হয়েছিল এবং সেই প্রসঙ্গ টেনেই তিনি রাজ্যের সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে 'অহঙ্কার'-এর বিষয়টি জুড়ে মন্তব্য করেন।

জগন্নাথ দয়িতাপতি বলেন, আমি রাজনীতি করি না। যা ধর্মীয় ও আইনসম্মত, সেটাই বলি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার কথা শোনেননি। দিঘায় 'ধাম' লেখা হয়েছিল, আমার পরামর্শও মানা হয়নি। প্রভু কারও অহঙ্কার সহ্য করেন না। তাই সরকারও বদলে গেছে। তিনি আরও বলেন, শুভেন্দু অধিকারী আমার শিষ্য। তিনি দায়িত্বে এসেই 'ধাম' শব্দটি সরিয়ে দেন। জগন্নাথ ধাম একটাই। মন্দির অনেক জায়গায় হতে পারে, কিন্তু তাই বলে সব জায়গাকে 'ধাম' বলা যায় না। এই বছরের রথযাত্রা উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পুরনো রথযাত্রা কমিটিকে আর্থিক সহায়তার সিদ্ধান্তকেও স্বাগত জানিয়েছেন তিনি। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, চৈতন্য মহাপ্রভুর দেশ বাংলাকে আমি খুব ভালোবাসি। বাংলার মানুষের প্রতি আমার শ্রদ্ধা রয়েছে। সকলের মঙ্গল কামনা করি। এদিকে রথযাত্রাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই উৎসবের আবহে সেজে উঠেছে পুরী। টানা বৃষ্টির মধ্যেও অসংখ্য ভক্ত জগন্নাথদেব, বলরাম ও সুভদ্রার রথের রশিতে হাত দেওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন। প্রথা অনুযায়ী প্রথমে বলরামের তালধ্বজ, তারপর সুভদ্রার দর্পদলন এবং সবশেষে জগন্নাথদেবের নন্দীঘোষ রথ যাত্রা শুরু করেন। এবারের তিনটি রথও নির্দিষ্ট প্রথা মেনে বিশেষ কাঠ দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৭ জুলাই ২০২৬, ৩২ আষাঢ় ১৪৩৩ শুক্রবার

# শনিতে বঙ্গ সফরে অমিত শাহ, রয়েছে আমুল প্রকল্পের শিলান্যাস ও আইন-শৃঙ্খলার বৈঠক

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** ১৮ ও ১৯ জুলাই দু'দিনের পশ্চিমবঙ্গ সফরে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই সফরে উত্তরবঙ্গে সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক, কলকাতায় আইন-শৃঙ্খলা পর্যালোচনা এবং আমুলের নতুন দুগ্ধ প্রকল্পের শিলান্যাস-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি রয়েছে।

দলীয় সূত্রের খবর, ১৮ জুলাই প্রথমে তিনি শিলিগুড়ির উত্তরকন্যায় একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে যোগ দেবেন। সেখানে আন্তর্জাতিক সীমান্তের নিরাপত্তা জোরদার করা, বিএসএফের নজরদারি বৃদ্ধি এবং সীমান্ত দিয়ে মাদক পাচার রোধের মতো বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। এই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যসচিব, রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিক এবং নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো-সহ কেন্দ্রীয় সংস্থার প্রতিনিধিদের উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

সেদিন সন্ধ্যায় বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে কলকাতায় এসে নিউ আলিপুরের সৌজন্য গেস্ট হাউসে রাত্রিবাস করবেন অমিত শাহ। জানা গিয়েছে, এই প্রথম কোনও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজ্য সরকারের ওই অতিথি নিবাসে থাকবেন। ১৯ জুলাই সকালে সৌজন্য গেস্ট হাউসে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পুলিশ সুপার ও জেলাশাসকদের নিয়ে আইন-শৃঙ্খলা

সংক্রান্ত একটি বৈঠক করার সম্ভাবনা রয়েছে।

এরপর তিনি আলিপুরের ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে নবনির্মিত ওয়ার্ড মিউজিয়াম-এর উদ্বোধন করবেন। সেখান থেকে বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে গিয়ে বিকেল ৪টেয় আমুল বেঙ্গল ডেয়ারির নতুন দই উৎপাদন কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। সব কর্মসূচি শেষ করে রবিবার সন্ধ্যায় কলকাতা বিমানবন্দর থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। রাজনৈতিক মহলের মতে, সীমান্ত নিরাপত্তা, রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং শিল্প বিনিয়োগ, এই তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করেই অমিত শাহর এবারের পশ্চিমবঙ্গ সফর বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে।

# 'কিছু জেলা যেন বাংলাদেশের মতো'

## খুঁটিপুজোয় মৌলবাদ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ শমীকের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** রথযাত্রার দিন কলেজ স্কোয়ারে দুর্গাপুজোর খুঁটিপুজো অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে রাজ্যে মৌলবাদের প্রসঙ্গ তুলে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, পশ্চিমবঙ্গের কিছু জেলার পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে। এদিন শমীক ভট্টাচার্য বলেন, পশ্চিমবঙ্গের কিছু জেলা যেন বাংলাদেশের মতো হয়ে গিয়েছে। সেখানে যেমন দুর্গাপ্রতিমা ভাঙচুর বা ধর্মীয় আচার পালনে বাধার অভিযোগ ওঠে, তেমনই এ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতেও শাঁখ বাজানো, হরিবোল বলা-সহ নানা বিষয়ে বিধিনিষেধের ঘটনা সামনে আসছে। পশ্চিমবঙ্গে মৌলবাদ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, রাজ্যে মৌলবাদের প্রভাব চরমে পৌঁছেছে। স্বাধীন ভারতের

পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগের। একইসঙ্গে মুর্শিদাবাদে প্রতিমাশিল্পী বাবা-ছেলের হত্যার ঘটনাও তিনি উল্লেখ করেন।

দুর্গাপুজোর চরিত্র নিয়েও পূর্ববর্তী তৃণমূল সরকারের সমালোচনা করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। তাঁর বক্তব্য, একসময় দুর্গাপুজোকে 'পুজো' না বলে শুধু 'উৎসব' বলা হত। কিন্তু এটি শুধু উৎসব নয়, এটি পুজো। এই পুজোর ঐতিহ্য ও ধর্মীয় পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। তিনি আরও বলেন, দেবী দুর্গার প্রতিমাই দুর্গাপুজোর মূল আকর্ষণ। প্রতিমাকে গুরুত্ব না দিয়ে শুধু থিমের উপর জোর দিলে মানুষের আবেগের সঙ্গে সেই আয়োজনের সংযোগ তৈরি হবে না।

এদিন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গও তোলেন শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একাই সরব হয়েছিলেন এবং সেই সময় তিনি নির্ভীকভাবে প্রতিবাদ করেছিলেন।

*নতুনবাজারের জগন্নাথ মন্দিরে ঝাড়ু হাতে রাস্তা পরিষ্কার করলেন রাজ্যপাল আরএন রবি।* *ছবি: অদিতি সাহা*

*রথযাত্রা উপলক্ষে মহেশতলা রামকৃষ্ণ বেদান্ত মিশনে বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।*

# সনাতনীদের বাঁচাতে সরকার সমস্ত ধরনের উদ্যোগ নিচ্ছে: অর্জুন সিং

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** রথযাত্রা হল প্রেম, সম্প্রীতি ও আধ্যাত্মিক জাগরণের এক পবিত্র উৎসব। মহাপ্রভু জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার এই রথযাত্রা আমাদের জীবনে নতুন আলো ও আনন্দের বার্তা নিয়ে আসে। রথের পবিত্র দড়ি টানার মাধ্যমে সব অমঙ্গল ও হিংসা দূর হয়ে সমাজে শান্তি ও ভ্রাতৃত্ব বোধ গড়ে ওঠে। বৃহস্পতিবার আতপুরের রাজবাড়ি তথা ঘোষ বাড়ির রথযাত্রা উৎসবের শুভ সূচনা করলেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং। তিনি জানান, রাজবাড়ির এই রথযাত্রা উৎসব ৩০০ বছরের প্রাচীন। শতাধিক বছরের প্রাচীন রথযাত্রা কমিটিগুলোকে সরকার পাঁচ লক্ষ টাকা করে আর্থিক অনুদান দিয়েছে। মন্ত্রীর কথায়, দেশে রাজা ও জমিদারি প্রথা অনেক আগেই বিলুপ্ত হয়েছে। তবুও রাজ পরিবার কিংবা জমিদারদের উত্তরসূরিরা পারিবারিক রথযাত্রা কিংবা দুর্গাপুজো এখনও বজায় রেখেছেন। তিনি বলেন, সনাতনী ধর্মকে বাঁচাতে সরকার সমস্ত ধরনের উদ্যোগ নিচ্ছে। মন্ত্রী আক্ষেপের সুরে বলেন, দেশে ৬০ বছর কংগ্রেসি শাসনকালে সনাতন ধর্ম পিছিয়ে পড়েছিল। এখন সনাতন ধর্মকে জাগিয়ে তোলা হচ্ছে। আতপুরের রথযাত্রা উৎসবের সূচনায় হাজির ছিলেন ভাটপাড়া ও জগদ্দলের বিধায়ক

যথাক্রমে পবন কুমার সিং ও রাজেশ কুমার, দলের ব্যারাকপুর জেলার এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য সঞ্জয় সিং, বিপ্লব কুমার ঘোষ প্রমুখ। এদিন ব্যারাকপুর পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের এলিফ্যান্ট রোডে অবস্থিত জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দিলেন পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং। পুজো দিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী বলেন, বাংলায় অশুভ শক্তি বিনাশে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি একাধিক জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে। তাঁর দাবি, যারা বাংলাকে অশান্তি করার চেষ্টা করেছিল, মহাপ্রভু জগন্নাথ তাদের নিশ্চিতরূপে বিনাশ করবেন। জগন্নাথ মন্দিরে হাজির ছিলেন চিকিৎসক চন্দ্রমণি শুক্লা-সহ দলীয় কার্যকর্তারা।

# 'পিএম শ্রী' প্রকল্পে রাজ্যের ১২,৩০০ স্কুল চিহ্নিত, স্কুলপিছু মিলতে পারে ২৫ লক্ষ টাকা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** রাজ্যে সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলির পরিকাঠামো এবং শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে 'পিএম শ্রী' প্রকল্পে বড় উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। এই প্রকল্পের আওতায় প্রতি স্কুলে সর্বোচ্চ ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা দেওয়া হতে পারে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের ২৩টি জেলায় স্কুল চিহ্নিতকরণের কাজ শুরু হয়েছে এবং মোট ১২,৩০০টি স্কুলকে প্রাথমিকভাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

রাজ্য সরকারের তথ্য অনুযায়ী, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সবচেয়ে বেশি ১,৬৬১টি স্কুল এই প্রকল্পের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। এরপর রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা (১,৩৮২টি) এবং মুর্শিদাবাদ (১,০৭৫টি)। সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, নির্বাচিত স্কুলগুলিতে ডিজিটাল শ্রেণিকক্ষ, আধুনিক পরীক্ষাগার, উন্নত পরিকাঠামো এবং বিশ্বমানের শিক্ষার উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলার কাজ করা হবে। এছাড়াও ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকেও এই প্রকল্পের আওতায় রাখা হয়েছে। এদিকে সাম্প্রতিক সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে রাজ্যে সরকারি স্কুলের সংখ্যা ছিল ৯৩,৭১৫টি। ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে তা কমে হয়েছে ৯২,৮০০টি। অর্থাৎ, এক বছরের মধ্যে ৯১৫টি সরকারি স্কুলের অস্তিত্ব কার্যত হারিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সরকারি স্কুলগুলির পরিকাঠামো ও শিক্ষাব্যবস্থার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে 'পিএম শ্রী' প্রকল্পকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

# একসঙ্গে চারটে একুশে জুলাই পালন হচ্ছে কলকাতায়!

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার একটা নয়, একসঙ্গে চারটে একুশে জুলাই পালন হচ্ছে কলকাতায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়রা তো আলাদা-আলাদা তা পালন করছেই, সঙ্গে যোগ হয়েছে এর মধ্যে আবার এনসিপিআই-এর নামও। তারাও একুশে জুলাইয়ে আলাদা স্মরণসভা করবে বলে জানা যাচ্ছে, অন্তত এমনটাই জানান কাকলি ঘোষ দস্তিদার। অপরদিকে, আগে থেকেই কংগ্রেস শহিদ স্মরণ করে থাকে। ফলে, এবার তিলোত্তমা সাক্ষী থাকতে পারে চারটে শহিদ স্মরণের।**

**পালাবদলের পর থেকে তৃণমূল বিভক্ত সকলের জানা। মমতার হাত যেমন ছেড়েছেন তাঁর জয়ী বিধায়করা, ঠিক তেমনই সঙ্গ ছেড়েছেন রাজ্যসভা ও লোকসভার একাংশ সাংসদ। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়দের শিবির ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে গান্ধিমূর্তির পাদদেশে। আবার কালীঘাট শিবিরও বিড়লা প্ল্যানেটরিয়ামের সামনে সভা করার অনুমতি পেয়েছে। সেখানে বক্তা খোদ সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে, এই সবের মধ্যে প্রশ্ন উঠছিল সুপ্রিমোর হাত ছেড়ে যে কাকলি ঘোষ দস্তিদারের নেতৃত্বে যে কুড়িজন সাংসদ বিদ্রোহ ঘোষণা করে এনসিপিআই-তে যোগ দিয়েছিলেন, তারা কি আদৌ শহিদ দিবস পালন করবেন কি না বা করলেও কোথায় করবেন তা নিয়ে। নাকি ঋতব্রতদের বিদ্রোহী শিবিরের সঙ্গে মিলে একুশে শহিদদের শ্রদ্ধা জানাবেন।**

**গত বছর পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্মতলা শহিদ সমাবেশে তাঁর মঞ্চ আলো করে থাকতেন এই কাকলি, দেব, রচনা, সুদীপ, সায়নী ঘোষরা। আসতেন বহু তৃণমূলপন্থী তারকাও। উপস্থিত থাকতেন ঋতব্রত-সন্দীপন-মদন-অনুব্রত-অরূপ-চন্দ্রিমা-ফিরহাদদের মতো নেতারা। এখন সব অতীত। সবাই আলাদা-আলাদ করে শহিদ দিবস পালনের তোড়জোড় শুরু করেছেন। এমতাবস্থায়, এনসিপিআই-দের ভূমিকা নিয়ে উঠছিল প্রশ্ন। এবার তারই জবাব দিয়ে সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার জানান, শহিদ কিন্তু সবার। যিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে শহিদ হয়েছেন তিনি শহিদ, আবার যিনি বাংলার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে প্রাণ দিয়েছেন তিনিও শহিদ। ফলে তাঁদের সম্মান জানানোটাই হল কাজ। পৃথিবীর সকল শহিদদের সম্মান জানানো কর্তব্য বলে আমরা সেটা পালন করব। তবে কোথায় হবে তা জানা যায়নি।**

**এদিকে কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র কটাক্ষের সুরে প্রশ্ন তুলে জানতে চান, এনসিপিআই কী করবে? এই কুড়ি জন সাংসদ বাংলায় থাকবেন সেই দিন? আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করছি। নাকি তাঁরাও অনুমতি পেলে নতুন জায়গায় করবেন, কারণ সাংসদরা বলেছেন তাঁরা বিধায়কদের সঙ্গে নেই। এনসিপিআই তো ঋতব্রত গ্যাংয়ের অংশ নয়। তাহলে আরও একটা অনুমতি নিতে হবে। বাংলার মানুষ আজব সার্কাস দেখছেন। আমাদের অবস্থান একই। যেখানে ছিলাম সেইখানেই আছি।**

# কেষ্টপুর খাল থেকে এক ব্যক্তির পচাগলা দেহ উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সল্টলেকের ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানা এলাকার নয়াপট্টিতে কেষ্টপুর খাল থেকে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির পচাগলা দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন কেষ্টপুর খালে একটি দেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর দেওয়া হলে ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে। মৃতদেহটিতে পচন ধরে যাওয়ায় প্রাথমিকভাবে তাঁর পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। মৃতের নাম-পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। পুলিশের অনুমান, দিনকয়েক আগে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এটি দুর্ঘটনা, আত্মহত্যা নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।**

# ফের কলকাতায় ধর্ষণ, শারীরিক নির্যাতন এবং ব্ল্যাকমেলের অভিযোগ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচয় থেকে শুরু বন্ধুত্বের। এরপর এক যুবকের বিরুদ্ধে একাধিকবার ধর্ষণ, শারীরিক নির্যাতন এবং ব্ল্যাকমেলের অভিযোগ তোলেন এক যুবতী। অভিযোগ, শহরের বিভিন্ন হোটেলে নিয়ে গিয়ে তাঁকে বারবার ধর্ষণ করা হয়। সর্বশেষ জোকার একটি হোটেলে সারারাত যৌন নির্যাতনের পর শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাঁশদ্রোণী থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় সাত বছর আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিযুক্ত যুবকের সঙ্গে ওই মহিলার পরিচয় হয়। ধীরে ধীরে তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব এবং ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। লকডাউনের সময় নিয়মিত যোগাযোগ ছিল দু'জনের। অভিযোগ, ২০২১ সাল থেকে বেড়াতে যাওয়ার নাম করে অভিযুক্ত যুবক তাঁকে শহরের বাইরে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যেত। সেখানকার

হোটেলে তাঁকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, নির্যাতনের সময় যুবতীর অশ্লীল ছবি ও ভিডিও করে গোপনে তুলে রাখা হয়। পাশাপাশি মহিলার অভিযোগ, সেই ছবি ও ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে অভিযুক্ত একাধিকবার তাঁকে ব্ল্যাকমেল করে এবং বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে গিয়ে যৌন নির্যাতন চালায়। প্রতিবাদ করলেই প্রাণনাশ-সহ নানা ধরনের হুমকি দেওয়া হত বলেও অভিযোগ।

অভিযোগকারিণীর দাবি, দীর্ঘদিন ধরে ভয় ও সামাজিক লজ্জার কারণে তিনি বিষয়টি পরিবারের কাউকে জানাতে পারেননি। সম্প্রতি জোকা এলাকার একটি হোটেলে নিয়ে গিয়ে অভিযুক্ত সারারাত তাঁর ওপর যৌন নির্যাতন চালায় বলেও অভিযোগ। এমনকী তাঁকে বিবস্ত্র অবস্থায় হোটেলের ঘরের বাইরে বারান্দায় যেতে বাধ্য করা হয় বলেও অভিযোগ করেন তিনি। পরদিন সকালে কোনওমতে হোটেল থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফেরেন ওই মহিলা। এরপর এই ঘটনার জেরে শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে পরিবারের সদস্যদের সব ঘটনা জানান। এরপর তাঁদের সহায়তায় তিনি মেটিয়াবুরুজ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্তের বাড়ি বাঁশদ্রোণীর ব্রহ্মপুর এলাকায় এবং ঘটনার সূত্রপাতও ওই এলাকায় হওয়ায় মেটিয়াবুরুজ থানায় জিরো এফআইআর নথিভুক্ত করে প্রাথমিক তদন্তের পর মামলাটি বাঁশদ্রোণী থানায় পাঠানো হয়েছে।

# জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্রে কড়া নতুন নিয়ম, বিলম্বিত নথিভুক্তিতে বাড়ল যাচাই ও অনুমতির বিধান

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** রাজ্যে জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্রের নথিভুক্তিকরণ প্রক্রিয়ায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনল রাজ্য সরকার। স্বাস্থ্য দপ্তর 'রেজিস্ট্রেশন অফ বার্থস অ্যান্ড ডেথস (আমেন্ডমেন্ট) রুলস ২০২৬'-এর গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। রাজ্য প্রশাসনের দাবি, ভুয়ো জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্র রোধ এবং নথিভুক্তিকরণ প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ করতেই এই নতুন নিয়ম চালু করা হয়েছে।

এই নতুন নিয়ম অনুযায়ী, আবেদনকারীর নাম শুধুমাত্র প্রথম নাম, মিডল নাম এবং পদবির নির্ধারিত বিন্যাসে লিখতে হবে। কোনও ধরনের সংক্ষিপ্ত রূপ বা অ্যাব্রিভিয়েশন ব্যবহার করা যাবে না। এবার থেকে জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্র অনলাইনের পাশাপাশি ইলেকট্রনিক মাধ্যমেও সংগ্রহ করা যাবে। তবে অফলাইন ব্যবস্থাও আগের মতোই চালু থাকবে। শুধু তাই নয় ঠিকানা সংক্রান্ত তথ্যেও কড়াকড়ি আনা হয়েছে। যে কোনো আবেদনপত্রে জেলা, ব্লক বা মহকুমা, গ্রাম বা ওয়ার্ড, বাড়ি নম্বর এবং পিন কোড-সহ বিস্তারিত তথ্য দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়াও দেরিতে জন্ম বা মৃত্যু নথিভুক্তির ক্ষেত্রেও নতুন বিধি কার্যকর হয়েছে। ৩০ দিনের পরে আবেদন করলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি, স্ব-ঘোষণাপত্র (সেলফ ডিক্লারেশন) এবং প্রয়োজনীয় নথি জমা দিতে হবে।

এছাড়া, এক বছরের বেশি দেরি হলে জেলা শাসক, মহকুমা শাসক অথবা অনুমোদিত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ প্রয়োজন হবে। আর দুই বছরের বেশি দেরিতে আবেদন করলে বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি বাধ্যতামূলক। এছাড়াও বাড়িতে কারও মৃত্যু হলে সেই মৃত্যুর নথিভুক্তির জন্য এমবিবিএস অথবা স্বীকৃত আয়ুষ চিকিৎসকের দেওয়া মেডিক্যাল সার্টিফিকেট জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সরকার আরও জানিয়েছে, জন্ম ও মৃত্যু সংক্রান্ত বিভিন্ন আবেদনপত্র, শংসাপত্র এবং রিপোর্টের ফর্ম নতুন করে সংশোধন করা হয়েছে। পাশাপাশি শংসাপত্রের কপি, বিলম্বিত নথিভুক্তি এবং নিয়মভঙ্গের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ফি ও জরিমানার পরিমাণও আগের তুলনায় বৃদ্ধি করা হয়েছে।

# বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত নিম্নচাপ, বৃষ্টি চলবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** বঙ্গোপসাগরে তৈরি ঘনীভূত হয়েছে নিম্নচাপ। ক্রমেই শক্তি বাড়াচ্ছে সেটি। এর জেরে বৃষ্টি হবে, এমনটাই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। আগামী ১৮ জুলাই পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে বারণ করা হয়েছে।

একইসঙ্গে সুস্পষ্ট নিম্নচাপের মূল মেঘ এখনও ওড়িশায় রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে সকাল থেকে যে বৃষ্টি হয়েছে, যে মেঘ ঢুকেছে তা সবটাই উড়ো মেঘ। যার জেরে বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। বেশি বৃষ্টি হবে পশ্চিমাঞ্চল ও উপকূলে। এদিকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়াই হয়েছিল যে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় বৃষ্টি হবে। বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতাও বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। দফায় দফায় বৃষ্টির সম্ভাবনা। অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়াতে। উপরোক্ত জেলাগুলিতে এক জায়গায় ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা। ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয় পাঁচ জেলায়। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির কথা শুনিয়েছিল আলিপুর। সেই মতোই বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বৃষ্টি নামে কলকাতায়। বাকি সব জেলাতে হয় কয়েক পশলা বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি। এখানই শেষ নয়, আজ শুক্রবারও বিক্ষিপ্তভাবে হবে ভারী বৃষ্টি। তবে শনিবার থেকে কমবে বৃষ্টি।

অন্যদিকে আলিপুর আবহাওয়া অফিসের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, উত্তরবঙ্গের বৃষ্টি হবে, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার। আজ শুক্রবার ভারী

বৃষ্টির পূর্বাভাস আছে ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ায়। শনিবার অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে-জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে। এর পাশাপাশি শনিবার ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস আছে-দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহারেও। এখানেই শেষ নয়, রবিবার অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার।

বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ ক্রমেই শক্তি বাড়িয়ে চলেছে। উত্তর ওড়িশা উপকূল ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপকূলের এই নিম্নচাপের অবস্থান। এর অভিমুখ উত্তর-পশ্চিম দিকে। আগামী দু'দিনে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হবে এবং উত্তর ওড়িশা ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে অবস্থান করবে।

## সম্পাদকীয়

### মহিলাদের যৌন হেনস্তা সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শে কতটা কাজ হবে

ধর্ষণ ও নারী নির্যাতন সংক্রান্ত এক মামলায় সুপ্রিম কোর্টের তোপের মুখে পড়েছে পাটনা হাইকোর্ট। সেই সঙ্গে দেশের বিভিন্ন আদালতে যৌন হেনস্থা ও নারী নির্যাতন সংক্রান্ত মামলার রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে বিচারকদের আরও বেশি সংবেদনশীল হওয়ার নির্দেশও দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। মহিলাদের সালোয়ার খোলার বা খোলার চেষ্টা করা বা স্তনে হাত দেওয়া ধর্ষণের চেষ্টা নয়, এক মামলায় এমনই রায় দিয়েছিল পাটনা হাইকোর্ট। এই রায়ের জন্য শীর্ষ আদালতে চরম সমালোচনার মুখে পড়তে হয় পাটনা হাইকোর্টকে। এই মামলায় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত বলেন, এই ধরনের মামলায় রায়দানের আগে বিচারকদের পড়াশোনা ও গবেষণার অভাব রয়েছে, যা খুবই উদ্বেগজনক। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি ভি মোহনের বেঞ্চে যৌন হেনস্থার মামলাগুলিতে বিচার বিভাগের দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করে একটি স্বতঃ প্রণোদিত মামলার শুনানি চলছিল। সেখানেই আইনজীবী শোভা গুপ্তা পাটনা হাইকোর্টের ওই রায় নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পাটনা হাইকোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি কড়া ভাষায় বলেন, এই ধরণের রায় দেওয়ার আগে আরও গভীরভাবে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণার অভাব রয়েছে। আদালতের কর্মীরা কিছুই করছেন না। এই প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট ন্যাশনাল জুডিশিয়াল অ্যাকাডেমির বিশেষজ্ঞ কমিটির তৈরি করা একটি রিপোর্টও অনুমোদন করেছে। যেখানে যৌন অপরাধ সংক্রান্ত মামলাগুলিতে বিচারবিভাগীয় সংবেদনশীলতার নির্দেশিকা রয়েছে। শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছে যে দেশের সমস্ত আদালতকে এই অনুমোদিত হ্যান্ডবুক বা নির্দেশিকায় নির্ধারিত শব্দবন্ধ ও পরিভাষা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট এই রিপোর্টটি অবিলম্বে সুপ্রিম কোর্টের নিজস্ব ওয়েবসাইট-সহ দেশের সমস্ত হাইকোর্টের ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে, যাতে সবাই এটি দেখতে ও অনুসরণ করতে পারে। শীর্ষ আদালতের এই পরামর্শে কাজ কতটা হবে, সেটাই এখন দেখার।

### শব্দছক ২১৮

রবি দাস



**পাশাপাশি:** ১. পৃথিবী ২. রসালো ৫. আঘাতপ্রাপ্ত ৬. ভারতের জাতীয় পশু ৭. বন্যা ৯. মন কষাকষি ১১. নতুন জন্মেছে যে ১৩. রঙ্গ করে যেজন ১৬. অকারণ ১৮. রাত্রি ১৯. দীপ ২০. বাসস্থান ২১. যা ভেদ করা যায় না ২২. বিশাল

**ওপর-নিচ:** ১. বিত্তবান ২. মতৈক্য ৩. রত্ন-র কাব্যরূপ ৪. অতি নিকৃষ্ট মান ৬. বাড়ি তৈরীর এক উপাদান ৮. নতুন ১০. হাতি ১২. ছাঁকনী ১৩. যুদ্ধের বাজনা ১৪. কর্ণ ১৫. খালিহাত ১৬. ঝগড়া ১৭. পৌত্র

**সমাধান ২১৭ — পাশাপাশি:** ১. জানোয়ার ৪. বক্র ৬. গলা ৭. মহেশ ৯. বার ১০. বর্জন ১১. কমকমা ১২. কুমেরুস্থ ২৪. ফালতু ১৫. শীলা ১৬. রসুল ১৭. পাপ ১৮. লম্বা ১৯. বদ্রীনাথ

**ওপর-নিচ:** ১. জাগরুক ২. নোলা ৩. রমরমা ৫. ক্রন্দন ৮. শবরমেলা ৯. বাকচতুর ১২. কুশীলব ১৭. স্থলপথ ১৪. ফাজিল ১৭. পানা

### আজকের দিন



- ১৯৭৪ — লন্ডনের ঐতিহাসিক হোয়াইট টাওয়ারের মর্টার রুমে বিস্ফোরণে একজন নিহত এবং ৪১ জন আহত হন।
- **১৯৯৬** — টিডব্লিউএ ফ্লাইট ৮০০ আটলান্টিক মহাসাগরে বিস্ফোরিত হয়ে বিধ্বস্ত হয়, ২৩০ জন যাত্রীর সবাই নিহত হন।
- **২০১৪** — পূর্ব ইউক্রেনে মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ১৭ ভূপাতিত হয়।

### জন্মদিন



জারিনা ওয়াহাব

**১৯৩০** *বিশিষ্ট চিত্র নির্দেশক শচিন ভৌমিকের জন্মদিন।*
**১৯৫৯** *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী জারিনা ওয়াহাবের জন্মদিন।*
**১৯৬৪** *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী কিরণ জুনেজার জন্মদিন।*

# পশুপাখির আপ্যায়নে ভারতকন্যা এহসাসের রহস্যময় বন্যজীবন

**সুবীর পাল**

আমরা মানুষেরা তো দুই পায়ে হাঁটি। মনের ভাব আদান প্রদান করে থাকি বিভিন্ন সমাজের নিজস্ব রকমারি কথ্য ভাষায়। এটাই তো মনুষ্য জীবনের স্বাভাবিক দস্তুর। তবু এই পৃথিবীতে ‘ব্যতিক্রম’ বলে একটা শব্দ আছে। যে শব্দর অনুররণ বাস্তব অভিজ্ঞতাকে প্রভাবিত করে নিয়ে যায় আরও এক অচেনা বিস্ময়কর জগতে। এখানকার পটভূমিটাও অনেকটা যে অবাক উপাদানে ভরপুর ঠাঁসা। সম্প্রতি এমন একটি মেয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে যার সুস্থ সবল দুটি পা থাকলেও হাঁটত কিন্তু চার হাতে পায়ে। অনেকটা বন্য জীবের অনুকরণে। আর কথা বলা? সেতো জঙ্গলের পশুপাখির ডাক নকল করে সারা দিতে অভ্যস্থ ছিল। শুনতে অবাক লাগলেও এমন এক সত্যিকারের কিশোরীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে আমাদের দেশের কাতারনিয়াঘাট অভয়ারণ্যে। নামটি তার ‘এহসাস’। এ যেন আমাদের সেই ‘দ্য জঙ্গল বুক’এর অ্যানিমেশন সিরিজের শিশু নায়িকা ‘মোগলি’র একদম জীবন্ত সংস্করণ। এমনকি তামাম দুনিয়ার লোকপ্রিয় ‘টারজান’ চরিত্রটিও কেমন জানি মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় এহসাসের আরণ্যক আচরণের অতলে।

মনে কি পড়ে সেই বিগত শতাব্দীর নয়ের দশকের কথা। প্রতি রবিবার। কাঁটায় কাঁটায় দুপুর বারোটা। চলতো এক ঘন্টা ধরে। দূরদর্শন’এ সম্প্রচার হতো অতি জনপ্রিয় ছোটদের ধারাবাহিক ‘মোগলি’ বা ‘দ্য জঙ্গল বুক’। এ যেন শিশু স্বপ্নের এক অপরূপ আকর্ষণের অভিনব স্বতন্ত্র জগৎ। যেখানে রয়েছিল মোগলি, আকিলা, বাঘেরা, বালু ও শের খান চরিত্রগুলো এক নিজস্ব জঙ্গলরাজ। সেই বিখ্যাত গান। ‘জাঙ্গল জাঙ্গল বাত চলি হ্যায়, পাতা চালা হ্যায়।’ গানটির রচনায় গুলজার। কণ্ঠে শিশুশিল্পী অমল সহদেব। ওই সময়কার শিশুদের মুখে মুখে শোনা যেত এই গানের আত্মহারা কলিগুলো।

দি জঙ্গল বুক হোল বিশ্ব সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় কিশোর সাহিত্যকর্ম। ব্রিটিশ সাহিত্যিক রুডইয়ার্ড কিপলিং’এর রচিত বইটি ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত। ভারতের মধ্যপ্রদেশের সেওনি অঞ্চলের জঙ্গলকে পটভূমি করে রচিত এই গল্প সংকলন আজও সমানভাবে পাঠকদের কাছে অতি প্রিয় কিসসা মশালা। বইটির প্রধানতম চরিত্র হলো মোগলি। সে আসলে এক মানব শিশু, যাকে নেকড়ের দল জঙ্গলে লালন পালন করতো।

মোগলির জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ভালুক বালু, কালো চিতা বাঘীরা এবং নেকড়ে আকেলা। তারা একসঙ্গে তাকে জঙ্গলের প্রাকৃতিক নিয়ম সঙ্গে বেঁচে থাকার কৌশল এবং নৈতিকতার শিক্ষাদান করতো। আবার মানুষের শত্রু হিসেবে দেখা যেত হিংস্র বাঘ শের খানকে। যে মোগলিকে প্রাণে মেরে ফেলতে চাইতো। কিন্তু মোগলির তুখোড় সাহস, অসম্ভব বুদ্ধি ও প্রিয় বন্য বন্ধুদের সহযোগিতা শত্রুর সামনে দুর্ভেদ্য দেওয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে যেত। এই বইটি শুধুমাত্র একটি রোমাঞ্চকর কাহিনি হিসেবে বিখ্যাত ছিল না। এর পাতায় পাতায় ভরা ছিল সাহস, বন্ধুত্ব, দায়িত্ববোধ, শৃঙ্খলা, প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা এবং সবাই মিলে সহাবস্থানের মতো গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ পাঠকের সামনে মজাদার রস সহযোগে তুলে ধরা হয়েছে। লেখক জঙ্গলের প্রাণীদের মানবীয় বৈশিষ্ট্যে নিপুণ রূপান্তর ঘটিয়ে এক অনন্য সাহিত্যজগৎ সৃষ্টি করেছিলেন। ওই জঙ্গলের প্রতিটি প্রাণী যেন আমাদের সমাজের এক একটি বিশেষ চরিত্র বা মানসিকতার অনন্য প্রতীক।

দ্য জঙ্গল বুক প্রকাশের পরপর বিশ্বজুড়ে এর বিপুল জনপ্রিয়তা বহু লেখকের কাছে ঈর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এটি বহু ভাষায় অনুবাদিত হয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে চলচ্চিত্র, অ্যানিমেশন, টেলিভিশন সিরিজ ও নাট্যরূপ নির্মিত হয়েছে দ্য জঙ্গল বুকের সৌজন্যে। বিশেষ করে ১৯৬৭ সালে ডিজনির অ্যানিমেশন চলচ্চিত্র এবং পরবর্তীতে ২০১৬ সালে লাইভ অ্যাকশন চলচ্চিত্র নতুন প্রজন্মের কাছে মোগলির গল্পকে অনেকটা জনপ্রিয়তার হট কেক করে তোলে।

ভারতের অভ্যন্তরের জঙ্গল, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতির সৌন্দর্যকে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রেও দ্য জঙ্গল বুক’এর এক অসাধারণ ভূমিকা রয়েছে। যদিও গল্পটি কল্পনা নির্ভর, তবুও এতে ভারতীয় বনাঞ্চলের প্রকৃত পরিবেশ, প্রানি জগতের মহিমা এবং মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির অদ্ভুত নিবিড় সম্পর্কের একটি আকর্ষণীয় চিত্রপট ফুটে উঠেছে অসামান্য লেখ্য দক্ষতায়।

আজকের পরিবেশের উপর নানা থ্রেটের সময়ে দ্য জঙ্গল বুক নতুন তাৎপর্য অবশ্যই বহন করে থাকে। অরণ্য ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা এবং প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ভারসাম্য সম্পর্কের একটা পারস্পরিক বন্ধনকে এই সাহিত্যকর্ম পাঠকের সামনে তুলে ধরে অসাধারণ প্রতিভার মিশেলে। শিশু, কিশোরদের পাশাপাশি প্রাপ্তবয়স্কদের কাছেও এটি তাই সমানভাবে শিক্ষণীয় ও উপভোগ্য। বই প্রকাশের এক শতাব্দীরও বেশি সময় পর মোগলি, বালু, বাঘীরা এবং শের খানের চরিত্রগুলো পাঠকের কল্পনায় সমানভাবে জীবন্ত যে আজও। এ প্রসঙ্গে আরও একটি জগৎ জোড়া খ্যাতির শীর্ষে থাকা কল্পকাহিনী মূলক বইয়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। যার মূল চরিত্র ছিল বন্যছেলে ‘টারজান’। মার্কিন লেখক এডগার রাইস বারোজ ১৯১২ সালে ‘টারজান অফ দ্য অ্যাপস’ উপন্যাসটি রচনা করেন। এরপর টারজানকে নিয়ে বহু উপন্যাস, চলচ্চিত্র, কমিকস ও টেলিভিশন সিরিজ নির্মিত হয়েছে।

কাহিনীর শুরু আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে। ইংরেজ দম্পতি জন ক্লেটন ও তাঁর স্ত্রী অ্যালিস দুর্ঘটনাবশত সেই জঙ্গলে আটকা পড়েন। ওখানেই তাঁদের একটি পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই স্বামী স্ত্রী উভয়েই বন্য প্রাণীর আক্রমণে মারা যান। অনাথ শিশুটিকে একটি স্ত্রী বনমানুষ, যার নাম কালা, নিজের সন্তানের মতো লালন পালন করতে শুরু করে। বনমানুষদের ভাষায় শিশুটির নাম হয় ‘টারজান’। যার অর্থ ‘সাদা চামড়ার মানুষ’।

জঙ্গলে বেড়ে ওঠায় টারজান অসাধারণ শক্তিশালী, দ্রুতগামী ও সাহসী হয়ে ওঠে। সে গাছে গাছে দোল খেয়ে চলাফেরা করে, বন্য প্রাণীদের ভাষা ও আচরণ বুঝতে শেখে এবং জঙ্গলের প্রতিটি বিপদের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকে। সিংহ, চিতা, কুমীর, হাতির মতো সব স্থানীয় জন্তুদের সঙ্গেই তার এক অদ্ভুত আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সে দুর্বল প্রাণীদের বুক চিতিয়ে রক্ষা করে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে দারুণ ভাবে রুক্ষে দাঁড়ায়। একসময় কিছু অভিযাত্রী আফ্রিকার সেই জঙ্গলে আসে। তাদের মধ্যে ছিলেন সুন্দরী তরুণী জেন পোর্টার। টারজান প্রথমবারের মতো মানুষের সমাজের সঙ্গে তখন পরিচিত হয় এবং জেনের প্রেমে পড়ে যায়। ধীরে ধীরে সে জানতে পারে যে সে আসলে বনমানুষ নয়, ইংরেজ অভিজাত পরিবারের একজন সন্তান। পরে সে মানুষের কথ্য ভাষা, শিক্ষা ও সভ্যতার নানা দিক করায়ত্ব করে ফেলে। কিন্তু জঙ্গলের প্রতি তার অদম্য টান কখনও কমেনি। জেনকে বিয়ে করার পরও সে জঙ্গল এবং মনুষ্য সমাজ, এই দুই পৃথক জগতের মধ্যে সুন্দর ভারসাম্য বজায় রেখে জীবন অতিবাহিত করতে থাকে। টারজানের কাহিনির মূল আকর্ষণ হলো প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের গভীর হরগৌরী সম্পর্ক, সাহস, ন্যায়বোধ, মানবতা এবং আত্মপরিচয়ের সন্ধান স্পৃহা। যদিও চরিত্রটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক, তবু টারজান আজও বিশ্বজুড়ে শিশু, কিশোর এবং প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকদের কাছে সমান হিরো দ্য গ্রেট।

মোগলি ও টারজান নামক চরিত্র দুটি কাল্পনিক তো অবশ্যই। এদের অরণ্য জীবনের অভিযোজনের ইতিকথা এখনও আমাদের প্রাণিত করে, মনোরঞ্জনের মৌতাতও টইটুম্বুর করে তোলে। এমন সব কল্পিত চরিত্র যদি আমাদের প্রজন্মের পর প্রজন্মের কাছে রোমাঞ্চকর বিনোদনের খোরাক হতে পারে তবে এ হেন ক্যারেক্টার যদি সত্যিকারের ‘হতো তবে কেমন হতো তুমি বলো তো! তুমিই বলো।’

তাহলে না হয় বলেই ফেলি, অনেকটা অনুরূপ এ ধরণের সত্যি ঘটনার সন্ধান সাম্প্রতিক কালে পাওয়া গেছে ভারতের উত্তরপ্রদেশের একটি গহণ জঙ্গলে। ওই রাজ্যের বাহরাইচ জেলা লাগোয়া ভারত ও নেপাল সীমান্ত বরাবর অবস্থিত এই বন্যপ্রাণী সমৃদ্ধ অভয়ারণ্যটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এবং অফুরন্ত জীববৈচিত্র্যের জন্য বহুল পরিচিত। এই অভয়ারণ্যে ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসে বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে আকস্মাৎ একটি চমকে যাওয়ার মতো অদ্ভুত এক বালিকাকে উদ্ধার করা হয়। তার আচার আচরণ সাধারণ মানুষের মতো মোটেও ছিল না। এক্কেবারে জঙ্গলি জীবনে অভ্যস্থ অবস্থায় তাকে পাওয়া গিয়েছিল। সেই কারণে সে জনসমক্ষে আসলি ‘মোগলি গার্ল’ বা আসল ‘জঙ্গলকন্যা’ হিসেবে আখ্যায়িত হয়ে ওঠে রাতারাতি। যদিও তখন উত্তরপ্রদেশের সমাজকল্যাণ দফতর তার নাম প্রাথমিক ভাবে রাখে ‘পূজা’। পড়ে সেখান থেকে নামের পরিবর্তন করা হয়েছিল ‘এহসাস’ পরিচয়ে।

এই অভয়ারণ্যে কাঠ কাটার তাগিদে জনা কয়েক কাঠুরিয়া গহণ এলাকায় ঢুকে পড়লে আচমকা তাঁরা একটি নয় বছরের মেয়েকে লক্ষ্য করেন। যদিও বাচ্চা মেয়েটিকে উদ্ধার করতে গেলে তৎক্ষণাৎ সে পালিয়ে যায় অন্যত্র। কিন্তু বানরের দল একযোগে আক্রমণাত্মক মুডে তাঁদের তাড়া করলে কোনক্রমে তাঁরা প্রাণ ভয়ে পালিয়ে আসেন। এরপর সমস্ত ঘটনা স্থানীয় পুলিশের কাছে কাঠুরিয়ারা খুলে বলেন। এসব শুনে পুলিশের একটি দল, বনকর্মী বাহিনী এবং সেই কাঠুরিয়ারা একযোগে সেখানে ফের হানা দেয়। কিন্তু ধারে পাশে আর মেয়েটির দেখা মিলছিল না। বনকর্মী পুলিশও হাল ছাড়ার পাত্র নয়। টানা একমাস যাবৎ খোঁজাখুঁজি করার পর পুনরায় মেয়েটির সন্ধান মেলে অবশেষে। সে তখন একগাদা বানরের সঙ্গে খেলছিল জঙ্গলের মধ্যে।

বানরের চিৎকার অনুকরণ করে সেও চিল্লাচিল্লি করছিল। আর বানরের মতো চার হাত পায়ে দ্রুত দৌড়াদৌড়ি করছিল। খাবারও হাত দিয়ে না তুলে মুখ দিয়ে সংগ্রহ করছিল। পরণে কোনও পোষাকও ছিল না। বালিকাটির এমন বিস্ময়কর আচরণ দূর থেকে দেখতে পেয়ে উপস্থিত সবাই হতভম্ব হয়ে যান মুহূর্তে।

জঙ্গলের মধ্যে একসঙ্গে বহু মানুষের উপস্থিতি টের পেয়ে সে আবার পালাবার উপক্রম করে। কিন্তু আগের থেকে যাবতীয় প্রস্তুতি নিয়ে থাকায় এবার কিন্তু পুলিশের বাহিনী তাকে ধরে ফেলতে সমর্থ হয়। কিন্তু কিছুতেই মেয়েটি নিজের কাছে কাউকে ঘেঁষতে দিতে পছন্দ করছিল না। এমনকি মনুষ্য কোনও ভাষায় কথাও বলতে পারছিল না। বরং বিভিন্ন পশুপাখির মতো শব্দ করে চেঁচামেচি আরম্ভ করে দেয়। কিছুতেই পোষাক পরতেই চাইছিল না। অগত্যা তাকে গাড়িতে তুলে আনতে গেলে অজস্র বানর চলন্ত ওই গাড়িটিকে অনুসরণ করে অনেক দূর পর্যন্ত পর্যন্ত ধাওয়া করতে থাকে জঙ্গলের মধ্যে।

অনেক ভাবে প্রচেষ্টা করেও সে কিভাবে ও ঠিক কখন ওই অভয়ারণ্যে এলো, তা এখনও পর্যন্ত জানা সম্ভবপর হয়নি। উপায়ন্তর না দেখে পরিশেষে সংশ্লিষ্ট সমাজকল্যাণ দপ্তরের অধীনস্থ বাহরাইচের শিশু কল্যাণ কমিটি তাকে লখনউয়ের একটি বিশেষ হোম ‘নির্বাণ রাজকীয় বাল গৃহ বিশেষীকৃত’ কেন্দ্রে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। ওখানেই ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের মতো কিছুটা আচরণ করা এবং দুই পায়ে হাঁটা শেখানোর চেষ্টা করা হয় চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে। সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সে দুই পায়ে হাঁটতে শেখে। পোষাক পরিধান করাও রপ্ত করে। যৎ সামান্য কথাও সে বলতে পারতো। কেন্দ্রের পরিচারিকা রানি দেবীকে ‘আম্মা’ বলেও ডাকতো।

এহসাসকে মনুষ্য সমাজে নিয়ে এলেও সে কিন্তু তার ফেলে আসা বন্য স্বভাব কিছুতেই পুরোপুরি বর্জন করতে পারছিল না। উল্টে তার মানসিক বিকাশ ও শারীরিক আচরণ কোনও ভাবেই সাধারণ মানুষের মতো স্বভাব সিদ্ধ হচ্ছিল না। বরং সে ক্রমেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল সম্পূর্ণ রূপে সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পারার কারণে। হামেশাই শরীরে খিঁচুনি হতো। দীর্ঘ শারিরীক লড়াইয়ের পর, ২০২৬ সালের ১৫ জুন লখনউয়ের ডক্টর রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে চিকিৎসাধীন অবস্থায় জঙ্গলকন্যা এহসাস শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে। ফুসফুসে সেপ্টিসেমিয়া সংক্রমণ এই মৃত্যুর কারণ বলে ময়নাতদন্তে উল্লেখ ছিল।

পুলিশের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, এহসাসের ছবি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হবার পর তা দেখে হামিদ আলি শাহ নামক এক প্রবীণ ব্যক্তি পুলিশের সঙ্গে সংযোগ করেন। উনার দাবি ছিল, এহসাস হলো তাঁর নাতনি। জঙ্গলকন্যা আসলে উত্তরপ্রদেশের কামলাপুর গ্রামের বাসিন্দা।

গ্রামটি ২৮৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত কাতারনিয়াঘাট অভয়ারণ্য থেকে। বাবা দিল্লি থাকতেন পেশাগত কারণে। এহসাসরা ছিল ছয় বোন ও এক ভাই। ২০১৬ সালের ১৮ মার্চ হঠাৎ সে বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যায়। অনেকের ধারণা, কোনও বিশেষ গোপন পারিবারিক কারণে পরিজনেরা জেনেবুঝেই এহসাসকে ওই অভয়ারণ্যে একা ছেড়ে চলে আসেন। যদিও তার নিখোঁজের বিষয়ে আঞ্চলিক বাদশাপুর থানায় অভিযোগ সংক্রান্ত ডায়েরিও করা হয়েছিল। বহু খোঁজাখুঁজি করেও তার খোঁজ পায়নি পরিবার। তবে হোমে ঠাকুরদা ও বাবার সহচর্য পেলেও এহসাস কিন্তু তার বন্য জীবনের ফেলে আসা স্বভাবেই বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করতো।

এহসাস মারা গেলেও কিছু রহস্যময় প্রশ্ন কিন্তু আমাদের কাছে রেখে গেছে। হে জীব বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ মনুষ্যকুল, খুঁজে নাও তোমরা বাড়ি থেকে ২৮৫ কিলোমিটার দূরে অভয়ারণ্যে কিভাবে পৌঁছেছিল তোমাদের এহসাস? কেন তাকে হারাতে হয়েছিল? আর কিভাবে আর কোন স্বপ্ন সঙ্গে নিয়ে বন্য পশুপাখিরা তাকে নিজেদের আত্মার আত্মীয়ের মতো আগলে রেখেছিল একেবারে নিখাদ আপন করে? কি সভ্য দুনিয়ার মানুষগণ, কোনও সুনির্দিষ্ট জবাব আছে কি তোমাদের কাছে? যদি না থাকে, আমি জীবন্ত মোগলি এহসাস কাল্পনিক ভাষায় বলছি শোনো, ‘খোঁজো খোঁজো উত্তর খুঁজতে থাকো তোমরা সবাই একযোগে। ততক্ষণ না হয় আমি অনন্ত নিদ্রায় মগ্ন থাকি তোমাদেরই বিস্ময় সূচক অনুভবে!’

# কীভাবে ট্যাক্স ফাইল করবেন: সমস্যা ও সমাধান

**রতন আগরওয়াল, *সিএ***

ভারতে বেশিরভাগ মানুষ তাদের ‘আয়কর রিটার্ন’ বা আইটিআর ফাইল করার কথা বলেন। প্রক্রিয়াটি সহজ, কিন্তু মানুষ তিন-চারটি ধাপে আটকে যান। আমি নিচে এর সম্পূর্ণ বিবরণ দিচ্ছি




**১. কিভাবে ট্যাক্স ফাইল করবেন - ধাপে ধাপে**

**ধাপ ১ — প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করুন**

- প্যান কার্ড - আবশ্যক
- আধার কার্ড - অবশ্যই প্যানের সাথে লিঙ্ক করা থাকতে হবে
- ফর্ম ১৬ - যদি চাকরিজীবী হন, তবে আপনার নিয়োগকর্তার দ্বারা সরবরাহ করা হবে
- ফর্ম ২৬এএস/এআইএস - সরকারের কাছে কত আয় ঘোষণা করা হয়েছে
- ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট - সুদ থেকে আয়ের জন্য
- বিনিয়োগের প্রমাণ - ধারা ৮০সি, ৮০ডি-এর জন্য এলআইসি, পিপিএফ, ইএলএসএস, স্বাস্থ্য বীমা

**ধাপ ২ — আয়কর পোর্টালে যান**

https//www.incometax.gov.in-এ যান > লগইন > প্যান + পাসওয়ার্ড + ওটিপি

**ধাপ ৩ — আইটিআর ফর্ম নির্বাচন করুন**

- আইটিআর-১ বেতন, ১টি বাড়ি, সুদ - ১ লক্ষ, ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়
- আইটিআর-২ মূলধনী লাভ, একাধিক বাড়ি, বিদেশী আয়
- þITR/3/4 ব্যবসা/পেশার ক্ষেত্রে

**ধাপ ৪ — বিবরণ পূরণ করুন এবং যাচাই করুন**

- স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ করা তথ্যগুলো যাচাই করুন। কর গণনা করা হবে। যদি কোনো কর বকেয়া থাকে, তবে ই-পে (ত্র-ঞ্চখা)-এর মাধ্যমে কর পরিশোধ করুন।

**ধাপ ৫ — ITR জমা দিন ও ই-ভেরিফাই করুন**

- আধার ঔঞ্চ, নেটব্যাঙ্কিং, বা সরাসরি জমার মাধ্যমে ৩০ দিনের মধ্যে ITR-V ফর্মটি CPC বেঙ্গালুরুতে পোস্ট করুন। যদি এটি যাচাই করা না হয়, তবে রিটার্নটি অবৈধ বলে বিবেচিত হবে।

**২. ৫টি সবচেয়ে সাধারণ সমস্যা এবং তাদের সমাধান সমস্যা কেন এমন হয় সমাধান**

- ফর্ম 26AS এবং AIS-এর মধ্যে পার্থক্য কোম্পানি/ব্যাঙ্ক সঠিকভাবে ঠঙ্গ( জমা দেয়নি। প্রথমে নিয়োগকর্তা/ব্যাঙ্কের সাথে কথা বলুন। যদি তারা রাজি না হয়, তবে রিটার্নে সঠিক আয় দেখিয়ে পার্থক্যের জন্য রিফান্ড দাবি করুন। প্রমাণ সংরক্ষণ করুন।
- রিফান্ড আসছে না — ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আগে থেকে যাচাই করা হয়নি। আয়কর পোর্টালে যান গ্ন প্রোফাইল গ্ন আমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টটি প্রি-ভ্যালিডেট করুন। IFSC এবং নাম অবশ্যই সঠিক হতে হবে।
- যদি সময়সীমা পার হয়ে যায় যদি ৩১শে জুলাইয়ের মধ্যে ITR-1/2/4 ফাইল করা না হয়, তাহলে বিলম্ব ফি প্রযোজ্য হবে ৫ লক্ষ পর্যন্ত আয়ের জন্য ১,০০০ এবং ৫ লক্ষের বেশি আয়ের জন্য ৫,০০০। ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ‘বিলম্বিত রিটার্ন’ ফাইল করা যাবে।
- যদি ভুল ITR ফর্ম নির্বাচন করা হয়* যদি মূলধনী লাভ থাকে কিন্তু ITR-১ ফাইল করা হয়ে থাকে, তাহলে রিটার্নটি বাতিল হয়ে যাবে। সঠিক ফর্ম ব্যবহার করে একটি ক্ষ্মসংশোধিত রিটার্নক্ষ্ম ফাইল করুন। সময়সীমার আগে ফাইল করার জন্য কোনো জরিমানা নেই।
- যদি আপনি ই-ভেরিফাই করতে ভুলে যান* জমা দেওয়া হয়েছে কিন্তু OTP দ্বারা যাচাই করা হয়নি। ৩০ দিনের মধ্যে আধার OTP বা নেটব্যাঙ্কিং ব্যবহার করে ই-ভেরিফাই করুন। অন্যথায়, রিটার্নটি বিবেচনা করা হবে না।

**৩. ৩টি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ**

- পুরাতন বনাম নতুন পদ্ধতি আপনার রিটার্ন দাখিল করার আগে, উভয় পদ্ধতিতেই কর গণনা করুন। সর্বনিম্ন কর হারের বিকল্পটি বেছে নিন। বেতনভোগী ব্যক্তিরা প্রতি বছর তাদের রিটার্ন আপডেট করতে পারেন।
- নোটিশ পেলে আতঙ্কিত হবেন না ৯০ শতাংশ নোটিশই তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়। ১৫ দিনের মধ্যে উত্তর দিন।
- কখন একজন সিএ (CA) নিয়োগ করবেন যদি আপনার ব্যবসা থাকে, মূলধনী লাভ (capital gains) হয়ে থাকে, অথবা দুইটির বেশি বাড়ির মালিক হন, তবে ফাইল করার জন্য একজন সিএ (CA) নিয়োগ করাই শ্রেয়। যদি আপনার বেতন নিয়মিত হয়, তবে আপনি নিজেই এটি করতে পারেন।

**অর্থবছর ২০২৫-২৬ এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ তারিখসমূহ**

বেতনভোগী ব্যক্তিদের জন্য আইটিআর (ITR) দাখিলের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই, ২০২৬।

### কোট-আনকোট

## যারা যেতে চান, তারা ২১ জুলাইয়ের আগে লোটাকম্বল নিয়ে চলে যান

*মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিক্ষুব্ধদের প্রতি*

### লেখা পাঠান

**সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।**

email : dailyekdin1@gmail.com

# 'সনাতন ধর্মের উত্থানে বদ্ধপরিকর সরকার', মায়াপুর ইসকনের রথযাত্রায় মন্তব্য দিলীপের



**নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া:** রথযাত্রা উপলক্ষে মায়াপুর ইসকন মন্দিরে উপস্থিত হয়ে বিশেষ পুজোর আয়োজন ও রথ টানার কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। এদিনের এই অনুষ্ঠানে হোম, যজ্ঞ থেকে শুরু করে গো-পূজন সবই সম্পন্ন হয়েছে বলে জানান তিনি। এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেন, 'প্রতি বছরই রথযাত্রা উপলক্ষে ভগবান জগন্নাথের যাত্রার আয়োজন করা হয়। এবারের মহাতীর্থ মায়াপুরে আসার সুযোগ হয়েছে। ইসকন কর্তৃপক্ষ আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, তাই উদ্যাপনে এসেছি।' সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে অত্যন্ত ধুমধামের সাথে রথযাত্রা উদযাপিত হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি জানান, পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রাগুলির জন্য ৫ লক্ষ টাকা করে অনুদান দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'সনাতনের ভূমি বাংলাতে যেন সনাতনের উত্থান হয়, সেটা সরকার দেখছে।' মানবাধিকার ও সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে মন্ত্রী জানান। দুর্গা পুজা বা অন্যান্য ধর্মীয় উৎসবের ক্ষেত্রেও যোগ্যদের অনুদান দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে বলেও তিনি আশ্বস্ত করেন। মায়াপুরের সুরক্ষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'ইসকনের এখানে সারা বছর ভজন হয় এবং সারা দুনিয়াতে তারা হিন্দু ধর্মের প্রচার করছেন। ভগবান জগন্নাথ নিজেও বিষ্ণুর অবতার, তাই রথযাত্রাও সেই সংস্কৃতিরই একটি অংশ।' এদিনের এই অনুষ্ঠানে মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের উপস্থিতি রথযাত্রার উন্মাদনাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। সব মিলিয়ে, রাজ্যের প্রশাসনিক স্তরে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সুরক্ষায় এই অনুদানকে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে দেখছে সাধারণ মানুষ।

# ইস্কনের রথে দু'হাত তুলে কীর্তনের সুরে নাচলেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল



**নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল:** মহাধুমধামে পালন করা হল আসানসোল শিল্পাঞ্চল জুড়ে রথযাত্রা। আসানসোলের বুধা ময়দানে ইস্কন মন্দিরের রথযাত্রার শুভ সূচনা করেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল, আসানসোল উত্তরের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখার্জী এবং বারাবনির বিধায়ক অরিজিৎ রায়।

রথ যাত্রা শুরু হতেই এক ভক্তের কাছ থেকে নাড়ুগোপালকে নিয়ে, কোলে পরম আদরে জড়িয়ে নিলেন অগ্নিমিত্রা পল। আর ভক্তিভরে ঝাঁটা দিয়ে পথ পরিষ্কার করে, টানলেন রথের রশি। বুধার পুরানো ইস্কন মন্দির সংলগ্ন বুধা ময়দান থেকে শুরু হয় এসবি গড়াই রোড, জিটি রোড ছুঁয়ে রথ যখন পোলো গ্রাউন্ডের দিকে এগোচ্ছে, তখন কীর্তনের সুরে ভক্তির জোয়ারে ভেসে দু'হাত তুলে মেতে উঠলেন মন্ত্রী নিজেও। এই রথ যাত্রায় উপস্থিত ছিলেন আসানসোল উত্তরের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখার্জী, বারাবনির বিধায়ক অরিজিৎ রায়। বিগত বছরগুলোর ন্যায় এ বছরও এই উৎসবে সামিল হন তৃণমূল প্রাক্তন বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, আসানসোল পৌর নিগমের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়। রাজনৈতিক তরজা ভুলে সকলকে দেখা গেল একসাথে জগন্নাথ দেবের আরাধনা করতে। এদিন বার্নপুরের একটি ক্লাবের খুঁটি পুজো অনুষ্ঠানে এসে অগ্নিমিত্রা পল বলেন, মানুষের উৎসবে সামিল হন, বঙ্গ সংস্কৃতির সাথে তাল মিলিয়ে তিনি আপামর জনতার সাথে বিভিন্ন উৎসবে কখনো নৃত্যের তালে, তাল মেলান কখনো বা ধামসা মাদল বাজিয়ে আদিবাসী সংস্কৃতিকে নিজের মত করে নেন। এতে বিরোধীরা অনেক কথা তুললেও, এইসব উৎসবে তিনি উৎসবমুখী মানুষের সব সময় পাশে আছেন এবং থাকবেন। আসানসোল উত্তরের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন, এই উৎসব সনাতনীদের মিলন ক্ষেত্র। শুধু তাই নয় এই উৎসব, ভারতের তথা বাংলার পৌরাণিক যুগ থেকে চলে আসা ধার্মিক সংস্কৃতি, যা সারা বিশ্বের কাছে অনন্য নজির। উল্লেখ্য এই দিনের রথযাত্রা উপলক্ষে, আসানসোল বুধা ময়দান থেকে বহু সংখ্যক ভক্ত এই রথযাত্রায় অংশ নেন। এবং বহু সাধারণ মানুষ রথ দর্শন ও রথের দড়ি টানার জন্য রাস্তার ধারে অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়ে থাকেন।

# চুঁচুড়ার ধরমপুরের কালীমাতা আশ্রমের রথযাত্রা উৎসব



**নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া:** মহাপ্রভু শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রার শুভ সূচনা। ওড়িশা মতই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় সড়ম্বরে পালিত হচ্ছে রথযাত্রা তার মধ্যে কিছু বিখ্যাত রথযাত্রা যেমন মাহেশের রথযাত্রা, কলকাতার ইসকনের রথযাত্রা, মায়াপুরের রথযাত্রা, নবদ্বীপের রথযাত্রা, মহিষাদলের রথযাত্রা, হাওড়া আন্দুলের রথযাত্রার পাশাপাশি হুগলি জেলার সদর চুঁচুড়ার ধরমপুরের শ্রী শ্রী কালী মাতা আশ্রমের রথযাত্রা অনুষ্ঠান উপলক্ষে সাত দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বিকাল চারটে রথ যাত্রার শুভ সূচনা হয়। অন্যান্য রথ যাত্রার সাপেক্ষে এই রথযাত্রা কিছুটা ব্যতিক্রমী। জানা যায়, ওড়িশা প্রভু জগন্নাথ দেবের রথ মাতা সুভদ্রা দেবীর এবং বলরাম দেবের রথ বের হয়। সেরকমই পশ্চিমবঙ্গে গত কয়েক বছর ধরে দণ্ডি স্বামী শ্রী শ্রী নিত্যবোধ মহারাজের প্রয়াসে এখানেও তিনটি রথ বেরোয়। তবে গত বছর থেকে এখানে আরেকটি রথ যুক্ত হয়েছে সেটি হল গরুর দেবের রথ অর্থাৎ চারটে রথ, যা এই পরিক্রমাকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। তাই এই রথযাত্রা সত্যিই বিরল। রথযাত্রার উন্মাদনা এখানকার ভক্ত বৃন্দের মনে অনেকটাই প্রভাব ফেলেছে। পুরুষ; মহিলা নির্বিশেষে সকলেই এই রথযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছে। সবথেকে বড় কথা যারা রথের দড়ি টানেন, তাঁদের প্রত্যেককেই খালি পায়ে রথ টানতে দেখা যায়। আর একটা বিশেষত্ব হল মাতা সুভদ্রা দেবীর রথ মহিলারাই টানেন। প্রত্যেক মহিলাকে শাড়ি এবং প্রত্যেক পুরুষকে ধুতি-পাঞ্জাবি পরেই রথ টানতে হয় মহারাজের নির্দেশে। এই নিয়ম বছর বছর ধরে চলে আসছে। পুরীর তিনটি রথের আলাদা আলাদা নাম আছে। তা হল বলরাম দেবের রথের নাম তালধ্বজ, মাতা সুভদ্রা দেবীর রথের নাম দর্প দলন, এবং প্রভু শ্রী জগন্নাথ দেবের রথের নাম নন্দী ঘোষ। ঠিক তেমনি এখানেও দণ্ডি স্বামী শ্রী শ্রী নিত্য বোধ মহারাজ একইভাবে তিনটি নাম রেখেছেন। বলরাম দেবের রথের নাম অনন্ত সুন্দর। মাতার সুভদ্রা দেবীর রথের নাম ধৈর্য ধরন। এবং প্রভু জগন্নাথ দেবের রথের নাম পুরুষোত্তম। আর সবার আগে আছেন গরুর দেবের রথ।

# চন্দ্রকোনায় ৪০০ বছরের রথযাত্রায় ভক্তদের ঢল

## উপস্থিত বিধায়ক সুকান্ত দোলুই



**নিজস্ব প্রতিবেদন, চন্দ্রকোণা:** পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণার প্রায় ৪০০ বছরের ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রাকে ঘিরে উৎসবের আবহে মেতে উঠেছে গোটা এলাকা। চন্দ্রকোনা পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের নয়াগঞ্জ এলাকার এই ঐতিহাসিক রথযাত্রা প্রতি বছরই হাজার হাজার ভক্ত ও দর্শনার্থীর সমাগম। স্থানীয়দের পাশাপাশি দূর-দূরান্ত থেকেও বহু মানুষ এই ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা দেখতে আসেন। জানা যায়, রামানুজ বেদান্ত পরম্পরার এই ঐতিহাসিক রথ প্রায় ৪০০ বছরেরও বেশি প্রাচীন। রথযাত্রার দিন নয়াগঞ্জ ঠাকুরবাড়ি থেকে রথ বেরিয়ে প্রভুর মাসির বাড়িতে পৌঁছায়। সেখানে আট দিন অবস্থানের পর উল্টো রথের দিনে পুনরায় নয়াগঞ্জে ফিরে আসে। রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে ঠাকুরবাড়ি এলাকায় আট দিনব্যাপী বৃহৎ মেলারও আয়োজন করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের দোকান, নাগরদোলা এবং সাংস্কৃতিক আবহে মুখর হয়ে উঠেছে গোটা এলাকা। রথযাত্রায় নিরাপত্তার স্বার্থে ছিল কড়া পুলিশি ব্যবস্থা। বিপুল জনসমাগমের কথা মাথায় রেখে মোতায়েন করা হয় পর্যাপ্ত পুলিশ বাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবক। এদিন রথের রশিতে টান দিয়ে রথযাত্রার শুভ সূচনা করেন চন্দ্রকোণা বিধানসভার বিধায়ক সুকান্ত দোলুই, চন্দ্রকোনা পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রতিমা পাত্র-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে সমগ্র নয়াগঞ্জ এলাকা।


(২০০৯ সালের এলএলপি রুলসের রুল ১৭ অধীন)
কোম্পানি রেজিস্ট্রার
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক সমীপে

২০০৮ সালের লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ আইন, ২০০৮ সালের লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ আইনের ১৩(৩) ধারা এবং ২০০৯ সালের এলএলপি রুলসের রুল ১৭ অধীন সম্পর্কিত
এবং
সৌরভ ফিসকাল সার্ভিসেস এলএলপি (LLPIN- ACV-6671) রেজিস্টার্ড অফিস পি-১৮, নিউ সি.আই.টি. রোড (নতুন নং ৯, লু শান সরণি), চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০৭৩ সম্পর্কিত

**সাধারণ বিজ্ঞপ্তি**

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, মেসার্স সৌরভ ফিসকাল সার্ভিসেস এলএলপি-এর নিবন্ধিত কার্যালয় "কলকাতা রাজ্য" থেকে "জাতীয় রাজধানি দিল্লি"-তে স্থানান্তরের লক্ষ্যে এলএলপি চুক্তি সংশোধনের অনুমোদন চেয়ে কোম্পানিগুলোর নিবন্ধক, দিল্লি ও হরিয়ানা-র কাছে (ঠিকানা আইএফসিআই টাওয়ার, ৫ম তল, ৬১, নেহরু প্লেস, নিউ দিল্লি - ১১০০১৯) এলএলপি আইন, ২০০৮-এর ১৩ নম্বর ধারার অধীনে আবেদন করার প্রস্তাব করা হয়েছে। ২৩ জুন, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত অংশীদারদের সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী এই সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
প্রস্তাবিত এই পরিবর্তনের ফলে যদি কোনো ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের **২১ দিনের মধ্যে** কোম্পানিগুলোর নিবন্ধকের কাছে তাঁর স্বার্থের প্রকৃতি ও বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে হলফনামা-সহ আপত্তি জমা দিতে বা রেজিস্টার্ড ডাকযোগে পাঠাতে পারেন। একই সাথে, আবেদনকারী কোম্পানির নিচে উল্লিখিত নিবন্ধিত কার্যালয়েও আপত্তির একটি প্রতিলিপি পাঠাতে হবে :
**পি-১৮, নিউ সি.আই.টি. রোড (নতুন নং ৯, লু শান সরণি), চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৭৩**

আবেদনকারীর পক্ষে
সৌরভ ফিসকাল সার্ভিসেস এলএলপি
স্বা/-
(সৌরভ পরসরামকা)
ডেজিগনেটেড পার্টনার
তারিখ : ২০.০৬.২০২৬
স্থান : দিল্লি
ডিপিআইএন : ০০৯৩৫১৯৯



(২০০৯ সালের এলএলপি রুলসের রুল ১৭ অধীন)
কোম্পানি রেজিস্ট্রার
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক সমীপে

২০০৮ সালের লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ আইন, ২০০৮ সালের লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ আইনের ১৩(৩) ধারা এবং ২০০৯ সালের এলএলপি রুলসের রুল ১৭ অধীন সম্পর্কিত
এবং
আকৃতি ডিলকম এলএলপি (LLPIN- ACU-7542) রেজিস্টার্ড অফিস পি-১৮, নিউ সি.আই.টি. রোড (নতুন নং ৯, লু শান সরণি), চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০৭৩ সম্পর্কিত

**সাধারণ বিজ্ঞপ্তি**

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, মেসার্স আকৃতি ডিলকম এলএলপি-এর নিবন্ধিত কার্যালয় "কলকাতা রাজ্য" থেকে "জাতীয় রাজধানি দিল্লি"-তে স্থানান্তরের লক্ষ্যে এলএলপি চুক্তি সংশোধনের অনুমোদন চেয়ে কোম্পানিগুলোর নিবন্ধক, দিল্লি ও হরিয়ানা-র কাছে (ঠিকানা আইএফসিআই টাওয়ার, ৫ম তল, ৬১, নেহরু প্লেস, নিউ দিল্লি - ১১০০১৯) এলএলপি আইন, ২০০৮-এর ১৩ নম্বর ধারার অধীনে আবেদন করার প্রস্তাব করা হয়েছে। ২৩ জুন, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত অংশীদারদের সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী এই সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
প্রস্তাবিত এই পরিবর্তনের ফলে যদি কোনো ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের **২১ দিনের মধ্যে** কোম্পানিগুলোর নিবন্ধকের কাছে তাঁর স্বার্থের প্রকৃতি ও বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে হলফনামা-সহ আপত্তি জমা দিতে বা রেজিস্টার্ড ডাকযোগে পাঠাতে পারেন। একই সাথে, আবেদনকারী কোম্পানির নিচে উল্লিখিত নিবন্ধিত কার্যালয়েও আপত্তির একটি প্রতিলিপি পাঠাতে হবে :
**পি-১৮, নিউ সি.আই.টি. রোড (নতুন নং ৯, লু শান সরণি), চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৭৩**

আবেদনকারীর পক্ষে
আকৃতি ডিলকম এলএলপি
স্বা/-
(সৌরভ পরসরামকা)
ডেজিগনেটেড পার্টনার
তারিখ : ২০.০৬.২০২৬
স্থান : দিল্লি
ডিপিআইএন : ০০৯৩৫১৯৯


# সাইকেল চালিয়ে 'জনতার দরবারে' উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়

## দিলেন আশ্বাস, জোগালেন ভরসা

মৃণালজিৎ গোস্বামী



**সিউড়ি:** সাইকেল চালিয়ে সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ শুনতে জনতার দরবারে এলেন সিউড়ির বিধায়ক তথা রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। রথের দিনে সিউড়ি শহর বিজেপি কার্যালয়ে বসে শুনলেন মানুষের অভাব, অভিযোগ। এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে কাউকে দিলেন আশ্বাস, কাউকে দিলেন ভরসা। জনতার দরবার চলাকালীন সাংবাদিকদের সঙ্গে এক প্রস্থ কথাও বললেন। ফের বললেন সিউড়িকে জেলার ভরকেন্দ্র বানাবেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়নে রাজ্যের পাশাপাশি জেলার প্রতি তাঁর যে দায়বদ্ধতা তা তিনি স্পষ্ট জানিয়ে বলেন। সাধারণ মানুষের সমস্যা সমাধানে সপ্তাহে তিনি দুদিন সমস্যার কথা শুনবেন এবং সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করবেন বলেও আশ্বাস দেন। মন্ত্রী বলেন, 'আমরা মানুষের অভাব অভিযোগ শুনছি, লিপিবদ্ধ করছি। মানুষের প্রত্যাশা আছে কিন্তু সব প্রত্যাশা শীঘ্রই পূরণ করা সম্ভব হবে না কিন্তু মন্ত্রী হিসেবে যা করার আমি অবশ্যই চেষ্টা করে যাব।' মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় অভিযোগ করে বলেন, 'পূর্বতন সরকার সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ শুনতো না কিন্তু সনাতনী এই সরকার মানুষের অভাব অভিযোগ শুনছেন লিপিবদ্ধ করছেন সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করছে।' জনসংযোগ বাড়াতে আগেই নিজের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর দিয়েছিলেন উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী। সাধারণ মানুষ নাম্বার পেয়ে অভাব অভিযোগের পাশাপাশি ব্যক্তিগত কথা ব্যক্তিগত সমস্যা তুলে ধরছেন এবং এত পরিমান 'মেসেজ' আশাতে কার্যত সময় দিতে পারছেন না স্বয়ং মন্ত্রী। তাও তিনি বলেছেন সব সমস্যার সমাধান সঙ্গে সঙ্গে করা সম্ভব না হলেও আশু প্রয়োজনের ভিত্তিতে সেই অভাব অভিযোগ ক্ষতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সাংবাদিকদের শিল্প নিয়ে রাজ্যের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'রাজ্যে শিল্প পরিকাঠামো পুরো ভেঙে পড়েছে পূর্বতন সরকারের অদূরদৃষ্টিতার জন্য। বাম আমলে ইউনিয়নের দাপাদাপি এবং তৃণমূলের আমলে সিন্ডিকেট রাজ পশ্চিমবঙ্গের শিল্পকে নষ্ট করে দিয়েছে । আগামী দিনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর তত্ত্বাবধানে রাজ্যে শিল্পের জোয়ার আসতে চলেছে।' জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় আরও বলেন, 'সরকার হিসেবে তাঁদের দায়িত্ব রাজ্যে শিল্প ফিরিয়ে আনা। শিল্প কারখানার ইউনিটের বাইরে দায়িত্ব সরকারের আর ভেতরের দায়িত্ব শিল্পপতির বা উদ্যোগী শিল্প সংস্থার। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা,আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে সিন্ডিকেট রাজ বন্ধ করে শিল্পের পরিবেশ রাজ্যে তৈরি করা হয়েছে। বিভিন্ন শিল্প সংস্থা আবার এই রাজ্যে শিল্প করতে আগ্রহ দেখিয়েছেন। আগামী ছয় মাসের মধ্যে ৫০ থেকে ৬০ হাজার কোটি টাকা শিল্পে নতুন করে বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে।' রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে শিক্ষা দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব বিনোদ কুমার কন্ট্রোলার অফ অডিটর জেনারেল (সিএজি)কে চিঠি দিয়ে রাজ্যের ৩৩ টি বিশ্ববিদ্যালয় সহ প্রায় ৫০০ কলেজ সি এ জি অডিটএর তত্ত্বাবধানে আনার নির্দেশ দিয়েছেন বলে সাংবাদিকদের জানান উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রী বলেন, 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি কলেজ, বি এড, পিটিটিআই পলিটেকনিক, ল প্রভৃতি বেসরকারি কলেজগুলি কিভাবে এনওসি পূর্বতন রাজ্য সরকারের কাছ থেকে পেয়েছিল। আদৌ সেখানে পড়াশোনা ঠিকঠাক ও নিয়মিত হচ্ছে কিনা তা সব খতিয়ে দেখা হবে। পূর্বতন সরকারের আমলে কোনরকম পরিকাঠামো ছাড়াই মুড়ি মুড়কির মত বিএড কলেজ, ফার্মাসি কলেজ, ল কলেজ তৈরি হয়েছিল, এই সরকার তা বরদাস্ত করবে না।' উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধীনে রয়েছে সিউড়ির বি আই টি কলেজ, পশ্চিমবঙ্গের প্রথম দিকে তৈরি হওয়া বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। সেই কলেজে এখন অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে তাই মন্ত্রীর আশ্বাস এই কলেজ বাঁচাতে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত বড় কোন বেসরকারি সংস্থাকে বি আই টি র সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। কোন শিক্ষা মাফিয়া এই কলেজ চালাবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী।

# চিকিৎসায় গাফিলতি, শিশুর মৃত্যুতে বিক্ষোভ

**নিজস্ব প্রীতিবেদন, ক্ষীরপাই:** পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ক্ষীরপাই গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে। অভিযোগ, চিকিৎসকদের অবহেলার জেরেই মৃত্যু হয়েছে মাত্র দেড় বছরের এক শিশুকন্যার।মৃত শিশুটির নাম সঞ্চিতা সিং (বয়স দেড় বছর)। সে ঘাটাল থানার চন্দননগর এলাকার বাসিন্দা অমিত সিং ও সম্পা সিং-এর কন্যা।পরিবারের দাবি, অসুস্থ অবস্থায় শিশুটিকে ক্ষীরপাই গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকলেও বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও কর্তব্যরত চিকিৎসকরা যথাসময়ে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেননি। তাঁদের অভিযোগ, চিকিৎসায় গাফিলতির কারণেই মৃত্যু হয়েছে শিশুটির।এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দারা। হাসপাতাল চত্বরে শুরু হয় বিক্ষোভ। ঘটনার পর হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।ঘটনাস্থলে পৌঁছায় চন্দ্রকোণা থানার ক্ষীরপাই পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ।


**SOMA TEXTILES & INDUSTRIES LIMITED**
**CIN: L51909WB1940PLC010070**
**Regd. Office:** 2, Red Cross Place, Kolkata - 700 001;
**Phone No.:** 033-22487406/07
**Email:** investors@somatextiles.com,**Website:** www.somatextiles.com

**SPECIAL WINDOW FOR TRANSFER AND DEMATERIALISATION OF PHYSICAL SECURITIES**

Pursuant to SEBI Circular No. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/1/3750/2026dated January 30, 2026, titled "Ease of Doing Investment - Special Window for Transfer and Dematerialisation of Physical Securities", the shareholders of the Company holding shares in physical form are hereby informed that SEBI has opened a Special Window for a period of one year, commencing from February 05, 2026 to February 04, 2027, to facilitate the transfer and dematerialisation ("Demat") of physical securities that were sold or purchased prior to April 01, 2019. This Special Window is also available for transfer request(s) that were earlier rejected, returned, or remained unattended due to deficiencies in documentation, procedural requirements, or any other reason.

Eligible shareholders may submit the requisite documents along with the original share certificate(s) to the Company's Registrar and Share Transfer Agent/ Company, as applicable, for processing their requests in accordance with the aforesaid SEBI Circular. Shareholders are advised to refer to the said Circular, available on the Company's website at http://www.somatextiles.com/wp-content/uploads/2026/05/Special-Window-for-Transfer-and-Dematerialisation-of-Physical-Securities-1.pdf, before submitting their application.

By order of the Board
For **Soma Textiles & Industries Limited**
Sd/- **(Reena Prasad)**
Company Secretary
M. No.: A 53284
Place: Kolkata
Date : 16th July, 2026



**পায়ন্ত ট্রেডস প্রাইভেট লিমিটেড**
**CIN : U51909WB1995PTC067126**
৯২ বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, ৩য় তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০০১২

**সাধারণ বিজ্ঞপ্তি**

এই বিজ্ঞপ্তিটি একটি নিবন্ধিত এনবিএফসি; পায়ন্ত ট্রেডস প্রাইভেট লিমিটেড ("কোম্পানি");কর্তৃক জারি করা হচ্ছে। এটি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ২৮ নভেম্বর ২০২৫ তারিখের নির্দেশিকা (নন-ব্যাঙ্কিং ফাইন্যান্সিয়াল কোম্পানি - রেজিস্ট্রেশন, ছাড় এবং স্কেল-ভিত্তিক নিয়ন্ত্রণের কাঠামো), নির্দেশিকা (নন-ব্যাঙ্কিং ফাইন্যান্সিয়াল কোম্পানি - গভর্ন্যান্স) এবং এর অধীনে প্রণীত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক প্রবিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকাশ করা হয়েছে। কোম্পানিটি তার পরিচালনা পর্ষদে শ্রীমতী সুমাথি সুরেশ (ডিন : ০৮৬৩৮৪৬৬) এবং শ্রীমতী শান্তি ধর্মলিঙ্গম (ডিন : ০৮৬৩৮৪৬৫)-কে পরিচালক হিসেবে নিয়োগের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তনের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার পূর্বানুমোদন লাভ করেছে (আরবিআই-এর ২৯ জুন ২০২৬ তারিখের পত্র অনুযায়ী)। এছাড়া, 'মাস্টার ডিরেকশন - নন-ব্যাঙ্কিং ফাইন্যান্সিয়াল কোম্পানি - স্কেল-ভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ / হাউজিং ফাইন্যান্স কোম্পানি' (১৯ অক্টোবর ২০২৩ / ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখের নির্দেশিকা, যা সময়ে সময়ে সংশোধিত)-এর ৪২/৪৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোম্পানির শেয়ারহোল্ডিং/নিয়ন্ত্রণ ১০০ শতাংশ অধিগ্রহণের প্রস্তাবের জন্যও আরবিআই-এর পূর্বানুমোদন পাওয়া গেছে (১৯ মার্চ ২০২৬ তারিখের পত্র অনুযায়ী)।
প্রেক্ষাপট কোম্পানির বর্তমান পরিচালক শ্রী সুজয় কুমার মন্ডল (ডিন : ০০৫৫৩১৯৯) এবং শ্রী রাম চন্দ্র চৌধুরী (ডিন : ০১২৫০৮৭১) পদত্যাগ করবেন এবং শ্রীমতী সুমাথি সুরেশ (ডিন : ০৮৬৩৮৪৬৬) ও শ্রীমতী শান্তি ধর্মলিঙ্গম (ডিন : ০৮৬৩৮৪৬৫)-কে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হবে। উপরন্তু, বর্তমান শেয়ারহোল্ডারদের হাতে থাকা ১০০ শতাংশ শেয়ার নতুন ব্যবস্থাপনা/শেয়ারহোল্ডারদের; যথা সুমাথি সুরেশ, শান্তি ধর্মলিঙ্গম, ধর্মলিঙ্গম এবং সুরেশ; দ্বারা অধিগ্রহণ করা হবে।
আরবিআই-এর অনুমোদন কোম্পানিটি রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার (কলকাতা স্থিত রেগুলেশন বিভাগ) কাছ থেকে ব্যবস্থাপনা পরিবর্তনের জন্য পূর্বানুমোদন লাভ করেছে। এই পরিবর্তনের আওতায় শ্রীমতি সুমাথি সুরেশ (ডিন : ০৮৬৩৮৪৬৬) এবং শ্রীমতি শান্তি ধর্মলিঙ্গম (ডিন : ০৮৬৩৮৪৬৫)-কে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদে ১ জুন, ২০৩১ পর্যন্ত পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হবে (আরবিআই-এর ২৯ জুন, ২০২৬ তারিখের পত্র অনুযায়ী)। এছাড়া, সুমাথি সুরেশ, শান্তি ধর্মলিঙ্গম, ধর্মালিঙ্গম এবং সুরেশ কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ বা ১০০ শতাংশ আদায়দত্ত শেয়ার মূলধন অধিগ্রহণের জন্যও আরবিআই অনুমোদন দিয়েছে (১৯ মার্চ, ২০২৬ তারিখের পত্র অনুযায়ী)। সংবাদপত্রে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিন অতিক্রান্তে উল্লিখিত ব্যবস্থাপনা পরিবর্তন কার্যকর হবে।
প্রস্তাবিত অধিগ্রহণকারী/নতুন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক সময়ে সময়ে জারি করা সমস্ত নিয়ম, প্রবিধান এবং নির্দেশাবলী মেনে চলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত এই প্রস্তাবিত পরিবর্তনের বিষয়ে কোনো ব্যক্তির কোনো আপত্তি বা স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন থাকলে, তারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ লিখিতভাবে তাদের বক্তব্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় জানাতে পারেন :

**দি ডিরেক্টর**
**পায়ন্ত ট্রেডস প্রাইভেট লিমিটেড**
৯২ বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, ৩য় তল,
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০০১২
ইমেল : msujoy41@gmail.com

তারিখ : ১৭.০৭.২০২৭
স্থান : কলকাতা
স্বা/-
**পায়ন্ত ট্রেডস প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে**
রাম চন্দ্র চৌধুরী
ডিরেক্টর (ডিন :০১২৫০৮৭১)

স্বা/-
**পায়ন্ত ট্রেডস প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে**
শ্রী সুজয় কুমার মণ্ডল
ডিরেক্টর (ডিন : ০০৫৫৩১৯৯)


# প্রায় আড়াইশো বছরের ঐতিহ্য মেনেই হয় রথযাত্রা



**নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান:** প্রায় আড়াইশো বছর ধরে হয়ে আসছে রথযাত্রা। এই রথযাত্রায় ঐতিহ্য, আচার ও ভক্তির অনন্য মেলবন্ধন লক্ষ্য করা যায়। প্রতি বছরের মত এবছরও পূর্ব বর্ধমানের কালনায় অনুষ্ঠিত হয় রথ যাত্রা। জানা গিয়েছে,এই রথ যাত্রা প্রায় আড়াইশো বছরেরও বেশি প্রাচীন। এই রথযাত্রার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল। এখানে জগন্নাথ, বলরাম বা সুভদ্রা নন, বর্ধমান রাজপরিবারের আরাধ্য দেবতা লালজি মহারাজ-ই রথে আরোহণ করেন। প্রাচীন রীতি মেনে প্রথমে মন্দির থেকে সুসজ্জিত পালকিতে করে লালজি মহারাজকে আনা হয় রথের কাছে। এরপর বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ, শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনির মধ্য দিয়ে দেবতার রথারোহণ সম্পন্ন হয়। শতাব্দী প্রাচীন এই প্রথা আজও একই মর্যাদায় পালন করা হয়। কালনার বিখ্যাত টেরাকোটার মন্দিরের সামনে অবস্থিত কারুকার্যখচিত নাটমণ্ডপ ও সুসজ্জিত রথকে ঘিরে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ভিড় জমান হাজার হাজার ভক্ত ও দর্শনার্থী। শহরের বিভিন্ন প্রাচীন রথকে কেন্দ্র করে এখানে বসে মেলা। ধর্মীয় আবহের পাশাপাশি মেলাকে ঘিরে উৎসবের আমেজে মেতে ওঠেন সর্বস্তরের মানুষ। এই রথের মেলাকে ঘিরে লোকমুখে প্রচলিত রয়েছে একটি প্রবাদ, 'দেখবি যদি রথ, ধর কালনার পথ।' একসময় রথের দিন কালনা ও আশপাশের এলাকায় এই আহ্বানই শোনা যেত। সেই ঐতিহ্য আজও অটুট রয়েছে। কালনা শহর রথ উৎসব কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এ বছরের রথোৎসবকে আরও জাঁকজমকপূর্ণ করে তুলতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে ৫ লক্ষ টাকার অনুদান প্রদান করা হয়েছে। সেই সহযোগিতায় এবারের আয়োজন আরও বর্ণাঢ্য রূপ পেয়েছে। রথযাত্রা উপলক্ষে দিনভর চলে নানা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন কালনার মহকুমা শাসক অহিংসা জৈন, কালনার বিধায়ক সিদ্ধার্থ মজুমদার-সহ প্রশাসনের আধিকারিক, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও বিপুল সংখ্যক ভক্ত-দর্শনার্থী। ঐতিহ্যের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখে প্রতি বছরের মতো এবারও কালনার রথযাত্রা হয়ে ওঠে ভক্তি, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের এক অনন্য মিলনমেলা। মেলায় আসা ভক্তরা জানিয়েছেন, অনেকেই ছোট থেকে এই মেলায় আসেন। এই মেলায় আলাদা একটা আনন্দ পাওয়া যায়। শুধু আশেপাশের এলাকা নয় বহু দূর দূরান্ত থেকেও বহু মানুষ আসেন এই মেলায়। এই মেলায় আগেও যেমন মানুষ হত এখনো তেমন ভক্তের সমাগম হয়।


**সংশোধনী**
**বালি এক্সপোর্টস লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)**
**CIN : U51909WB1996PLC079772**
**ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ তারিখ ৩০.০৬.২০২৬ এর সংশোধনী**

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ যা বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড (ইংরেজি) এবং একদিন (বাংলা) ৩০.০৬.২০২৬ সংস্করণে প্রকাশিত **বালি এক্সপোর্ট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)** এর সম্পদ বিক্রি সম্পর্কিত ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে এর ধারাবাহিকতা হিসেবে সংশোধনী ইস্যুকৃত।
সম্ভাব্য ব্যাপক সংখ্যক ডাকদাতাদের অংশ গ্রহণের জন্য এবং অতিরিক্ত সময় উপযুক্ততার প্রক্রিয়া সম্পাদন, নথি যাচাই এবং সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের জন্য, নিম্নোক্ত মতে সূচি সংশোধন করা হয়েছে :

| বিবরণ | পূর্বের সূচি | সংশোধিক সূচি |
|---|---|---|
| উপযুক্ততার নথি দাখিল এবং ধারা ২৯এ নথি দাখিলের শেষ তারিখ | ১৪.০৭.২০২৬ (মঙ্গলবার) সন্ধে ৫ টার মধ্যে | ২৯.০৭.২০২৬ (বুধবার) বেলা ২ টার মধ্যে |
| সম্পত্তি পর্যবেক্ষণ (কেবল উপযুক্ত ডাকদাতাগণ) | ১৮.০৭.২০২৬ থেকে ২৭.০৭.২০২৬ (আগাম নিবন্ধন সাপেক্ষে) | ১৮.০৭.২০২৬ থেকে ২৯.০৭.২০২৬ (আগাম নিবন্ধন সাপেক্ষে) |

সম্ভাব্য ডাকদাতাগণকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে উক্ত সংশোধিত সূচি মতে কার্য করতে।
**এতদ্বারা স্পষ্টীকরণ করা হচ্ছে যে ই-নিলামের তারিখ এবং সময়, ৩১ জুলাই ২০২৬ তারিখ বেলা ১১ টা থেকে বেলা ১ টা পর্যন্ত, সংরক্ষিত মূল্য, বায়না জমা দাখিল (ইএমডি), ডাক বর্ধিতকরণ এবং সকল অন্যান্য বাণিজ্যিক নিয়ম এবং শর্তাদি -ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ তারিখ ৩০.০৬.২০২৬ অনুযায়ী অপরিবর্তিত থাকছে এবং সংশ্লিষ্ট একই সঙ্গে পড়তে হবে।**
**সংশ্লিষ্ট সংশোধনী ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ তারিখ ৩০.০৬.২০২৬ এর অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং একই সঙ্গে পড়তে হবে।**
সংশ্লিষ্ট সংশোধনী কেবল সময়সীমা বর্ধিতকরণের জন্যই ইস্যু করা হয়েছে। উল্লিখিত সংশোধনী নির্দিষ্টভাবে সংরক্ষণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যান্য সকল বিষয়, নিয়ম এবং শর্তাদি যা ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ৩০.০৬.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী অপরিবর্তিত থাকছে, বৈধ এবং সকল সম্ভাব্য ডাকদাতার জন্য বাধ্যতামূলক।
লিকুইডেটর প্রয়োজন বিবেচনায় পরবর্তী সংশোধনী, স্পষ্টীকরণ বা পরিবর্তন ইস্যু করার অধিকার রাখেন, ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে, প্রযোজ্য রেগুলেশনস এবং নির্দেশাবলি, যদি কিছু থাকে, মহামান্য প্রয়োগ কর্তৃপক্ষের তরফে।

স্বা/-
নীরজ কুমার সুরেকা, লিকুইডেটর
বালি এক্সপোর্টস লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং : IBBI/IPA-001/IP-P-01539/2019-2020/12517
সেন্ট্রাল প্লাজা, ৭মতল, রুম নং ৭এইচ, ৪১, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১২
ইমেল : cirp.bally@gmail.com/ মোবাইল : +৯১ ৯৮৩১১১৪৫৪০
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৭.০৭.২০২৬



**ফর্ম জি**
**ওমনিবে প্রাইভেট লিমিটেড-এর জন্য আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান**
**কলকাতা এবং মুম্বইয়ে অনলাইন গেম শিল্প পরিচালনকারী**
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

| ক্রম | সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত | |
|---|---|---|
| ১. | প্যান এবং সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম | **ওমনিবে প্রাইভেট লিমিটেড** PAN NO : AADCO6729N CIN : U74999WB2022FTC250839 |
| ২. | রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা | ৪০১, ৫ম তল, প্রেমিসেস নং ২, ব্যারেটো লেন, এসপ্লানেড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭০০০৬৯ |
| ৩. | ওয়েবসাইটের ইউআরএল | প্রযোজ্য নয় |
| ৪. | যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত তার বিস্তারিত | সংশ্লিষ্ট স্থায়ী সম্পদ পাওয়া যায়নি |
| ৫. | প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা | প্রযোজ্য নয় |
| ৬. | বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য | ২০২৪ সাল থেকে কর্পোরেট ডেটর কার্যক্ষেত্রে নিযুক্ত নয় |
| ৭. | কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা | নেই |
| ৮. | বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউল সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী ইউআরএল প্রাপ্ত : | **ইমেল মারফত অনুরোধ পাঠাতে হবে :** **cirp.omnibay@gmail.com** |
| ৯. | প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) অধীনে ইউআরএল প্রাপ্ত | ইমেল মারফত অনুরোধ পাঠাতে হবে : **cirp.omnibay@gmail.com** |
| ১০. | আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ | ০১.০৮.২০২৬ |
| ১১. | সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ | ১১.০৮.২০২৬ |
| ১২. | সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ | ১৬.০৮.২০২৬ |
| ১৩. | সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ | ২৬.০৮.২০২৬ |
| ১৪. | মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ | ৩১.০৮.২০২৬ |
| ১৫. | রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ | ৩০.০৯.২০২৬ |
| ১৬. | আগ্রহ প্রকাশক আবেদন দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি | **cirp.omnibay@gmail.com** |
| ১৭. | কর্পোরেট ডেটরের এমএসএমই হিসেবে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের বিস্তারিত | জানা নেই |

প্রস্তাব পেশাদারের স্বাক্ষর
প্রস্তাব পেশাদারের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার : IBBI/IPA-001/IP-P-02498/2021-2022/13872
প্রস্তাব পেশাদারের নথিভুক্ত ঠিকানা :
পোদ্দার কোর্ট, ১৮, রবীন্দ্র সরণি, রুম নং ৫১৭, গেট নং ২, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা - ৭০০০০১
আইপি রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-001/IP-P-02498/2021-2022/13872
এএফএ নং : AA1/13872/02/311226/108604
এএফএ রেজিস্ট্রেশন বৈধ : ৩১.১২.২০২৬ পর্যন্ত
ওমনিবে প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে
তারিখ : ১৭.০৭.২০২৬
স্থান : কলকাতা



**সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড**
CIN : L45209WB1924PLC004969
রেজি অফিস : 'সিমপ্লেক্স হাউস', ২৭, শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন : ০৩৩ ২৩০১ -১৬০০, ফ্যাক্স : +৯১ ৩৩ ২২৮৩ ৫৯৬৪
ই-মেল : secretarial.legal@simplexinfra.com ওয়েবসাইট : www.simplexinfra.com
**নোটিশ**

**ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড(আইইপিএফ) কর্তৃপক্ষের নিকট কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ স্থানান্তর**

কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণকে অবগত করা হচ্ছে যে, ৩১ মার্চ ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বর্ষের অদাবিকৃত ডিভিডেন্ড এবং কোম্পানির প্রতিটি ২ টাকার ইক্যুইটি শেয়ার, যার ডিভিডেন্ড প্রাপক বিগত একদিক্রমে ৩১ মার্চ ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত অর্থিক বর্ষ থেকে অদাবিকৃত রয়েছে সেগুলি ০৫.১১.২০২৬ তারিখের পর ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১২৪ সংস্থান এবং তৎসহ পঠিত ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ) কর্তৃপক্ষ (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) রুলস ২০১৬ (আইইপিএফ রুলস) সংশোধিত মতে একদিক্রমে সাত বছরের মেয়াদে অপ্রদেয় বা দাবিহীন ডিভিডেন্ড আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের নিকট স্থানান্তর করা আবশ্যক। সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারগণের তাদের ফোরিও নং বা ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি নং কোম্পানির কর্পোরেট ওয়েবসাইট **www.simplexinfra.com** তে উপলব্ধ, 'ইনভেস্টর সেকশনের অধীনে। কোম্পানির নিকট নথিবদ্ধ ঠিকানায় সংশ্লিষ্ট সদস্যগণকে ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পত্র পাঠানো হয়েছে।
উক্ত সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দাবি দাখিল করতে পারেন **সেক্রেটারিয়েল ডিপার্টমেন্ট, সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড, ২৭, শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭ ঠিকানায় ২৫ অক্টোবর ২০২৬** তারিখের মধ্যে। কোনও কারণে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেক্রেটারিয়েল ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক বৈধ দাবি গৃহীত না হলে কোম্পানি আইনের সংশ্লিষ্ট সংস্থান অধীনে ডিভিডেন্ড এবং শেয়ারসমূহ আইইপিএফ এর নিকট স্থানান্তর করবে।
আরও অবগত করা হচ্ছে যে, শেয়ারহোল্ডারগণ পরবর্তীতে আইইপিএফ এর নিকট স্থানান্তরিত শেয়ার, এবং ডিভিডেন্ড আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের নিকট দাবি করতে পারেন নির্ধারিত প্রক্রিয়া অধীনে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের উপলব্ধ রুলস অধীনে।
সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শেয়ারহোল্ডারগণের কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে আবশ্যক মতে , শ্রী স্বামী নাথ ঠাকুর, সিনিয়র ম্যানেজার, সেক্রেটারিয়েল ডিপার্টমেন্ট, ই-মেল **swami.thakur@simplexinfra.com, secretarial.legal@ simplexinfra.com** পাঠিয়ে বা কল করতে পারেন ০৩৩-২৩০১১২১৫ নম্বরে।

**সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেডের পক্ষে**
স্বা/-
বি এল বাজোরিয়া
সিনি. ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং
বি এল বাজোরিয়া
কেম্পানি সেক্রেটারি
**স্থান : কলকাতা**
**তারিখ : ১৬ জুলাই ২০২৬**



২০১৬ ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে বিক্রয় নোটিশ
প্রেডিকেট কনসালট্যান্টস প্রাইভেট লিমিটেড (লিকুইডেশন)
CIN : U93000WB2014PTC202244
রেজিস্টার্ড অফিস : ১২এ নেতাজি সুভাষ রোড ম্যাজেনাইন ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
(মাননীয় এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক নির্দেশিত ২৬ জুন ২০২৩ তারিখের আদেশ অনুসারে লিকুইডেশন প্রক্রিয়াধীন একটি কোম্পানি)

প্রেডিকেট কনসালট্যান্টস প্রাইভেট লিমিটেড (**"পিসিপিএল " বা " কর্পোরেট ডেটর"**) সম্প্রতি দেউলিয়া প্রক্রিয়াধীন ২০১৬ সালের ("আইবিসি") ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড সংস্থান অধীনে এবং মহামান্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ, এর তারিখ ২৬ জুন ২০২৩ এর নির্দেশ অধীনে এবং শ্রী রীতেশ আগরওয়াল লিকুইডেটর হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন।
এতদ্বারা বিক্রয় নোটিশ জারি করা হয়েছে আইবিসি এবং বিধিনিয়ম অধীনে স্টেকহোল্ডারস কনসালটেশন কমিটির সঙ্গে পরামর্শক্রমে যা ২০১৬ সালের আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৩১এ অধীনে গঠিত, আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান ("ইওআই') করা হচ্ছে, ডাক আবেদন ফর্ম এবং পরিশিষ্ট সহ সম্পর্কিত নথি সহ সম্ভাব্য ডাকদাতাদের অংশগ্রহণের আগ্রহ ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় নিম্নোক্ত কর্পোরেট ডেটরের খণ্ড ভিত্তিক বিক্রয় **"যেখানে যেমন আছে', "যেখানে যা আছে", " যে অবস্থায় আছে", এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত ভিত্তিতে" https://baanknet.com/** ই-নিলাম তথ্যাদি নথিতে উপলব্ধ মতে উল্লিখিত নিয়ম এবং শর্তাদি অধীনে। ই-নিলাম ব্যাঙ্কনেট নিলাম প্ল্যাটফর্ম মাধ্যমে নিম্নোক্ত মতে সম্পাদিত হবে :

**ই-নিলাম দ্বারা কর্পোরেট ডেটরের সম্পদ বিক্রি,**
**তারিখ ১ আগস্ট ২০২৬ বেলা ১২ টা থেকে সন্ধে ৫ টা আইএসটি পর্যন্ত**
**ক) খণ্ড ভিত্তিতে (ব্লক -১) সিডি এর বিক্রয়**

| বিবরণ | সংরক্ষিত মূল্য(টা.) | ইএমডি পরিমাণ (টা.) | ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য (টা.) |
|---|---|---|---|
| ব্লক-১ ইক্যুইটি শেয়ার-এক্সিম সিকিউরিটিজ অ্যান্ড ক্রেডিটস প্রাইভেট লিমিটেড - অধিকৃত শেয়ার সংখ্যা- ১,৬০,০০০, বুক মূল্য ১০ টাকা | ৩,৯৮,৭৫,৪০০ টাকা | ৫ শতাংশ সংরক্ষিত মূল্যের | ১০ লাখ টাকা |

**খ) খণ্ড ভিত্তিতে (ব্লক -২) সিডি এর বিক্রয়**

| বিবরণ | সংরক্ষিত মূল্য(টা.) | ইএমডি পরিমাণ (টা.) | ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য (টা.) |
|---|---|---|---|
| ব্লক -২ হক ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড এর আবশ্যিক পরিবর্তনীয় প্রেফারেন্স শেয়ার - অধিকৃত ইউনিট সংখ্যা- ১,৫০,০০০ , বুক মূল্য ১৫,০০,০০,০০০ টাকা। | ৬৪,৩৫,৯০০ | সংরক্ষিত মূল্যের ৫ শতাংশ | ৫ লাখ টাকা |

সংশ্লিষ্ট **https://baanknet.com/:** তে সংযুক্ত সম্পদের ব্লক এর ই-নিলাম এর সম্পর্কিত বকেয়া তারিখ

| ঘটনার ধরন | সময়সীমা |
|---|---|
| সম্পর্কিত প্রাক-ডাক উপযুক্ততার নথি এবং আইবিসি এর ধারা ২৯এ অধীন ঘোষণা, আবেদন সহ আগ্রহ প্রকাশক(ইওআই) দাখিল : | ২৪.০৭.২০২৬ |
| সম্ভাব্য ডাকদাতা(গণের) নিলাম অধীন সম্পদের অবধারণ এবং সাইট পর্যবেক্ষণ : | ২৫.০৭.২০২৬ |
| বায়না জমা (ইএমডি) দাখিল | ২৭.০৭.২০২৬ |
| ই-নিলামের তারিখ এবং সময় | ০১.০৮.২০২৬ |

স্বা/-
রীতেশ আগরওয়াল
লিকুইডেটর - প্রেডিকেট কনসালট্যান্টস প্রাইভেট লিমিটেড
আইপি রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-001/IP-P-02296/2021-2022/13557
AFA নং AA1/13557/02/300625/107040 বৈধ-৩০-০৬-২০২৬ পর্যন্ত
রেজি. ঠিকানা কাঁকারিয়া এস্টেটস, ৮ম তল, ৬, লিটল রাসেল স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১
রেজি. ইমেল ritesagarwal@gmail.com
বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ইমেল : predicateliquidation@gmail.com
তারিখ : ১৭ জুলাই ২০২৬
স্থান : কলকাতা

# বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এটিএস ও ইডির যৌথ তল্লাশি অভিযান

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত:** রাজ্যে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তল্লাশি জারি। বৃহস্পতিবার রথযাত্রার পুণ্য দিনেও উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট ও বারাসাত, এই দুই মহকুমার ৪টি জায়গায় সকাল থেকে চললো ইডি তল্লাশি। সেই সঙ্গে হাসনাবাদের একটি মাদ্রাসায় অ্যান্টি-টেররিজম স্কোয়াড বা এটিএস তল্লাশি চালালো। হাড়োয়া থানা এলাকায় মোট তিনটি জায়গা ও দেগঙ্গা থানার একটি জায়গায় ইডি এদিন অভিযান চালায়। হাড়োয়ার কালিকাপুর-এর দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, একটি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান এবং দেগঙ্গার পশুতিপোল এলাকার একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ মোট চারটি জায়গায় একযোগে একটি অভিযান চালায় ইডি। পাশাপাশি হাড়োয়া মল্লিকপুর গার্লস শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা এদের আরও একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান [illegible]নেও অভিযান চালানো হতে পারে বলেই সূত্র মারফত জানা গেছে। বেআইনি আর্থিক লেনদেনে, বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সাহায্য এই সবের তদন্তে জন্য একযোগে চার জায়গায় ইডির তল্লাশি করে। ইডির এই বেসরকারি হাসপাতাল, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং মাদ্রাসায় তল্লাশি চালানোকে কেন্দ্রকরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই বেসরকারি হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং মাদ্রাসার ট্রাস্টের কর্ণধার আব্দুস সামাদ। এর আগে উত্তরপ্রদেশ থেকে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। অভিযোগ এই ট্রাস্টে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা আসতো। লেনদেন সংক্রান্ত ব্যাপারে ইডি অধিকারিকরা চার জায়গায় ভাগ হয়ে তল্লাশি চালায়। সঙ্গে ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী ও হাড়োয়া থানার পুলিশ। এছাড়াও একই দিনে, বসিরহাটের হাসনাবাদের রামেশ্বরপুরের 'রামেশ্বরপুর দারুল উলুম মাদ্রাসায়'ও অভিযান চালালো অ্যান্টি-টেররিজম স্কোয়াড। এই খারিজি মাদ্রাসায় উত্তরপ্রদেশের অ্যান্টি-টেররিজম স্কোয়াড তথা এটিএস-এর তল্লাশির সময় পুরো এলাকা কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ঘিরে ফেলে তল্লাশি করে। বিভিন্ন ধরনের নথিপত্র খতিয়ে দেখে এটিএস আধিকারিকরা। পাশাপাশি এই মাদ্রাসার সাথে যুক্ত আব্দুল্লাহ গাজীর বাড়িতেও তল্লাশি করে এটিএস আধিকারিকেরা।

# আজ মেজিয়ায় ইস্পাত ও বিদ্যুৎ প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** আজ শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মেজিয়ায় আসছেন। এদিন তিনি শ্যাম স্টিল গ্রুপের একটি ইস্পাত ও বিদ্যুৎ প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আড়াই মাসের মধ্যে শুভেন্দু অধিকারীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ভারতের অন্যতম ইস্পাত উৎপাদনকারী সংস্থা শ্যাম স্টিল গ্রুপ এরাজ্যে আরও লগ্নি করতে চলেছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে শিলান্যাস অনুষ্ঠানে থাকবেন রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়, সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য্য-সহ রাজ্য মন্ত্রীসভার কয়েকজন মন্ত্রীও। শ্যাম স্টিল গ্রুপ ২০১১ সালে মেজিয়া শিল্পাঞ্চলের জেমুয়ায় ইস্পাত কারখানা চালু করেছে। এবার সেখানে কারখানা সম্প্রসারণ করা হবে আরও ৬০০ কোটি টাকা ব্যয়ে। এর জন্য তারা কারখানা সংলগ্ন প্রয়োজনীয় জমি ক্রয় করে ফেলেছেন। শ্যাম স্টিল গ্রুপের এক আধিকারিক জানান, 'বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রী ও শিল্পমন্ত্রী রাজ্যে শিল্পোদ্যোগীদের আহ্বান জানিয়েছেন। তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে তারা এখানে আরও ২টি ফেরো ইউনিট, ৪০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি তাপবিদ্যুৎ ইউনিট নির্মাণ করবেন। এদিন তার ভূমি পুজো হবে এবং কারখানা সম্প্রসারণের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শ্যাম স্টিল এরাজ্যে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে চলেছে। এই বিপুল বিনিয়োগের একটি বড় অংশ খরচ করা হবে মেজিয়ার শ্যাম স্টিলের কারখানার সম্প্রসারণের কাজে। কারখানা সম্প্রসারণের এই শিলান্যাস করতে শুক্রবার বাঁকুড়ার মেজিয়ায় আসছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে থাকবেন রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়, রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য, পূর্ত দপ্তরের মন্ত্রী অজয় কুমার পোদ্দার এবং পরিবহণ ও শ্রম মন্ত্রী অর্জুন সিং-সহ রাজ্য মন্ত্রিসভার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য বলে জানা গেছে। শুক্রবার দুপুর বারোটা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীরা হেলিকপ্টারে করে মেজিয়ায় পৌঁছাবেন। শিল্পের দিক থেকে পিছিয়ে থাকা খরাপ্রবণ কৃষি প্রধান জেলা হিসেবে পরিচিত বাঁকুড়া। মেজিয়ায় এই সম্প্রসারের ফলে জেলার অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটবে বলে মনে করা হচ্ছে। স্থানীয় বিধায়ক চন্দনা বাউরির দাবি, এই কারখানার সম্প্রসারণ সম্পূর্ণ হলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।

# রানিগঞ্জে ১০৩ বছরের পিতলের রথে দড়িতে টান দুই মন্ত্রী ও বিধায়কের



**নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ:** হাজারো ভক্তের 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনিতে মুখরিত হল রানিগঞ্জের সিয়ারশোল রাজবাড়ি। ঐতিহ্যবাহী ১০৩ বছরের প্রাচীন পিতলের রথের দড়িতে এদিন টান দিলেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল ও অজয় পোদ্দার। সঙ্গে ছিলেন দুই বিধায়কও। নতুন রাজবাড়ি থেকে পুরনো রাজবাড়ি পর্যন্ত রথ নিয়ে যাওয়ার সময় ভক্তদের উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো। পুরীর জগন্নাথ দেবের রথযাত্রার সময় থেকেই রানিগঞ্জে শুরু হয় এই ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা। এবছরও রথকে ঘিরে বসেছে ১৫ দিনের মেলা। জানা যায়, ১৯২৫ সালের আগে পর্যন্ত সিয়ারশোল রাজপরিবার পুরীর আদলে কাঠের রথে জগন্নাথ দেবকে টানতেন। সেই রথ আগুনে পুড়ে যাওয়ার পর রাজপরিবারের সদস্য প্রমথনাথ মালিয়া কলকাতার চিৎপুরের শিল্পী প্রসাদ চন্দ্র দাসকে দিয়ে এই পিতলের রথটি তৈরি করান। চারপাশে রামায়ণ-মহাভারতের বিভিন্ন দেব-দেবীর লীলা ও কৃষ্ণ লীলার মূর্তি দিয়ে সাজানো এই রথের চূড়ায় রয়েছেন রাজপরিবারের কুলদেবতা দামোদর চন্দ্র জিউ। জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার পাশাপাশি তিনিই এই রথের মূল আকর্ষণ। আগে রথ যেত পুরনো রাজবাড়ি থেকে নতুন রাজবাড়ি। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে রক্ষণাবেক্ষণ ও মূল্যবান মূর্তি চুরির ভয়ে রথটিকে সারা বছর নতুন রাজবাড়ির সামনে কড়া নজরদারিতে রাখা হয়। তাই এখন উল্টো পথে, নতুন রাজবাড়ি থেকে পুরনো রাজবাড়িতেই রথ আসে। রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে বসা মেলায় ভিড় উপচে পড়ে। একদিকে যেমন চাষের প্রাচীন সামগ্রী, গাছের চারা, আচারের দোকান চোখে পড়ে, তেমনই মহিলাদের প্রসাধনী, সাজের জিনিসের স্টলও রয়েছে। নাগরদোলা ও বিভিন্ন খাবারের দোকান ভোজনরসিকদের টানছে। এদিন মেলায় এসে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল ও অজয় পোদ্দার বলেন, 'রাজ্যে এখন সনাতনী ধর্মের প্রচার বাড়ছে। মানুষ প্রাণ খুলে সব ধর্মকে শ্রদ্ধা জানাতে পারছে। ১০৩ বছরের এই পিতলের রথের ঐতিহ্য দেখে আমরা গর্বিত।' দূর-দূরান্ত থেকে আসা ভক্ত ও পর্যটকদের ভিড়ে জমজমাট রানিগঞ্জের এই রথের মেলা।

# মুহুরি বিক্রম রায়ের বাড়িতে ইডি হানা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা:** বাগদার গাঙ্গুলিয়াতে কোর্টের মুহুরি বিক্রম রায়ের বাড়িতে ইডি হানা। বিক্রমের ঠাকুমা সুলেখা রায় দাবি করেছেন কি কারণে বাড়িতে ইডি এসেছে জানা নেই। কেন্দ্রীয় বাহিনী ও কলকাতা পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে ইডি আসে। তিনি জানিয়েছেন বিক্রম বাড়িতে নেই। ২০২৪ সালে লক্ষ্ণৌ ক্রাইম ব্রাঞ্চ বিক্রমকে গ্রেপ্তার করেছিল। জামিনে মুক্ত রয়েছে সে। এলাকায় বিক্রম বিজেপি কর্মী বলে পরিচিত। বাগদার বিক্রম রায়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল ইডি আধিকারিকরা। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ইডি আধিকারিকরা মুখ খুলতে চাননি। বাগদার গাঙ্গুলিয়া বিক্রম রায়ের বাড়িতে ইডি তল্লাশি প্রসঙ্গে বিক্রম রায়ের মা শিল্পী রায় জানিয়েছেন, আধিকারিকরা বাড়ির দলিল নিয়ে গিয়েছে। বিক্রমকে ইডি অফিসে হাজিরা দিতে বলে গিয়েছেন। ইডি অফিসে হাজিরা না দিলে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে বলেও জানিয়েছেন ইডি আধিকারিকরা।



*তারাপীঠে মা তারা রথে চড়ে করলেন পরিক্রমা।*



*সিউড়ি সারদাপল্লি ও পাইকপাড়া মহিলা পরিচালিত রথ পথপরিক্রমায়।*

# ৩৬১ বছরের প্রাচীন রথ উৎসবে মাতোয়ারা বিষ্ণুপুর



**নিজস্ব প্রতিবেন, বিষ্ণুপুর:** চৈতন্যদেবের শিষ্য শ্রীনিবাস আচার্যর হাত ধরে বৈষ্ণব ধর্ম রাজ ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল মল্লভূমে। এর কিছু বছর পর রাজা বীর মল্ল রানি শিরোমনির ইচ্ছানুসারে মল্ল রাজধানী বিষ্ণুপুরের মাধবগঞ্জে রথের আদলে প্রতিষ্ঠা করেন সুবিশাল রাধা মদন গোপাল জিউর মন্দির। সে সময় থেকেই বিষ্ণুপুরে শুরু হয় রথ উৎসবের। ৩৬১বছর সেই রথ উৎসবকে ঘিরে একই ভাবে আবর্তিত হয় বিষ্ণুপুরের মানুষের আবেগ। আজ সকালে যা আছড়ে পড়ল মন্দির লাগোয়া ময়দানে। রথের রশিতে টান দিতে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি হাত লাগালেন পর্যটকরাও। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর মানেই ইতিহাস। এ শহরের স্থাপত্য থেকে উৎসব সবেতেই রয়েছে ইতিহাসের ছোঁয়া। সেই ইতিহাসেরই এক অনন্য নিদর্শন মাধবগঞ্জের রথ উৎসব। এই রথের আরাধ্য দেবতা জগন্নাথ, বলরাম সুভদ্রা নন, এখানে রথে সওয়ার হন রাধা মদন গোপাল জিউ। রীতি মেনে এদিন সাত সকালে রাধা মফন গোপাল জিউর বিগ্রহ পার্শ্ববর্তী মন্দির থেকে এনে চাপানো হয় সুবিশাল পিতলের রথে। রথে চাপিয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে পুজো অর্চনা ও আরতি। এরপর উপস্থিত মানুষেরা প্রথমে একটি ছোট রথ ও পরে বিশাল পিতলের রথের রশিতে টান দেন। সেই টানে গড়াতে শুরু করে রাধা মদন গোপাল জিউ-এর রথের চাকা। প্রাচীন রীতি মেনে কীর্তন ও বিভিন্ন বাদ্য বাজনায় জমে ওঠে রথ উৎসবের আবহ। বিষ্ণুপুরে রথ উৎসব একদিনের নয়। এখানে সোজা রথ থেকে উলটো রথ পর্যন্ত আট দিন ধরে চলে উৎসব। করোনার আবহে গত দুবছর সেই উৎসবের চেহারা ছিল বেশ ম্লান। তবে এবার করোনার খরা কাটিয়ে নিউ নর্মালে নতুন করে রথ উৎসবে মেতে উঠল মল্লভূমের অগনিত মানুষ। স্থানীয়দের দাবী রথের এই দিনগুলির জন্য সারা বছর থাকে অধীর অপেক্ষা।



*প্রভু জগন্নাথের রথের রশিতে টান মন্ত্রী জগন্নাথের।*


**সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**
**सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया**
**Central Bank of India**

**দখল বিজ্ঞপ্তি**
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[রুল-৮(১) দ্রষ্টব্য]
পরিশিষ্ট- IV

**শুশুনিয়া (হেলনা) শাখা**
জেলা - বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২২১৪৫

নিম্নস্বাক্ষরকারী
**সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, শুশুনিয়া শাখা** -এর অনুমোদিত আধিকারিক রূপে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট ''অ্যাক্ট'', ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৩-এর সাথে পঠিত সেকশন ১৩(২) এবং ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৩.০৫.২০২৬ তারিখে** একটি **ডিমান্ড নোটিশ** জারি করে ঋণগ্রহীতা **শ্রী অজিত মন্ডল, শ্রীমতী মণিমালা মন্ডল (প্রয়াত অজিত মন্ডলের স্ত্রী এবং আইনি উত্তরাধিকারী)**, সাং- রায়বাঁধ, থানা- বানদুবরাজপুর, থানা- সিমলাপাল, জেলা- বাঁকুড়া, পিন-৭২২১৫১, **মাস্টার কৃষ্ণ মন্ডল (প্রয়াত অজিত মন্ডলের পুত্র এবং আইনি উত্তরাধিকারী)**, সাং - রায়বাঁধ, থানা বানদুবরাজপুর, থানা - সিমলাপাল, জেলা - বাঁকুড়া, পিন-৭২২১৫১, **মাস্টার তনুশ্রী মন্ডল (প্রয়াত অজিত মন্ডলের কন্যা এবং আইনি উত্তরাধিকারী)**, সাং- রায়বাঁধ, থানা- বান্দুবরাজপুর, থানা সিমলাপাল, জেলা- বাঁকুড়া, পিন-৭২২১৫১, **শ্রীমতী মণিমালা মন্ডল (গ্যারান্টার) (স্বামী প্রয়াত অজিত মন্ডল)**, সাং- রায়বাঁধ, থানা -বানদুবরাজপুর, থানা সিমলাপাল, জেলা- বাঁকুড়া, পিন-৭২২১৫১ -কে উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত **৩,১৮,০৬৩.০০ টাকা (তিন লক্ষ আঠারো হাজার তেষট্টি টাকা মাত্র)** উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে **৩১.০৩.২০২৬** তারিখ থেকে ভবিষ্যতের সুদ এবং আনুষঙ্গিক চার্জ সহ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতা উক্ত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা, গ্যারান্টার এবং সাধারণ জনগণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সাথে পঠিত আইনের সেকশন ১৩(৪)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২০২৬ সালের জুলাই মাসের ১৩ তারিখে** নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টার এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা যেন এই সম্পত্তির সাথে কোনও লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তির সাথে যে কোনও লেনদেন **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** -এর **৩,১৮,০৬৩.০০ টাকা** (তিন লক্ষ আঠারো হাজার তেষট্টি টাকা মাত্র) (যা ৩১.০৩.২০২৬ তারিখে বকেয়া মূলধন ও সুদকে প্রতিনিধিত্ব করে), এবং **৩১.০৩.২০২৬** থেকে সুদ ও অন্যান্য চার্জের সাপেক্ষে হবে।
সুরক্ষিত সম্পদ মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে আইনের সেকশন (১৩)-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ**
**বন্ধকদাতার নাম: শ্রী অজিত মন্ডল, ঠিকানা:** রায়বাঁধ, থানা বানদুবরাজপুর, থানা-সিমলাপাল, জেলা-বাঁকুড়া, পিন-৭২২১৫১।
**সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিবরণ :-** জে. এল. নং ১৭৯, এল. আর. খতিয়ান-৪৬১, প্লট নং ৪৫৩, জমির পরিমাণ-০৫ ডেসিমেল বা ০.০৪৯৬ একর, মৌজা-দক্ষিণ বাঁখাটি, থানা বাঁকুড়া-এর অধীনে, জেলা বাঁকুড়া। **সীমানা:** উত্তরে- ৪৫৪ নং প্লটের জমি, দক্ষিণে- ১০ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা, পূর্বে- উক্ত প্লটের জমি যা সাব প্লট হিসাবে চিহ্নিত, পশ্চিমে- উক্ত প্লটের জমি যা সাব প্লট হিসাবে চিহ্নিত।

**তারিখ: ১৩.০৭.২০২৬** **অনুমোদিত অফিসার**
**স্থান: শুশুনিয়া (বাঁকুড়া)** **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**



OMKARA
**ওমকারা অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড**
**CIN No : U67100TZ2014PTC020363**
**নিবন্ধিত অফিস : নং ৯ এম.পি. নগর, ফার্স্ট স্ট্রিট, কঙ্গু নগর এক্সটেনশন, তিরুপুর ৬৪১৬০৭, তামিলনাড়ু**
**কর্পোরেট অফিস : কোহিনূর স্কোয়ার, ৪৮ তম তল, এনসি কেলকার মার্গ, আরজি গডকরি চক, দাদর (পশ্চিম), মুম্বাই - ৪০০০২৮**

**দখল নোটিশ - পরিশিষ্ট- IV (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) রুল ৮ (১)**

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী ওঙ্কারা অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন প্রা লি , গঠিত কোম্পানি কোম্পানি আইন ১৯৫৬ অধীনে , যথাযথভাবে নথিভুক্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (আরবিআই) -অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এর ধারা ৩ অধীনে (সারফেসি আইন ২০০২) সিন নং U67100TZ2014PTC020363 এবং রেজিস্টার্ড অফিস ৯, এম পি নগর, ফার্স্ট স্ট্রিট, কোঙ্গু নগর এক্সটেন, তিরুপুর-৬৪১৬০৭ এবং কর্পোরেট অফিস ৪৮তল, কোহিনূর স্কোয়ার, এন সি কেলকার রোড, দাদার (পশ্চিম) মুম্বই -৪০০০২৮ , শাখা অফিস নং ২০৬-২০৭, অরুণাচল বিল্ডিং, বারাখাম্বা রোড এর নিকট, নিউ দিল্লি -১১০০০১ এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ''ওঙ্কারা পিএস ২১/২০২৪-২৫ ট্রাস্ট'' এর **ট্রাস্টি হিসেবে কার্যরত (পরবর্তীতে ওএআরপিএল হিসেবে উল্লিখিত)**
'ওমকারা পিএস ২২/২০২০-২১ ট্রাস্ট'-এর ট্রাস্টি হিসেবে OARPL, 'সারফেসি' আইনের বিধান অনুযায়ী এবং ২৬.০২.২০২১ তারিখের নিবন্ধিত 'অ্যাসাইনমেন্ট এগ্রিমেন্ট'-এর মাধ্যমে 'ফুলারটন ইন্ডিয়া ক্রেডিট কোম্পানি লিমিটেড' (সংক্ষেপে FICCL)-এর কাছ থেকে মেঘনা সারাফ (ঋণগ্রহীতা) ও প্রকাশ চন্দ্র সারাফ (সহ-ঋণগ্রহীতা)-র বকেয়া ঋণের সম্পূর্ণ দায় এবং এর বিপরীতে থাকা জামানতের অধিকার অধিগ্রহণ করেছে। সেই অনুযায়ী, ঋণ বা আর্থিক সম্পদ হস্তান্তরের ফলে OARPL এখন FICCL-এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে এবং বকেয়া অর্থ আদায় ও জামানত কার্যকর করার অধিকার লাভ করেছে। এছাড়া, বকেয়া অর্থ আদায় ও জামানত কার্যকর করার লক্ষ্যে আইনি পদক্ষেপ শুরু বা অব্যাহত রাখার জন্য OARPL ১৯.০৩.২০২৫ তারিখের 'অ্যাসাইনমেন্ট এগ্রিমেন্ট'-এর মাধ্যমে উক্ত অ্যাকাউন্টটি 'ওমকারা পিএস ২১/২০২৪-২৫ ট্রাস্ট'-এর কাছে হস্তান্তর করেছে।
যেহেতু, 'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২' -এর অধীনে OARPL-এর অনুমোদিত কর্মকর্তা উক্ত আইনের ধারা ১৩(১২) এবং 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২'-এর বিধি ৩-এর ক্ষমতাবলে ২৮.১১.২০২৫ তারিখে একটি দাবি-নোটিশ (রেফ Omkara/Delhi/24/2025-26) জারি করেছিলেন; যার মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যেন নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে ১১.১১.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত বকেয়া মোট **২,৬০,৭৩,২৫৬.৯১ টাকা (দুই কোটি ষাট লক্ষ তিয়াত্তর হাজার দুইশ ছাপ্পান্ন টাকা ও একানব্বই পয়সা)** এবং সেই সাথে প্রকৃত পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য অতিরিক্ত সুদ, ব্যয়, খরচ ও অন্যান্য চার্জ পরিশোধ করেন। কিন্তু ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা উক্ত নোটিশ অনুযায়ী অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, সারফেসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩(১২)-এর অধীনে যথাযথভাবে নিযুক্ত 'ওমকারা অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড'-এর অনুমোদিত কর্মকর্তা, উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এবং 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২'-এর বিধি ৮-এর ক্ষমতাবলে ১৬.০৭.২০২৬ তারিখে নিচে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পদ/স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন।
এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা এবং সর্বসাধারণকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন সংশ্লিষ্ট জামানতকৃত সম্পত্তি নিয়ে কোনো প্রকার লেনদেন না করেন; কারণ এই সম্পত্তির ওপর OARPL-এর **২,৬০,৭৩,২৫৬.৯১ টাকা (দুই কোটি ষাট লক্ষ তিয়াত্তর হাজার দুইশ ছাপ্পান্ন টাকা ও একানব্বই পয়সা)**;যা ১১.১১.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত হিসাবকৃত;এবং এর সাথে প্রকৃত পরিশোধ ও আদায়ের তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য অতিরিক্ত সুদ, ব্যয়, খরচ ও অন্যান্য চার্জের দাবি বা দায়ভার বলবৎ থাকবে।
জামানতকৃত সম্পত্তি খালাস বা উদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়সীমা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।
উপরে উল্লিখিত হিসাবের বিপরীতে OARPL-এর অনুকূলে দায়বদ্ধ/অর্পিত/চার্জকৃত/বন্ধক রাখা এবং বর্তমানে OARPL-এর দখলে থাকা সম্পত্তি/সম্পদসমূহের বিবরণ নিচে প্রদান করা হলো :
**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৪বি, তিন বেড রুম, দুই বাথ তথা প্রিভি, এক কিচেন, ডাইনিং/লিভিং এবং ব্যালকনি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক ১,৬৪৬ বর্গফুট অবস্থিত ৫মতল এবং এক ঢাকা কার পার্কিং স্পেস পরিমাপ আনুমানিক ১০০ বর্গফুট অবস্থিত একতলায় অবস্থিত মৌজা : কৈকালি, থানা : দম দম এয়ারপোর্ট, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, এবং আরএস দাগ নং ৫৯৬, খতিয়ান নং ৪৯, জেএল নং ৫, আরএস নং ১১৫, তৌজি নং ১৭২, এবং সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ১৬ ফুট চওড়া সড়ক এবং প্লট নং ১৪। দক্ষিণে : অন্যান্যর জমি। পূর্বে : অন্যান্যর জমি। পশ্চিমে : স্কিম প্লট নং ১২।

**তারিখ : ১৬.০৭.২০২৬** **ওঙ্কারা অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড (ট্রাস্টি ওঙ্কারা পিএস২১/২০২৪-২৫ ট্রাস্ট এর ক্ষমতাবলে কার্যরত)**
**স্থান : কলকাতা** **অনুমোদিত অফিসার**



**অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড**
**(CIN : U65921MH1995PLC212675)**
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

**২০০২ সালের (আইন) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ধারা ১৩(২) এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের (রুলস) সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ অধীনে।**
যেহেতু অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেডের (এএফএল) অনুমোদি অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ধারা ১৩(১২) অধীনে এবং তৎসহ পঠিত রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ইতিমধ্যেই বিস্তারিত দাবি নোটিশ নিম্নোক্ত তারিখে ইস্যু করেছেন সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা ১৩(২) অধীনে ঋণগ্রহীতা(গণ)/সহ ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদাতা(গণ) (সকলেই এককভাবে বা যৌথভাবে দায়বদ্ধগণ হিসেবে উল্লিখিত) /আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/ আইনি প্রতিনিধি(গণ) তালিকাভুক্ত নিম্নোক্ত মতে কে দাবি নোটিশে উল্লিখিত মতে বকেয়া নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দিতে অনুরোধ করা হয়েছে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে। নোটিশের কপি রেডিস্টার্ড ডাকে এডি সহ পাঠানো হয়েছে এবং যা নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট উপলব্ধ এবং উক্ত দায়বদ্ধকারী(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/আইনি প্রতিনিধি(গণ) ইচ্ছা করলে সংশ্লিষ্ট কপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট থেকে যেকোনও কাজের দিন কাজের সময়ে সংগ্রহ করতে পারেন।
উল্লিখিত বিষয়ে আবারও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, উক্ত দায়বদ্ধকারী(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/আইনি প্রতিনিধি(গণ) কে সংশ্লিষ্ট নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া তাদের নামে উল্লিখিত মতে পরবর্তী সুদ সহ নিম্নে উল্লিখিত তারিখ অনুযায়ী স্তম্ভ (ডি) সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত এবং/বা ঋণ চুক্তি মোতাবেক এবং অন্যান্য সম্পাদিত নথি/লেখা, যদি কিছু থাকে, দায়বদ্ধ(গণ) কর্তৃক সম্পাদিত মতে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ঋণের বকেয়া আদায়ের ক্ষেত্রে উক্ত দায়বদ্ধকারী(গণ) কর্তৃক এএফএল এর নিকট নিম্নোক্ত জামিন সম্পদ বন্ধক রাখা হয়েছে।

| ক্রম নং | লোন অ্যাকাউন্ট নং | দায়বদ্ধকারী(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/ আইনি প্রতিনিধি(গণ) এর নাম | মোট বকেয়া (টাকা) নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী | দাবি নোটিশের তারিখ | এনপিএ তারিখ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | ০৪৫৬এএইচএ০০০০৯৩২১ | শ্রীমতি পিঙ্কি দাস, শ্রীমতি বন্দনা পান্ডে | ২৫,৬১,৯৪৫.০০ টাকা (পঁচিশ লাখ একষট্টি হাজার নয়শো পঁয়তাল্লিশ টাকা) বকেয়া ০৭.০৭.২০২৬ অনুযায়ী | ১০.০৭.২০২৬ | ০৪.০৭.২০২৬ |
| সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের অ্যাপার্টমেন্ট নং আরটি ১-৭আর, ৮মতলে, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৫২ বর্গফুট কমবেশি এবং কার্পেট এরিয়া ৫২২ বর্গফুট কমবেশি, ব্লক/ভবন নং রুবি টাওয়ার -১, রুবি জেমস সিটি, বাকড়াহাট রোড, ঠাকুরপুকুর, পো : রসপুঞ্জ, নওয়াবাদ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ -৭০০১০৪। | | | | | |

*পরবর্তী সুদ, অতিরিক্ত সুদ সংশ্লিষ্ট হাবে আরও নির্দিষ্টভাবে দাবি নোটিশে উল্লিখিত তারিখ অনুযায়ী, তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি আদায় না হওয়া পর্যন্ত এবং/বা উশুল হওয়া পর্যন্ত। যদি উক্ত দায়বদ্ধকারী(গণ)উক্ত বকেয়া পরিমাণ এএফএল এর নিকট আদায় দিতে ব্যর্থ হন তবে এএফএল উক্ত জামিনদত্ত সম্পদ(সমূহ)/স্থাবর সম্পত্তি(সমূহ) উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) অধীনে এবং প্রযোজ্য রুলসের অধীনে সম্পূর্ণ উক্ত দায়বদ্ধকারী(গণের)/ আইনি উত্তরাধিকারী(গণের)/আইনি প্রতিনিধিকারী(গণের) ঝুঁকিতে এবং ব্যয়ে এবং পরিণতিতে প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে।
উক্ত দায়বদ্ধকারী(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/আইনি প্রতিনিধিকারী(গণ) কে উক্ত আইন সংস্থান অধীনে সতর্কিত করা হচ্ছে, উক্ত জামিনদত্ত সম্পদ(সমূহ)/স্থাবর সম্পত্তি(সমূহ) বিক্রয়, লিজ বা অন্যভাবে এএফএল এর আগাম লিখিত অনুমতি ব্যতীত হস্তান্তর না করতে। কোনও ব্যক্তি উক্ত আইন বা রুলসের অমান্য করলে হাজত এবং/বা জরিমানা উক্ত আইন মোতাবেক দিতে হবে।
তারিখ : ১৭.০৭.২০২৬ অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেডের পক্ষে
স্থান : কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
যোগাযোগের ঠিকানা : অ্যাক্সিস ফিনান্স/ অ্যাক্সিস হাউস/ ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার/ পি বি মার্গ/ ওরলি, মুম্বই -৪০০০২৫ (মোবাইল) -৯১ ৮৪৪৪৮৯৯৯০০



SBI
**এসবিআই, এইচএলসি দক্ষিণ কলকাতা (১৬২৮৬)**
১ম ফ্লোর, ''উইন্ডসর হাইটস'', ২৭৭, উত্তর কুমড়াখালী, ইএম বাইপাস, কলকাতা- ৭০০১০৩, ই-মেইল: sbi.16286@sbi.co.in
**ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**

**অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: শর্মি দাশগুপ্ত, মোঃ- ৯৬৭৪৭৯৯১৫৬/৯৮৩০৩৩৯৯০৭, ই-মেইল আইডি: sbi.16286@sbi.co.in**

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর **রুল ৮ (৬) সঙ্গে পঠিত রুল ৯(১) এর বন্দোবস্তের অধীনে** ও সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ/বন্ধকদাতাগণকে নোটিশ দেওয়া হল যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকীকৃত আছে, যার **বাস্তবিক দখল** (সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণের বিপরীতে যথাক্রমে বিশদ) **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** সিকিউরড ক্রেডিটর এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে **''যেখানে যেমন আছে'', ''যা যেমন আছে'' এবং ''সেখানে যা কিছু আছে''**-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে নিম্নবর্ণিত তারিখে।

**ই-অকশনের তারিখ ও সময় : ১৯.০৮.২০২৬ সময়: ৩০০ মিনিট, সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।**

| ক্র. নং | ঋণগ্রহীতা(গণ) -এর নাম এবং ঠিকানা | স্বত্ব দলিল জমা দেওয়া বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ | বকেয়া পরিমান | রিজার্ভ মূল্য / ইএমডি ১০% / বিড বৃদ্ধির পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| ১. | **শ্রীমতি পিয়ালী রায়** স্বামী- শ্রী ইন্দ্রজিৎ রায় <u>ঠিকানা ১)</u> বি-২০, রামগড়, ২য় ফ্লোর, পোঃ - নাকতলা, লুনা বেকারির কাছে, কলকাতা- ৭০০০৪৭ <u>ঠিকানা ২)</u> সি/ও অ্যাবে হেলথ কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড, ৪/১৯এ, বিদ্যাসাগর, পোঃ- নাকতলা, ৪ নং মিলনী ক্লাবের কাছে, কলকাতা - ৭০০০৪৭ এবং **শ্রী সুজয় শঙ্কর মুখার্জি** পিতা- প্রয়াত ভূদেব চন্দ্র মুখার্জি <u>ঠিকানা ১)</u> পুষ্পবীথি অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ০৮, এ/৮০, নিউ রায়পুর রোড, কলকাতা- ৭০০০৮৪ <u>ঠিকানা ২)</u> সি/ও অ্যাবে হেলথ কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড, ৪/১৯এ, বিদ্যাসাগর, পোঃ - নাকতলা, ৪ নং মিলনী ক্লাবের কাছে, কলকাতা - ৭০০০৪৭ | সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল একতলার আবাসিক ফ্ল্যাট, যার ফ্ল্যাট নং **''জি-১''**, যার সুপার বিল্ট-আপ এলাকা কমবেশি **৭৮৫ বর্গফুট** এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটি কার পার্কিং স্পেস, যার সুপার বিল্ট-আপ এলাকা কমবেশি **১৪৫ বর্গফুট,** এর সাথে সংযুক্ত সমস্ত সাধারণ এলাকা এবং সুবিধা সহ আংশিক জি+২ তলা এবং আংশিক সোজা-৩ তলা বিশিষ্ট ভবনে ওই ফ্ল্যাটের জন্য নির্ধারিত জমির আনুপাতিক অবিভক্ত অংশ/স্বার্থ, যা কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন প্রাঙ্গণ নং ৮৭১২//২৩১ডি, রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক রোড, অনুরূপ পোস্টাল প্রাঙ্গণ নং ডি-৭৯, রামগড় কলোনি, থানা - নেতাজি নগর, কলকাতা - ৭০০০৪৭, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১০০ নং ওয়ার্ডের মধ্যে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় অবস্থিত। **সম্পত্তিটির সীমানা নিম্নলিখিতভাবে নির্ধারিত:- উত্তরে :** ১৫ ফুট চওড়া রাস্তা, **পূর্বে :** ই.পি নং ৪৭৭/এ, **দক্ষিণে :** ই.পি নং ৪৭৬, **পশ্চিমে :** ১৩ ফুট ২ ইঞ্চি চওড়া রাস্তা। **দলিলের বিবরণ :** এ.ডি.এস.আর আলিপুর, পশ্চিমবঙ্গে | ২১,০৯,৭৭২.০০/- টাকা (একুশ লক্ষ নয় হাজার সাতশত বাহাত্তর টাকা মাত্র) **১৭.১২.২০২৫** তারিখ অনুযায়ী এবং **১৮.১২.২০২৫** তারিখ থেকে এর উপর পরবর্তী সুদ, খরচ ইত্যাদি সহ। | ৩২,৪৭,০০০/- টাকা / ৩,২৪,৭০০ টাকা / ১০,০০০/- টাকা |
| ২০১৬ সালের জন্য বুক - ১, ভলিউম নম্বর ১৬০৫-২০১৬, পৃষ্ঠা ৫৫০২৬ থেকে ৫৫০৫৪, নম্বর ১৬০৫০২০০১ তে নিবন্ধিত। **মালিক :- ১. শ্রীমতি পিয়ালী রায়, পিতা- প্রয়াত চিত্তরঞ্জন বণিক এবং স্বামী- শ্রী ইন্দ্রজিৎ রায়, ২. শ্রী সুজয় শঙ্কর মুখার্জি, পিতা- ভূদেব চন্দ্র মুখার্জি।** | | | | |

**দখলের ধরন: বাস্তবিক** **পরিদর্শনের তারিখ : ১১.০৮.২০২৬**

ক) বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** -এ দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন, এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্ক:- **https://baanknet.com** দেখুন।
খ) ইচ্ছুক দরদাতাকে তার ইএমডির পরিমাণ চালানের মাধ্যমে হস্তান্তর করতে হবে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড দ্বারা রক্ষনাবেক্ষণ করা দরদাতার অ্যাকাউন্টে নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তর মাধ্যমে। যেকোনো অনুসন্ধানের জন্য অনুগ্রহ করে **support.baanknet@psballlance.com** -এ যোগাযোগ করুন।
● নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগে, আগ্রহী দরদাতাকে উপরে উল্লিখিত সাইটে আপলোড করা বিস্তারিত শর্তাবলী পড়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ১৭.০৭.২০২৬ অনুমোদিত অফিসার
স্থান: কলকাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া



SBI
**এসবিআই হোম লোন সেন্টার, বিধাননগর (১৫৩৪২)**
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৪র্থ ফ্লোর), রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৪
ই-মেইল আইডি: sbi.15342@sbi.co.in
**সারফায়েসি এক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) এর অধীন বিজ্ঞপ্তি**

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া যাচ্ছে যে, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/আইনগত উত্তরাধিকারী(গণ) ব্যাঙ্ক থেকে তাদের প্রাপ্ত ঋণ সুবিধার আসল ও সুদ পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন এবং ঋণটিকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। নোটিশগুলি তাদের সর্বশেষ জানা ঠিকানায় পাঠানো হয়েছিল কিন্তু তা বিলি না হয়ে ফেরত এসেছে এবং সেই কারণে এই সর্বসাধারণের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তাদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে।

| ক্র. নং | ঠিকানা ও শাখার নাম সহ ঋণগ্রহীতার নাম | টাইটেল ডিড জমার মাধ্যমে বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ | নোটিশের তারিখ এনপিএ-র তারিখ | বকেয়া পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| ১. | **শ্রীমতি রহিমা বিবি,** আইনগত উত্তরাধিকারী এবং প্রয়াত কুতুবুদ্দিন গাজী-এর স্ত্রী ঠিকানা: ৩৭/এ/২, সাংমুরা মুন্সিপাড়া, থানা- বারাসাত, ওয়ার্ড নং-১৮, বারাসাত মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১২৫ | সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি ও বিল্ডিং যার আয়তন কম-বেশি **২ কাঠা ১০ বর্গফুট,** মৌজা - সিটি, জে.এল. নং ১০১, তৌজি নং ১৪৬, সাবেক হাল - ১৪, আর.এস. দাগ নং ১২২১, এল.আর. দাগ নং ১১৯৫, আর.এস. খতিয়ান নং ৫৬৭, এল.আর. খতিয়ান নং ৮৯৯, বারাসাত মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে, ওয়ার্ড নং ১৮, থানা বারাসাত, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১২৫ -এ অবস্থিত। **যার দলিল নং ০০৭১৫,** বুক ১ -এ নিবন্ধিত, সিডি ভলিউম নম্বর ৩, ২০১৩ সালের জন্য পৃষ্ঠা ৩০৫৬ থেকে ৩০৬৭, এ.ডি.এস.আর.ও. বারাসাত। **সম্পত্তিটি প্রয়াত আলী উল্লাহ গাজীর পুত্র কুতুবুদ্দিন গাজীর নামে রয়েছে। বিল্ডিংটির সীমানা: উত্তরে:** প্লট নং বি, **দক্ষিণে:** অন্যের জমি, **পূর্বে:** ৬ ফুট চওড়া সাধারণ প্যাসেজ, **পশ্চিমে:** অন্যের জমি। | **১৩(২) ধারার অধীনে নোটিশের তারিখ ০৩.০৭.২০২৬** **এনপিএ -এর তারিখ ২৭.০৪.২০২৬** | **লোন অ্যাকাউন্ট নং ৩৫৩৬৭২৭৯৯১৭ (এইচবিএল)** **৩,০৫,৭৮০/- টাকা** (তিন লক্ষ পাঁচ হাজার সাতশত আশি টাকা মাত্র) **০৩.০৭.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী। এছাড়াও আপনি **০৪.০৭.২০২৬** তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদির সাথে হালনাগাদ অর্জিত সুদ পরিশোধ করতে দায়বদ্ধ। |
| ২. | **শ্রীমতি রিজিয়া বিবি গাজী,** আইনগত উত্তরাধিকারী এবং প্রয়াত কুতুবুদ্দিন গাজী-এর মা ঠিকানা: গ্রাম- মুকুন্দকাটি, পোঃ- ইটিণ্ডা, থানা- বসিরহাট, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩২৯২ | | | |
| ৩. | **বসিরুদ্দিন গাজী,** আইনগত উত্তরাধিকারী এবং প্রয়াত কুতুবুদ্দিন গাজী-এর পুত্র **(যেহেতু নাবালক, আইনগত অভিভাবক শ্রীমতি রহিমা বিবি)** ঠিকানা : ৩৭/এ/২, সাংমুরা মুন্সিপাড়া, থানা- বারাসাত, ওয়ার্ড নং-১৮, বারাসাত মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১২৫ | | | |
| ৪. | **রোকেয়া খাতুন,** আইনগত উত্তরাধিকারী এবং প্রয়াত কুতুবুদ্দিন গাজী-এর কন্যা **(যেহেতু নাবালিকা, আইনগত অভিভাবক শ্রীমতি রহিমা বিবি)** ঠিকানা : ৩৭/এ/২, সাংমুরা মুন্সিপাড়া, থানা- বারাসাত, ওয়ার্ড নং-১৮, বারাসাত মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১২৫ **লোন অ্যাকাউন্ট নং - ৩৫৩৬৭২৭৯৯১৭ (এইচবিএল)** **শাখা : এসবিআই এসএমই বারাসাত** | | | |

**সিকিওরড সম্পদ মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে আইনের ১৩ ধারার উপ-ধারা (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতা/আইনগত উত্তরাধিকারী(গণ)-এর দৃষ্টিঃ আকর্ষণ করা হচ্ছে।**

বিকল্প নোটিশ জারির জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা/আইনগত উত্তরাধিকারী(গণ)-কে এতদ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ প্রদান করার আহ্বান জানানো হচ্ছে, অন্যথায় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ১৩ ধারার উপ-ধারা (৪)-এর অধীনে এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিন শেষ হওয়ার পর পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

**তারিখ: ১৭.০৭.২০২৬** **অনুমোদিত অফিসার**
**স্থান: কলকাতা** **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

# সংসদ অধিবেশন-বিজেপি সংগঠনে সম্ভাব্য রদবদলে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক

**নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই:** ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীনের নতুন দল গঠন এবং ২০ জুলাই থেকে শুরু হতে চলা সংসদের বাদল (মনসুন) অধিবেশনকে কেন্দ্র করে বুধবার গভীর রাত পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে দলের শীর্ষ নেতাদের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হল।

সূত্রের খবর, এই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপি সভাপতি নিতিন নবীন, জাতীয় সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) বি. এল. সন্তোষ সহ বেশ কয়েকজন শীর্ষ নেতা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকটি প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে চলে। তবে এই বৈঠকের বিষয়ে দলের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।

দলের অন্য একটি সূত্রের মতে, এই বৈঠকটিকে কেবল সংসদের আসন্ন অধিবেশনের প্রস্তুতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা ঠিক হবে না। বরং এটিকে সরকার এবং বিজেপি সংগঠনে বড় ধরনের রদবদলের রূপরেখা নির্ধারণকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবেও দেখা উচিত।রাজনৈতিক মহলে এই বৈঠক নিয়ে জোর চর্চা চলছে। কারণ গত কয়েক দিন ধরে চলা একাধিক বৈঠকের যে সিলসিলা চলছিল, বুধবার রাতের বৈঠকটিকে সেই সমস্ত আলোচনার চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার প্রক্রিয়া হিসেবেই মনে করা হচ্ছে।

দলীয় সূত্রের খবর, বুধবারের এই মূল বৈঠকের আগে গত কয়েক দিনে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক সম্পন্ন হয়েছিল। প্রথম বৈঠকটি হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে, যেখানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও পদস্থ আধিকারিকরা অংশ নেন। এরপর দ্বিতীয় বৈঠকটি হয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের বাসভবনে; সেখানে অমিত শাহ, নিতিন নবীন ও বি. এল. সন্তোষ উপস্থিত ছিলেন। তৃতীয় দফায় প্রধানমন্ত্রী পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে আলাদাভাবে আলোচনা করেন। চতুর্থ বৈঠকটি হয় অমিত শাহ ও নিতিন নবীনের মধ্যে। আর পঞ্চম বৈঠকটি গত ১৪ জুলাই রাতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডেও শামিল হয়েছিলেন। পরে নিতিন নবীন ও বি. এল. সন্তোষও সেই বৈঠকে যোগ দেন।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধারাবাহিক বৈঠকগুলির মূল উদ্দেশ্য ছিল সরকার ও সংগঠন, উভয় স্তরেই একটি ব্যাপক রণকৌশল তৈরি করা। বুধবার রাতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে হওয়া বৈঠকটিকে এই প্রক্রিয়ার শেষ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ বলে মনে করা হচ্ছে। বৈঠকে প্রথমে ২০ জুলাই থেকে শুরু হতে চলা সংসদের বাদল অধিবেশন নিয়ে বিস্তারিত কৌশল আলোচনা করা হয়। বিরোধী দলগুলির তুলতে পারা সম্ভাব্য ইস্যু, সরকারের আইনি অগ্রাধিকার, সংসদের ভেতরে সমন্বয় এবং বিভিন্ন মন্ত্রকের প্রস্তুতি পর্যালোচনা করা হয়। সরকার চায় অধিবেশন চলাকালীন প্রধান বিল ও নীতিগত সিদ্ধান্তগুলি কার্যকরভাবে পেশ করতে এবং বিরোধীদের আক্রমণের রাজনৈতিক ও তথ্যগত জবাব দিতে।

বৈঠকের দ্বিতীয় প্রধান বিষয় ছিল বিজেপির সাংগঠনিক কাঠামোয় সম্ভাব্য রদবদল। সম্প্রতি জাতীয় সভাপতির দায়িত্ব নেওয়া নিতিন নবীনের নেতৃত্বে দলের নতুন জাতীয় কমিটি গঠনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে নতুন দায়িত্ব বণ্টন, রাজ্যগুলির সঙ্গে সমন্বয় বৃদ্ধি এবং আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনমুখী রাজ্যগুলির জন্য বিশেষ কৌশল তৈরির বিষয়েও কথা হয়েছে।

সূত্রের দাবি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় সম্ভাব্য রদবদলও ছিল এই বৈঠকের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডা। কোন কোন মন্ত্রীর দফতর পরিবর্তন হতে পারে, কোন নতুন মুখকে সরকারে সুযোগ দেওয়া হতে পারে এবং এনডিএ-র শরিক দলগুলিকে কীভাবে প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হবে, তা নিয়ে শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে গভীর মন্থন হয়েছে।এছাড়াও বৈঠকে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে এমন রাজ্যগুলির রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়। ওই রাজ্যগুলিতে দলীয় সংগঠনের প্রস্তুতি, প্রচার অভিযান, বুথ পরিচালনা, সহযোগী দলগুলির সঙ্গে সমন্বয় এবং স্থানীয় ইস্যুগুলির ওপর বিশেষ রণকৌশল নিয়ে আলোচনা হয়। নির্বাচনী রাজ্যগুলিতে সংগঠনকে আরও বেশি সক্রিয় ও কার্যকর করে তোলাই এখন বিজেপি নেতৃত্বের মূল লক্ষ্য। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বেশ কয়েক দফা বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে হওয়া এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠকটি বিজেপি এবং সরকারের আগামী কার্যপদ্ধতির স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে।

## অসমের পরিকাঠামো উন্নয়নে বড় পদক্ষেপ

# বাজেটে 'অসম মালা-৪' থেকে হাইস্পিড করিডরস্, সরকারকে সাধুবাদ বিজেপির

**গুয়াহাটি, ১৬ জুলাই:** ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেটে অসমের পরিকাঠামো, শিল্পায়ন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে একাধিক যুগান্তকারী প্রকল্প ঘোষণা করেছে হিমন্তবিশ্ব শর্মা সরকার। এবারের বাজেট আগামী পাঁচ বছরে অসমকে দেশের অন্যতম উন্নয়নকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার রূপরেখা তৈরি করেছে বলে দাবি করেছে প্রদেশ বিজেপি।

বৃহস্পতিবার বিজেপির প্রদেশ সদর দপ্তর অটলবিহারী বাজপেয়ী ভবন থেকে প্রেরিত এক বিবৃতিতে দলের মিডিয়া প্যানেলিস্ট আশিস ভরালি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে অর্থমন্ত্রী জয়ন্তমল্ল বরুয়া যে বাজেট পেশ করেছেন, তা অসমের উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইতিমধ্যেই 'অসম মালা' প্রকল্পের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ে প্রায় ৩,২১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে রাজ্যের ৩৪টি জেলায় ৮৮০ কিলোমিটার সড়ক এবং ৩৪টি নতুন সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। এবার 'অসম মালা-৪' প্রকল্পে ১০,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যার আওতায় আরও ৮০০ কিলোমিটার প্রশস্ত সড়ক নির্মাণ করা হবে।

পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নে বাজেটে গুয়াহাটি-শিলচর হাইস্পিড ইকোনমিক করিডর নির্মাণের ঘোষণা করা হয়েছে। এই করিডর চালু হলে দুই শহরের মধ্যে যাতায়াতের সময় বর্তমানের প্রায় ১০ ঘণ্টা থেকে কমে ৫ ঘণ্টায় নেমে আসবে। পাশাপাশি গুয়াহাটি-শিলিগুড়ি হাইস্পিড করিডর নির্মাণের পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে।পর্যটন ক্ষেত্রের বিকাশে উমরাংসো পর্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারণ, মানস জাতীয় উদ্যান, হাফলং এবং উমরাংসোতে পাঁচতারা হোটেল নির্মাণের অনুমোদনও বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বিমান যোগাযোগের উন্নয়নে ধুবড়ির রূপসী বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণ এবং শিলচরের ডলু গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর নির্মাণের ঘোষণা করা হয়েছে। বিজেপির দাবি, রূপসী বিমানবন্দরের উন্নয়নের ফলে ধুবড়ি ও কোকরাঝাড় জেলার পাশাপাশি ভুটান ও বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য ও যোগাযোগ আরও সুদৃঢ় হবে।এছাড়া গুয়াহাটি বিমানবন্দর থেকে জালুকবাড়ি পর্যন্ত একটি উড়ালপুল নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বিমানবন্দর থেকে জালুকবাড়ি পৌঁছতে সময় লাগবে মাত্র ৭ থেকে ১০ মিনিট।

সবুজ শক্তি উৎপাদনের ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে রাজ্য সরকার। বাজেটে কার্বি আংলং এবং ডিমা হাসাও জেলায় পাম্পড স্টোরেজ পাওয়ার প্রকল্প গড়ে তোলার মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।শহুরে উন্নয়নের অংশ হিসেবে গুয়াহাটি বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায় 'এরো সিটি' নির্মাণ এবং গুয়াহাটিতে একটি আধুনিক স্যাটেলাইট টাউনশিপ গড়ে তোলার ঘোষণাও করা হয়েছে। আশিস ভরালি বলেন, এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে পরিকল্পিত ও আধুনিক নগর হিসেবে গুয়াহাটির নতুন পরিচয় গড়ে উঠবে। আরও বলেন, এই বাজেটে ঘোষিত প্রকল্পগুলি শুধু যোগাযোগ ও পরিকাঠামোর উন্নয়নই নয়, শিল্প, পর্যটন, বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানের নতুন সম্ভাবনারও দ্বার উন্মোচন করবে।

# আমদাবাদে সপরিবারে জগন্নাথের পূজা শাহের

**আমদাবাদ, ১৬ জুলাই**: বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সপরিবারে আহমেদাবাদের জগন্নাথ মন্দিরে মঙ্গল আরতিতে অংশগ্রহণ করেনউ ভগবান জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলভদ্রের পূজার্চনাও করেন তিনি। এদিন অমিত শাহ ভগবানের কাছে দেশ ও রাজ্যের সুখ-সমৃদ্ধি প্রার্থনা করেন, কল্যাণ কামনা করেন। এই পবিত্র উৎসব উপলক্ষে এদিন গুজরাটের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হর্ষ সাঙ্ঘভিও উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও, জগন্নাথ মন্দিরের মহন্ত দিলীপদাসজি, অন্যান্য সাধু-সন্ত ও মহন্তদের পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক ভক্তও উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, আমদাবাদের এই রথযাত্রার এবছর ১৪৯তম বর্ষউ এটি শুধুমাত্র আহমেদাবাদেরই নয়, সমগ্র গুজরাটের আস্থা, বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক ঐতিহ্যবাহী প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়।

## দিল্লি-সহ বহু রাজ্যে অভিযান চালাল ইডি

**নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই:** অবৈধ অনুপ্রবেশ চক্রের সঙ্গে জড়িত একটি মামলায় বৃহস্পতিবার দিল্লি, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ এবং হরিয়ানার বেশ কয়েকটি জায়গায় তল্লাশি চালালো এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। অভিযোগ, একটি সংগঠিত চক্র রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি নাগরিকদের অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ ও জাল পরিচয়পত্র তৈরি করে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বসবাসের ব্যবস্থা করার কাজ করছিল। অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ), ২০০২-এর আওতায় এই অভিযান। ইডি-র লখনউ আঞ্চলিক কার্যালয়ের আধিকারিকরা বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং মুর্শিদাবাদ, হরিয়ানার ফরিদাবাদ, উত্তর প্রদেশের সাহারানপুরের দেওবন্দ, দিল্লি-সহ বহু অঞ্চলে অভিযান চালায়।

# পুরীর সৈকতে ১০০টি বালির রথ তৈরি করে বিশ্বরেকর্ডের পথে সুদর্শন পট্টনায়ক

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরী, ১৬ জুলাই:** রথযাত্রা উৎসবে মেতে উঠেছে আপামর জগন্নাথ ভক্ত। আর এই পুণ্য তিথিতে ওড়িশার পুরীধাম এখন জাঁকজমকে ভরপুর।. থযাত্রাকে কেন্দ্র করে শ্রীক্ষেত্র তো বটেই, সেজে উঠেছে পুরীর বিস্তীর্ণ সমুদ্র সৈকতও। মহাপ্রভুর এই মহাসড়ম্বরের আবহেই পুরীর সৈকতে বালি দিয়ে এক অনন্য ও চোখধাঁধানো ভাস্কর্য ফুটিয়ে তুললেন প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক বালিশিল্পী পদ্মশ্রী সুদর্শন পট্টনায়ক। সমুদ্র সৈকতের বালিয়াড়িতে তিনি তৈরি করেছেন মহাপ্রভু জগন্নাথের এক বিশাল ও মনোমুগ্ধকর মূর্তি। তবে এবারের মূল আকর্ষণ কেবল মহাপ্রভুর মূর্তিই নয়, তার পাশাপাশি সুদর্শন ও তাঁর ছাত্ররা মিলে বালির ওপর ফুটিয়ে তুলেছেন

১০০টি নিখুঁত ছোট ছোট রথ।এই বিশেষ বালুশিল্পটি তৈরি করতে প্রায় কয়েকশো টন বালি ব্যবহার করা হয়েছে। রথযাত্রার পুণ্য লগ্নে পুরীর সৈকতে আসা দেশ-বিদেশের হাজার হাজার পর্যটক ও দর্শনার্থীদের কাছে এই শিল্পকর্মটি অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। সুদর্শন পট্টনায়কের এই অনবদ্য সৃষ্টি রথযাত্রার আনন্দকে আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

# গুজরাতের কচ্ছে ৩ মিনিটের ব্যবধানে দু'টি মৃদু ভূমিকম্প

**ভুজ/কচ্ছ, ১৬ জুলাই:** গুজরাতের কচ্ছ জেলায় বৃহস্পতিবার দুপুরে মাত্র তিন মিনিটের ব্যবধানে পরপর দু'টি মৃদু ভূমিকম্পের ঝটকা অনুভূত হয়েছে।

প্রথম কম্পনটি খভড়া অঞ্চলের কাছে এবং দ্বিতীয়টি ইউনেস্কো স্বীকৃত বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান ধোলাবীরার কাছে নথিভুক্ত করা হয়েছে।

রিখটার স্কেলে এই দুই কম্পনের তীব্রতা ছিল যথাক্রমে ৩.৬ এবং ৩.২।

প্রথম কম্পনটি দুপুর ২টো ২০ মিনিটে খভড়া এলাকায় অনুভূত হয়, যার তীব্রতা ছিল ৩.৬।

এর ঠিক তিন মিনিট পর, দুপুর ২টো ২৩ মিনিটে ধোলাবীরার কাছে দ্বিতীয় কম্পনটি অনুভূত হয়, যার তীব্রতা রেকর্ড করা হয়েছে ৩.২।আষাঢ়ী বীজের (কচ্ছের নববর্ষ) উৎসবের আবহেই এই লাগাতার দু'টি কম্পনের ফলে সীমান্ত লাগোয়া এলাকার মানুষের মধ্যে কিছু সময়ের জন্য আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়।

তবে স্বস্তির বিষয় এই যে, এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর মেলেনি।

উল্লেখ্য, ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূকম্পনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কচ্ছের এই সীমান্ত এলাকা অত্যন্ত সংবেদনশীল হিসেবে পরিচিত এবং এখানে মাঝেমধ্যেই এমন মৃদু ভূকম্পন অনুভূত হয়ে থাকে।

## ময়দান

## উত্তর ২৪ পরগনা জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে ঘিরে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ

# বিপদ বুঝে তড়িঘড়ি পদ ছাড়লেন নবাব, সচিবের দৌড়ে এগিয়ে শীলভদ্র

**মেঘনাদ**

খেলখতম! টাটা, গুডবাই। তিনি মাঠ ছেড়ে পালালেন। কারণ কী, রেফারি এবার কড়া। লালকার্ড দেখার সম্ভাবনা প্রবল। তাই মসনদই ছেড়ে দিলেন নবাব। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব পদ থেকে সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যের পদত্যাগ। তাঁকে ময়দান নবাব নামেই চেনে। একেবারে নবাবি হালচালে এতদিন ফুটবলের জন্য বুলি কপচে যাচ্ছিলেন। তলে তলে শেষ করছিলেন একাধিক প্রতিভাবানের স্বপ্নকে। উইপোকার মতোই শাখ প্রশাখা বিস্তার করছিলেন। ঘুণ ধরে যাচ্ছিল গোটা সিস্টেমেই। দীর্ঘদিন ধরে তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ। তবু ভাজা মাছটি উল্টে না খাওয়ার মতোই দিন কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু রাজ্যে সরকারের পালাবদল হতেই বুঝে গেলেন, আর সম্ভব নয়। কারণ, নতুন ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ পরিষ্কার দায়িত্ব নিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, কোথাও কোনও দুর্নীতি বরদাস্ত হবে না। তেমন অভিযোগ উঠলেই তদন্ত করা হবে। দোষীরা শাস্তি পাবে। নিঃস্বার্থ ভাবমূর্তি নিয়ে কাজ দেখিয়ে যাওয়া নবাবের হয়তো তাতেই বিবেকের স্বার্থ জেগে উঠেছে। তাই সরকার বদলানোর পর আর খেলার দায়িত্বে থাকতে পারলেন না। এরপরই সচিব পদ ছেড়ে দিতে দেখা যায় নবাব ভট্টাচার্যকে। তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিকের স্নেহধন্য হয়ে একের পর এক নবাবিয়ানা দেখিয়ে গেছেন তিনি। ফলে যোগ্য লোক

*পলাতক জগদ্দলের বিদায়ী বিধায়ক সোমনাথ শ্যামের হাত থেকেই উত্তরীয় গলায় ঝুলিয়েছেন নবাব ভট্টচার্য*

*অভয়া কাণ্ডে অভিযুক্ত পানিহাটির বিধায়ক পলাতক নির্মল ঘোষ ওরফে নান্টুর সঙ্গে নবাব ভট্টচার্য*

যোগ্য সম্মান পাচ্ছিলেন না। ফলে, তাঁর ছড়ি ঘোরানোয় হাঁফিয়েই উঠছিলেন ক্রীড়ার সঙ্গে যুক্ত মানুষজন। তিনি পদত্যাগ করায় যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন। ভয়ে কেউই মুখ খুলতে পারেনি।তিনি সরতেই ক্ষোভ উগড়ে দিচ্ছেন সেখানকার ক্রীড়াপ্রেমীরা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হয়ে প্রশ্ন তুলছেন একের পর এক। ফাঁস করছেন একাধিক কুকীর্তি।

গত কয়েক মাসে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে ঘিরে একের পর এক অভিযোগ প্রকাশ্যে এসেছে। স্টেট গেমস আয়োজনের ক্ষেত্রে আর্থিক অনিয়ম, খেলোয়াড়দের জন্য নিম্নমানের পরিষেবা, প্রশাসনিক অস্বচ্ছতা এবং টুর্নামেন্ট পরিচালনায় গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন ক্রীড়া জগতের একাংশ। সবচেয়ে বেশি বিতর্কের সৃষ্টি হয় অনূর্ধ্ব-১৩ অম্বর রায় ক্রিকেট টুর্নামেন্টকে কেন্দ্র করে। বিভিন্ন ক্লাব ও ক্রিকেট অ্যাকাডেমির অভিযোগ, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ নেওয়া হলেও সময়মতো টুর্নামেন্ট শুরু করা যায়নি। টাকার অঙ্কটাও কম নয়, অভিযোগ ছিল ৫ লাখের নীচে কোনও ডিলই নাকি হয়নি। জেলা ক্রীড়া সংস্থার দায়িত্বে থেকে অবশ্য মাঠ না পাওয়া এবং প্রশাসনিক সমস্যার কথা উল্লেখ করেছিল। তবে সেই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নয় অভিযোগকারী ক্লাবগুলির একাংশ। সিএবিতেও এনিয়ে অভিযোগ জানিয়েছেন। অভিযোগ আরও রয়েছে, খেলোয়াড় নির্বাচনে স্বচ্ছতার অভাব ছিল এবং রাজনৈতিক প্রভাবের অভিযোগও উঠেছে। কারণ, পার্থ ভৌমিক, নৈহাটির বিদায়ী বিধায়ক সনৎ দে ঘনিষ্ঠ নবাব ভট্টাচার্য, তৃণমূল ঘরানা হলেই তবে খেলার মাঠে সুযোগ দিতেন। না, হলে প্রতিভার দাম তার কাছে নেই। স্বভাব যাই হোক, টিভি ক্যামেরার সামনে অবশ্য উল্টো সুরই শোনাতেন। ক্যামেরা বা আত্মপ্রচার তিনি বেশ ভালই বাসতেন। সে'কারণেই গতবার কলকাতা লিগের উদ্বোধনে পিছনের সারিতে চলে গিয়েছিল ফুটবলার, কোচিং স্টাফরা। সামনের সারিতে গোপাল ভাঁড়ের মতো দাঁড়িয়ে ছবি তুলেছিলেন নবাব ভট্টাচার্য, পার্থ ভৌমিক, সনৎ দে'রা। ক্রীড়াপ্রেমীদের অভিযোগ, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে তৃণমূলের পার্টিঅফিস তৈরি করে দিয়েছিল একেবারে। তৃণমূল নেতাদের সুপারিশেই ফুটবলার বাছার অভিযোগ উঠেছে। অভিষেক ডালমিয়ার সাধের বেবী লিগ নিয়ে যোগাযোগ হয় তার সঙ্গে। সেখানেও পয়সা নিয়ে প্লেয়ার বাছাইয়ের অভিযোগ ওঠে। তাঁর নাম করেও টাকা তুলেছেন বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, পার্থ ভৌমিকের নাম করে ফুটবল টুর্নামেন্টের করবে বলে একপ্রকার তোলা তুলত বলেই অভিযোগ।

উত্তর ২৪ পরগনার বিভিন্ন ক্রীড়া সংগঠন অভিযোগের তদন্তের দাবিতে মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের কাছেও আবেদন জানিয়েছে। অর্জুন সিংও জানিয়েছেন, খেলার মাঠে কোনও ধরনের অনিয়ম বা পক্ষপাতিত্ব গ্রহণযোগ্য নয় এবং অভিযোগের ভিত্তিতে যথাযথ পদক্ষেপ হওয়া উচিত। নবাব ভট্টাচার্যের পদত্যাগের পর এখন প্রশ্ন একটাই; এতেই কি বিতর্কের ইতি, নাকি এবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলা ক্রীড়া সংস্থার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হবে? ক্রীড়ামহলের বড় অংশের দাবি, শুধু পদত্যাগ নয়, গত কয়েক বছরে সংস্থার আর্থিক লেনদেন, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা পরিচালনা, খেলোয়াড় নির্বাচন এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত; সবকিছুরই নিরপেক্ষ অডিট ও তদন্ত হওয়া দরকার। জানা গেছে, নবাব ভট্টাচার্যের জায়গায় উত্তর ২৪ পরগনা জেলা ক্রীড়া সংস্থায় সচিবের দৌড়ে এগিয়ে শীলভদ্র। কারণ, জেলার ক্রীড়া পরিকাঠামো ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে স্বচ্ছ প্রশাসনের বিকল্প আর নেই।

# ইরানে আটক হওয়া মার্কিন নাগরিক মুক্ত, ট্রুথ সোশ্যালে জানালেন ট্রাম্প

**ওয়াশিংটন, ১৬ জুলাই:** ইরানে আটক এক মার্কিন নারী নাগরিককে মুক্তি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রুথ সোশ্যালে এক পোস্টে তিনি জানান, ২০২৪ সালের ডিসেম্বর থেকে ওই নারীকে অন্যায়ভাবে আটক করে রাখা হয়েছিল। বর্তমানে তিনি নিরাপদে ইরানের বাইরে রয়েছেন এবং সুস্থ আছেন।ট্রাম্প তাঁর পোস্টে লেখেন, ইরান এক মার্কিন নাগরিককে দেশ ছাড়ার অনুমতি দিয়েছে। তাঁর দাবি, আগের বাইডেন প্রশাসনের আমলে ওই নারীকে অন্যায়ভাবে আটক করা হয়েছিল। এই পদক্ষেপকে তিনি ইরানের 'সদিচ্ছার নিদর্শন' বলে উল্লেখ করেন এবং এর জন্য তেহরানকে ধন্যবাদ জানান।

জানা গিয়েছে , মুক্তি পাওয়া ওই নারীর নাম ডিনা কারারি। তাঁর আইনজীবী তথা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ জ্যারেড জেনসার সামাজিক মাধ্যমে জানান, মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের ডিসেম্বর থেকে ডিনা কারারিকে ইরানে আটকে রাখা হয়েছিল। তিনি এখন সম্পূর্ণ মুক্ত এবং যুক্তরাষ্ট্রে ফিরছেন। এ জন্য ট্রাম্প প্রশাসনের প্রচেষ্টারও প্রশংসা করেন জেনসার।মার্কিন প্রশাসনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, গত মাস পর্যন্ত ইরানে আটক অন্তত ছয়জন মার্কিন নাগরিকের বিষয়ে নজরদারি চালাচ্ছিল ওয়াশিংটন। তাঁদের মধ্যে দু'জনকে যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে 'অন্যায়ভাবে আটক' হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

**Quotation & e-Tender**

**General Quotations** are invited for **construction** of Bluescope shed; ERP Software and hoisting server; **ARC** for electrical items, laboratory chemicals/items, toilets and sanitary items and computer accessories; **AMC** for plumbing and sanitation, CCTV, and leasing out canteen; **Auctions** for damaged computers and scrap iron; **repairing wooden and steel furniture and purchase of green boards** are invited. Interested company/plumber/ contractor can visit and check before submitting auctions in sealed envelope. For details visit college website **www.sammilanimahavidyalaya.ac.in**

**E-tenders** are invited for 1) laboratory equipment and 2) Multigym Equipment . For submitting e-tenders visit **www.wbtenders.gov.in.** Last dates for submission of general quotations and etenders is **03.08.2026.**

**Sd/- Principal**
**Sammilani Mahavidyalaya,**
**Kolkata**

**দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার**

**ই-টেন্ডার নোটিস নং এবং আপলোডিং-এর তারিখ ঃ ই-ডিওয়াই-ডব্লুডব্লু-সিএমসি-কমপ্রেশার, তারিখ ১৫.০৭.২০২৬।** ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার (ওয়াগন)/খড়গপুর ওয়ার্কশপ, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দফায় উল্লিখিত তারিখে বিকেল ৩টের পূর্বেই-ই-টেন্ডার (ওয়ার্কস কন্ট্র্যাক্ট) আহ্বান করা হচ্ছে যা বিকেল ৩টেয় খোলা হবে। **কাজের বিবরণ ঃ** খড়গপুর ওয়ার্কশপ-এ ০১টি ইলেকট্রিক স্ক্রু এয়ার কমপ্রেশার, নির্মাতা ঃ ইএলজিআই, মডেল নং ইজি১১০, ক্ষমতা ৫০০ সিএফএম তৎসহ এয়ার ড্রায়ার ও সার্ভো কন্ট্রোল ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার এবং ০২টি ইলেকট্রিক স্ক্রু এয়ার কমপ্রেশার, নির্মাতা ঃ কির্লোস্কর নিউম্যাটিক কোঃ লিমিটেড, মডেল নং কেইএস৫৫-১০, ক্ষমতা ৩০০ সিএফএম-এর বার্ষিক সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি (সিএএমসি)। **কাজের আনুমানিক মূল্যঃ** ১৮% জিএসটি সমেত ২৫,৭৭,৩২১.৬৫ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৫১,৬০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৭.০৮.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টেয়। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/নির্দিষ্টকরণ-এর জন্য এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই কাজের ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। **(PR-487)**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন বায়োস্কোপ

# আজও অর্ধাঙ্গিনী

## অসামান্য সংবেদনশীল ছবি

**শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়**

২০২৩ সালে মুক্তি পেয়েছিল কৌশিক গাঙ্গুলী পরিচালিত ছবি 'অর্ধাঙ্গিনী'। ছবির দুর্দান্ত সাফল্যের পর সম্প্রতি কৌশিক গাঙ্গুলীর পরিচালনায় মুক্তি পেয়েছে ছবিটির সিক্যুয়েল 'আজও অর্ধাঙ্গিনী' শোভেনিস্ট মানসিকতার সবচেয়ে বড় অভিশাপ হল পুরুষের অহংকার। সেই অহংকার উত্তরোত্তর গরলের মত বৃদ্ধি পেয়ে ছড়িয়ে পরে পুরুষের ভেতর। বাহ্যিক দর্শনে মনে হয় সমস্তটাই স্বাভাবিক, অথচ মনের অভ্যন্তরে পুঞ্জিভূত হতে থাকে রাশি রাশি অভিমান, অপূর্ণতা, অস্বীকার এবং অসংখ্য অপূর্ণ কথা যেগুলো কখনো বলা হয়ে ওঠে না।'আজও অর্ধাঙ্গিনী' এই বিষয়টাকেই কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। তবে এই চলচ্চিত্রটি কেবলমাত্র পুরুষের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগের উপস্থাপনা করার ছবি নয়, উল্টো দিক থেকে বলা যায় ছবিটি সম্পর্কের আয়নায় দাঁড়িয়ে নিজেকে চিনে নেওয়া শিখিয়ে দেয়। ২০২৩ এর 'অর্ধাঙ্গিনী' যেখানে শেষ হয়েছিল তারপর থেকেই এই ছবির সূত্রপাত। এই ছবির প্রধান তিনটি চরিত্র শুভ্রা, মেঘনা এবং সুমন পরিস্থিতির সাথে অনেকটাই পরিবর্তন হয়েছে। জীবনে এগিয়েছে তারা কিন্তু তাদের মনের মধ্যে গেঁথে থাকা তিক্ত অনুভূতিগুলো? সেগুলো কি আদেও শুকিয়েছে। নাকি সেগুলোর উপর প্রলেপ পড়ে তাদের মনে নতুন সবুজ পাতা গজিয়েছে। এই বিষয়টা জানতে হলে অবশ্যই দেখতে হবে 'আজও অর্ধাঙ্গিনী'। পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা নতুন করে কিছু বলার নেই। তিনি প্রত্যেকটা সিনেমাতেই সমস্ত চরিত্রদের বিশেষভাবে জায়গা দেয়। এই সিনেমাতেও তার ব্যতিক্রম ঘট নি। সমস্ত চরিত্রগুলি তার পরিচালনায় নিজেকে সুন্দর ভাবে মেলে ধরেছে যা সত্যিই প্রশংসনীয়। কোন চরিত্রকে কতটা জায়গা দিতে হবে সেটা কৌশিক গাঙ্গুলীর যেন নখদর্পণে। এই সিনেমায় নারী চরিত্রগুলি কিভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায় তা কৌশিক গাঙ্গুলীর সুনিপুন পরিচালনায় সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়েছে। এবার আসা যাক চরিত্র নির্ণয়নে। এই ছবিতে মেঘনা আর শুভ্রার সমীকরণ বেশ নজরকাড়া। সুমনের চরিত্রে কৌশিক সেনের অভিনয় যথেষ্ট পরিণত। 'অর্ধাঙ্গিনী' র থেকেও এই ছবিতে তার অভিনয় যেন আরো জোরালো হিসেবে ধরা দিয়েছে। এই ছবিতে কৌশিক সেন নিজেকে মেলে ধরার প্রচন্ড সুযোগ পেয়েছেন এবং সেটা করতে তিনি সক্ষমও হয়েছেন। বাংলাদেশের নামকরা সংগীত শিল্পী মেঘনার চরিত্রে জয়া আহসান ঠিকঠাক তবে তার অভিনয়ে বিরাট বিশেষত্ব কিছু চোখে পড়েনি। তবে তার অভিনয়ে একটা নিজস্বতা রয়েছে যেটা দর্শকদের ভালো লাগতে পারে। চূর্ণী গাঙ্গুলীর কথা এখানে বিশেষ করে না বললেই নয়। বলাই বাহুল্য এই সিনেমাতে প্রধান লাইম লাইট কেড়ে নিয়েছেন তিনি। তার অভিনয় সত্যিই প্রশংসাযোগ্য। প্রথম থেকেই তার অভিনয়ে আলাদা একটা আবেদন রয়েছে যেটা দর্শকদের আবেগপ্রবণ করে তুলবেই। এই সিক্যুয়েলে চূর্ণী গাঙ্গুলীর অভিনয় চোখে পড়ার মত। তার বাচন ভঙ্গি এবং অতিসতর্ক অসাধারণ অভিনয় দর্শকের চোখে জল নিয়ে আসবে । পরিচালক কৌশিক গাঙ্গুলীর চিত্রনাট্য সংলাপ বুনন খুবই সূক্ষ্ম এবং তীক্ষ্ণ যেটা প্রচন্ড আকর্ষণীয়। তিনি খুব সুক্ষভাবে এই সিনেমায় প্রাক্তন এবং বর্তমান স্ত্রীর মানসিক জটিলতাকে উপস্থাপনা করেছেন। এই সিনেমার গানগুলি খুবই সুন্দর যা আমার খুব ভালো লেগেছে। অনুপম রায় ,ইমন চক্রবর্তী এবং লগ্নজিতা চক্রবর্তীর গানগুলো মন ছুঁয়ে যাওয়ার মত। গোপী ভগতের সিনেমাটোগ্রাফি খুবই সাবলীলভাবে খাপ খেয়ে গিয়েছে। এই ছবির ইতিবাচক তথা নেতিবাচক দিকগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইতিবাচক দিকগুলির মধ্যে যেগুলো প্রথমেই উল্লেখ্য সেগুলি হল দুর্দান্ত অভিনয়। এবং মজবুত সংলাপ। জয়া আহসান আর চূর্ণী গাঙ্গুলীর দ্বৈত অভিনয় খুবই প্রাসঙ্গিক। সিনেমার বিষয়বস্তু খুবই উন্নত এবং খুবই সুন্দরভাবে পুরুষকেন্দ্রিক সমাজের ওপর মহিলাদের অস্তিত্ব রক্ষার বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন পরিচালক। সম্পর্কের যে মেলোড্রামাটি দেখানো হয়েছে তা অত্যন্ত বাস্তবধর্মী এবং সেখানে কোন সস্তা সংবেদনশীলতা নেই। ছবির আবহ সংগীত এবং গান গুলো খুবই শ্রুতি মধুর এবং পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অন্যদিকে নেতিবাচক দিক বিশ্লেষণে সর্বপ্রথম যেটি দাঁড়ায় সেটি হল অতিরিক্ত গান যেটা একঘেয়েমি সৃষ্টি করতে পারে। দ্বিতীয়ত গল্পের গতি মন্থর এবং দৈর্ঘ্য বড় যা দর্শকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে পারে। তৃতীয় সিনেমাটির বেশ কিছু অংশ দেখলে আগে থেকেই বোঝা যায় যে কি হতে চলেছে যেটা বড্ড প্রেডিক্টেবল লেগেছে আমার । সব মিলিয়ে বলাই বাহুল্য 'আজও অর্ধাঙ্গিনী' ছবিটি একটি পারিবারিক ইমোশনাল মেলো ড্রামা কেন্দ্রিক ছবি যা 'অর্ধাঙ্গিনী' ছবিটির একটি সফল সিক্যুয়েল।

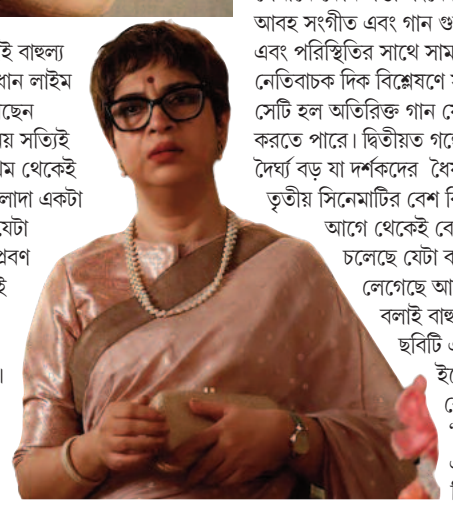

# অ্যাকশন দৃশ্যে 'জওয়ান'কেও টেক্কা দেবে শাহরুখের 'কিং'

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** শীতের মরসুমে ফের বড়পর্দায় ঝড় তুলতে আসছেন বলিউড বাদশা। তবে এবার সঙ্গী মেয়ে সুহানা খান। সুহানার গ্র্যান্ড ডেবিউ নিশ্চিত করতে বাবা শাহরুখ খান কোনও খামতিই রাখছেন না। শোনা যাচ্ছে, সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত এবং গৌরী খান প্রযোজিত মেগা প্রজেক্ট 'কিং' ছবির বাজেট ধরা হয়েছে প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা! যা বাজেটের নিরিখে শাহরুখের আগের ব্লকবাস্টার 'জওয়ান' (৪০০ কোটি) এবং 'পাঠান' (৩৫০ কোটি)-কেও অনায়াসে টেক্কা দিয়েছে। উল্লেখ্য, বিপুল এই বাজেটের মধ্যে প্রচারের খরচ বা শাহরুখের পারিশ্রমিক অন্তর্ভুক্ত নেই। 'রেড চিলিজ এন্টারটেইনমেন্ট'-এর ব্যানারে নির্মিত এই ছবিতে ভিএফএক্স (VFX) এবং আন্তর্জাতিক মানের অ্যাকশনের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। বিদেশের প্রখ্যাত স্টান্ট পরিচালকদের হাত ধরে এমন কিছু দৃশ্য তৈরি হচ্ছে, যা বলিউডে রীতিমতো নজির গড়বে। প্রায় ১৫০ দিন ধরে বিভিন্ন লোকেশনে চলবে শুটিং পর্ব। আগে সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা হৃতিক রোশনকে নিয়ে 'কিং' তৈরির পরিকল্পনা করলেও, পরে রেড চিলিজ এর স্বত্ব কিনে নেয়। এই মাল্টি-স্টারার ছবিতে শাহরুখ ও সুহানার সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করবেন দীপিকা পাড়ুকোন, অভিষেক বচ্চন, রানি মুখোপাধ্যায়, অনিল কপূর এবং জ্যাকি শ্রফ। পাশাপাশি, বিশেষ চমক হিসেবে থাকছেন বাংলার খরাজ মুখোপাধ্যায়। সচিন-জিগরের সুরে সাজানো এই অ্যাকশন-প্যাকড ছবিটি আগামী ২৪ ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে।

## 'মিমি'র আগেই ডিম্বাণু সংরক্ষণ করেছিলাম!

# সমাজের চাপ উড়িয়ে অকপট কৃতি

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বয়স, বিয়ে ও সন্তানধারণ নিয়ে সমাজের বাঁধাধরা নিয়ম বা অযাচিত চাপকে একেবারেই পাত্তা দিতে নারাজ বলিউড অভিনেত্রী কৃতি শ্যানন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ৩৫ বছর বয়সি এই অভিনেত্রী জানালেন যে, তিনি তাঁর ডিম্বাণু সংরক্ষণ (Egg Freezing) করে রেখেছেন। বয়সের ভয়ে তড়িঘড়ি করে বিয়ে বা মাতৃত্বের মতো বড় সিদ্ধান্ত নিতে তিনি রাজি নন। তাঁর মতে, মনের তাগিদেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত, কোনও সামাজিক চাপে পড়ে নয়।

সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হল, হিট ছবি 'মিমি'-র শুটিংয়ের ঠিক আগেই তিনি এই কাজটি সারেন। ওই ছবিতে এক সারোগেট মায়ের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য কৃতিকে ১৫ কেজি ওজন বাড়াতে হয়েছিল। ডিম্বাণু সংরক্ষণের হরমোন ইনজেকশনের কারণে শরীরে এমনিতেই কিছুটা ফোলাভাব আসে। কৃতি জানান, সেই সময় তাঁর হাতে টানা দু'মাস কোনও শুটিং ছিল না। তাই বুদ্ধি করে তিনি ওই সময়টাকেই বেছে নেন।

তবে পুরো প্রক্রিয়াটি মোটেও সহজ ছিল না। হরমোনের পরিবর্তনের জেরে গর্ভবতী মহিলাদের মতোই তাঁর মেজাজের চরম ওঠানামা (Mood swings) হত। বিপুল খরচের পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিক ধকলও গেছে। তা সত্ত্বেও কৃতি খুশি, কারণ এই চিকিৎসাপদ্ধতি তাঁকে বয়সের চিন্তা থেকে মুক্তি দিয়ে একপ্রকার 'সুরক্ষাকবচ' জুগিয়েছে। প্রসঙ্গত, অভিনেত্রীকে শেষবার শাহিদ কপূর এবং রশ্মিকা মন্দানার সঙ্গে 'ককটেল ২' ছবিতে পর্দায় দেখা গিয়েছে।

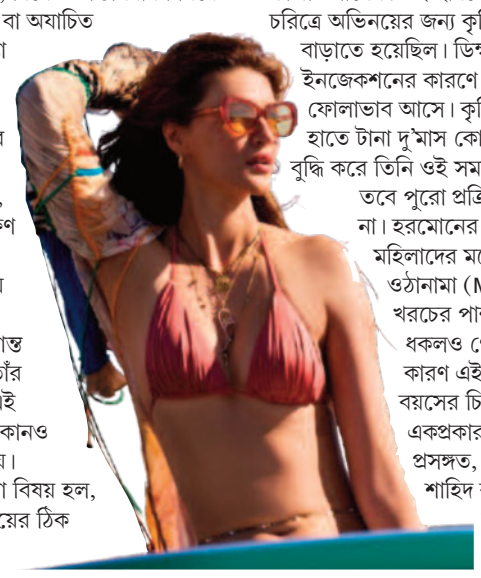

# পরের বিশ্বকাপে খেলবেন? কেইন দিলেন মেসির উদাহরণ

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ২-১ গোলে হেরে আবারও সেমিফাইনাল থেকেই বিদায় বলেছে ইংল্যান্ড। পুরো বিশ্বকাপে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়া অধিনায়ক হ্যারি কেইন, গতকাল ছিলেন নিজের ছায়া হয়ে। বিশ্বকাপ শেষে তাই প্রশ্নটা এল বিদায়ের, এবারই কি শেষবারের মতো বড় মঞ্চে দেখা যাবে তাঁকে?

হ্যারি কেইনের ক্যারিয়ার যেন দুর্দশায় ঠাসা। ক্যারিয়ারের দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন টটেনহামে, তাদের জার্সিতে জিততে পারেননি কিছুই। অবশেষে বায়ার্ন মিউনিখে গিয়ে শিরোপার খেরোখাতা খুলেছে। কিন্তু ইংল্যান্ডের জার্সিতে তিনি ঘুরপাক খাচ্ছেন একই বৃত্তে।

২০১৮ বিশ্বকাপ থেকে গোলমুখে ইংল্যান্ডের ভরসার নাম কেইন। প্রথম বিশ্বকাপেই ৬ গোল করে জিতে নিয়েছিলেন গোল্ডেন বুট। ২৮ বছর পর দলকে নিয়ে গিয়েছিলেন বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে। ২০২২ বিশ্বকাপে বিদায় নিয়েছেন কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে, ২০২৬ সালে এসেও তাদের যাত্রা থামল সেমিতে।

ইউরোতেও তাঁর ভাগ্যটা হেঁটেছে একই পথে। ২০২০, ২৪; টানা দুই ইউরোতে উঠেছেন ফাইনালে, ইতালি আর স্পেনের কাছে হেরে থাকতে হয়েছে শিরোপাহীন। চার বছর পর ইংলিশ অধিনায়কের বয়সটা দাঁড়াবে ৩৬। পরের বিশ্বকাপে তাই তাঁকে দেখা যাবে কি না, সেই প্রশ্নটা চলেই আসে।

কেইন সেই প্রশ্নের খোলাসা করে উত্তর দিলেন না, 'এখনই আমি কিছু বলতে চাই না। এখন যেভাবে খেলছি, তখন কেমন খেলব, তার ওপর নির্ভর করে বিশ্বকাপ খেলা।' চার বছর পর তার বয়সটা দাঁড়াবে ৩৬-এ, সেই বয়সে ইংল্যান্ডকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবেন কি না, সেটাও প্রশ্ন। তবে কেইন তখনই কথা এখন ভাবতে চান না, 'এই গ্রীষ্মে আমার বয়স মাত্র ৩৩ হবে। মেসি তো ৩৯ পর্যন্ত খেলে যাচ্ছে, পারফর্ম করছে। দেখা যাক আমার ক্ষেত্রে কী হয়। আমি এখনই কোনো দাগ টেনে দিতে চাইছি না।'

ইংল্যান্ড অধিনায়ক কথা বলেছেন সেমিফাইনাল নিয়ে। বারবার শিরোপার কাছাকাছি এসেও জিততে না পারার ক্ষোভ ঝরল তাঁর কণ্ঠে, 'মনে হচ্ছে আগের টুর্নামেন্টগুলোর পুনরাবৃত্তি হলো যেন। ৬০ মিনিট পর্যন্ত ম্যাচ আমাদের হাতেই ছিল, কিন্তু এরপরই ম্যাচটা হাত থেকে বেরিয়ে গেল।' এগিয়ে থেকেও ম্যাচ হারের যন্ত্রণা যেন কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে তাঁকে, 'এক গোলের লিড পাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই ইচ্ছা থাকে সেটাকে ধরে রাখার। কিন্তু ২০ মিনিট যথেষ্ট ছিল ওদের কামব্যাক করার জন্য। ম্যাচটা আমরাই ধরে রাখতে পারিনি।'

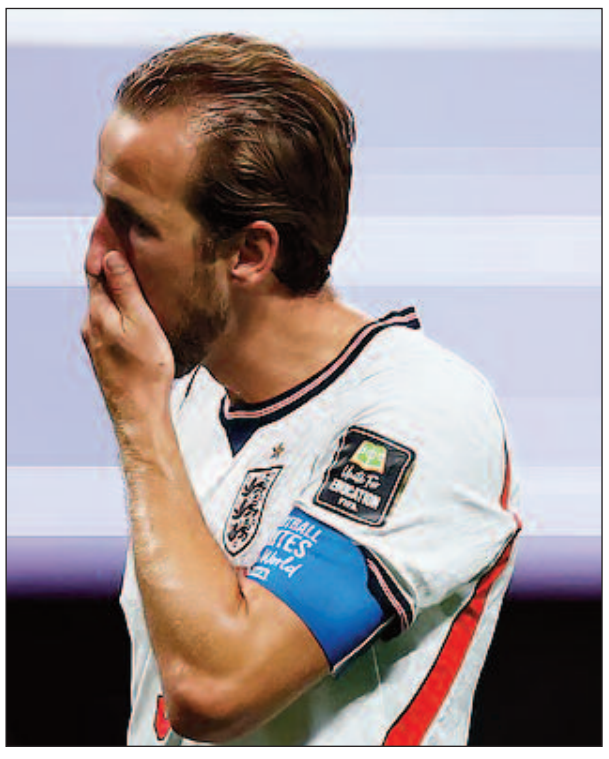

# ইংল্যান্ড বধের পর মাঠে ফকল্যান্ড বিতর্ক, শাস্তির মুখে আর্জেন্টিনা?

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ইংল্যান্ড-আর্জেন্টিনা ম্যাচ মানেই ফুটবলের বাইরে আরও অনেক ইতিহাস, আবেগ এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে দুই দলের লড়াইও তার ব্যতিক্রম ছিল না। মাঠে ২২ জন ফুটবলারের ৯০ মিনিটের লড়াই শেষ হলেও বিতর্কের শুরু হয় ম্যাচের পর। ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠার আনন্দ উদ্‌যাপনের মাঝেই ফকল্যান্ড বা মালভিনাস দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে বার্তা-সম্বলিত একটি ব্যানার হাতে মাঠে নামেন আর্জেন্টিনার কয়েকজন ফুটবলার। আর সেই ঘটনাই নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

শেষ বাঁশি বাজার পর দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে ধাক্কাধাক্কি ও তর্কাতর্কির পরিস্থিতি তৈরি হয়। অভিযোগ ওঠে, ইংল্যান্ডের জুড বেলিংহ্যাম আর্জেন্টিনার ভ্যালেন্টিন বার্কোর সঙ্গে অসদাচরণ করেছেন। এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই জিয়োভানি লো সেলসো, নিকোলাস ওটামেন্ডিসহ কয়েকজন আর্জেন্টাইন ফুটবলার একটি ব্যানার হাতে উদ্‌যাপন শুরু করেন। সেখানে স্প্যানিশ ভাষায় লেখা ছিল, 'লাস মালভিনাস সন আর্জেন্টিনাস', যার অর্থ;'মালভিনাস আর্জেন্টিনারই।' শুধু মাঠেই নয়, গ্যালারিতেও একই ধরনের পোস্টার দেখা যায় এবং আর্জেন্টিনার সমর্থকেরা একই স্লোগান দিতে থাকেন।

ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ, যা আর্জেন্টিনায় মালভিনাস নামে পরিচিত, দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত। দ্বীপটি আর্জেন্টিনার উপকূলের কাছাকাছি হলেও ১৮৩৩ সাল থেকে ব্রিটেনের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। অন্যদিকে আর্জেন্টিনা বরাবরই দাবি করে এসেছে যে দ্বীপপুঞ্জটি তাদের সার্বভৌম ভূখণ্ডের অংশ। এই মালিকানা নিয়ে দীর্ঘদিনের বিরোধই ১৯৮২ সালে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে রূপ নেয়।

সে সময় আর্জেন্টিনার সামরিক সরকার প্রেসিডেন্ট লিওপোল্ড গালতিয়েরির নির্দেশে ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জে সেনা পাঠায়। জবাবে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার বিশাল নৌবহর, যুদ্ধবিমান ও সেনা মোতায়েন করেন। টানা ৭৪ দিনের সংঘর্ষের পর আর্জেন্টিনা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় এবং দ্বীপটির নিয়ন্ত্রণ ব্রিটেনের হাতেই থেকে যায়। সেই যুদ্ধে প্রায় ৬৫০ জন আর্জেন্টাইন ও ২৫৫ জন ব্রিটিশ সেনার মৃত্যু হয়, যা দুই দেশের ইতিহাসে গভীর ক্ষত হিসেবে রয়ে গেছে। এই যুদ্ধের প্রভাব ফুটবল মাঠেও দেখা গিয়েছিল। ১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দিয়েগো মারাদোনার দুটি গোল আজও কিংবদন্তি। একটি ছিল বিতর্কিত ক্ষ্মহ্যান্ড অব গডক্ষ্ম এবং অন্যটি ছিল ছয়জন খেলোয়াড়কে কাটিয়ে করা দুর্দান্ত গোল, যা অনেকের মতে ফুটবল ইতিহাসের সেরা গোল। সেই ম্যাচকে অনেক আর্জেন্টাইন সমর্থক ফকল্যান্ড যুদ্ধের প্রতীকী জবাব হিসেবেও দেখেছিলেন। চার দশকেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও সেই ঐতিহাসিক বিরোধ যে এখনও দুই দেশের মানুষের আবেগে জড়িয়ে রয়েছে, তারই প্রমাণ মিলল এবারের বিশ্বকাপে। তবে এই উদ্‌যাপন আর্জেন্টিনার জন্য সমস্যার কারণও হতে পারে। ফিফার শৃঙ্খলাবিধি অনুযায়ী আন্তর্জাতিক ম্যাচে রাজনৈতিক বার্তা বহনকারী ব্যানার, পোস্টার বা স্লোগান প্রদর্শন নিষিদ্ধ। তাই ম্যাচ-পরবর্তী এই ঘটনায় আর্জেন্টিনা ফুটবল দল বা সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে তদন্ত ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এখন নজর ফিফার সিদ্ধান্তের দিকে। সংস্থা এই ঘটনাকে কতটা গুরুত্ব দিয়ে দেখে এবং আর্জেন্টিনার ফুটবলারদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয় কি না, সেটাই আগামী দিনের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

## ম্যাচ শেষে রণক্ষেত্র!

# ইংল্যান্ড-আর্জেন্টিনা দ্বৈরথে মাঠে ও গ্যালারিতে সংঘর্ষ

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ইংল্যান্ড ও আর্জেন্টিনার ফুটবল ম্যাচ মানেই বাড়তি উত্তেজনা। দুই দেশের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক বিরোধ এবং ঐতিহাসিক রেষারেষি এই দ্বৈরথকে অন্য মাত্রা দেয়। বিশ্বকাপের সেমিফাইনালেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ম্যাচে আর্জেন্টিনা নাটকীয়ভাবে জয় তুলে নেওয়ার পর শুধু মাঠেই নয়, গ্যালারি এবং স্টেডিয়ামের বাইরেও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খেলোয়াড় থেকে শুরু করে সমর্থক; উভয় পক্ষই একাধিক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। ম্যাচের ৮৪ মিনিট পর্যন্ত এগিয়ে ছিল ইংল্যান্ড। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয় আর্জেন্টিনা এবং জয় নিশ্চিত করে ফাইনালে পৌঁছে যায়। এই পরাজয় ইংল্যান্ডের ফুটবলারদের অনেকের কাছেই হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে জুড বেলিংহ্যামের আচরণ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ম্যাচ শেষ হওয়ার পর আর্জেন্টিনার ফুটবলাররা মাঠে জয়ের উল্লাসে মেতে ওঠেন। অভিযোগ, সেই সময় বেলিংহ্যাম হঠাৎই আর্জেন্টিনার ডিফেন্ডার ভ্যালেন্টিন বার্কোর কাছে গিয়ে তাঁর ঘাড়ের কাছে আঘাত করেন। ঘটনাটি দেখে সঙ্গে সঙ্গে বার্কোর সতীর্থরা ছুটে এসে প্রতিবাদ জানান। মুহূর্তের মধ্যেই দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় শুরু হয়। যদিও ঘটনাটির জন্য এখনও পর্যন্ত কোনও ফুটবলারের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। শুধু বেলিংহ্যাম নন, ইংল্যান্ডের আরেক ফুটবলার মর্গ্যান রজার্সও বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। অভিযোগ, আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়রা তাঁর সামনে উদযাপন করায় তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে লাউতারো মার্তিনেসকে ধাক্কা দেন এবং পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পরে ইংল্যান্ড দলের অন্য ফুটবলাররা এসে রজার্সকে সরিয়ে নিয়ে গেলে বড় ধরনের সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হয়। তবে ম্যাচ-পরবর্তী উত্তেজনার সূত্রপাত হয়েছিল খেলা চলাকালীনই। মাঠে একাধিকবার দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়। বেলিংহ্যাম ও লিওনেল মেসির মধ্যেও এক পর্যায়ে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। রেফারিকে কয়েকবার হস্তক্ষেপ করে পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়। উত্তেজনার আঁচ গ্যালারিতেও স্পষ্ট ছিল। দুই দেশের সমর্থকদের মধ্যে শুরু থেকেই স্লোগান, পাল্টা স্লোগান এবং কথার লড়াই চলছিল। অভিযোগ, ইংল্যান্ডের জাতীয় সংগীত বাজানোর সময় আর্জেন্টিনার একাংশের সমর্থকরা ইচ্ছাকৃতভাবে শোরগোল করেন। এরপর ম্যাচ শেষ হতেই পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে যায়। স্টেডিয়ামের ভেতরে ও বাইরে দুই পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। সংঘর্ষে কয়েকজন আহত হন, এমনকি রক্তাক্ত হওয়ার ঘটনাও সামনে এসেছে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দ্রুত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দুই পক্ষের বহু সমর্থককে আটক করে এবং পরে বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়। শুধু ম্যাচ ভেন্যু আটলান্টাতেই নয়, যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক ও নিউ জার্সিসহ বিভিন্ন শহরেও দুই দেশের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের খবর পাওয়া যায়। এমনকি ইংল্যান্ডের বার্মিংহামেও আর্জেন্টিনা ও ইংল্যান্ডের সমর্থকদের মধ্যে মারামারির ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে।